শ্রীউপদেশ

তৃতীয় খণ্ড

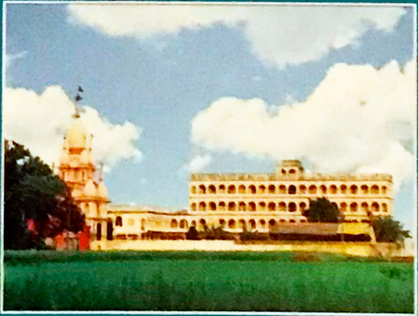

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীউপদেশ

(তৃতীয় খণ্ড)

অনন্তশ্রীবিভূষিত ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলচূড়ামণি বিশ্ববরেণ্য জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের

পদ্মমুখের হরিকথামৃত

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের তৃপ্তির জন্য ও তাঁর অহৈতুক কৃপায় শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে শ্রীভক্তি তিলক নিরীহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু শুভার্বিভাব তিথিতে শ্রীগৌরাব্দ ৫৩৪, বঙ্গাব্দ ১৪২৫, খৃষ্টাব্দ ২০১৯।

প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা :

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য :

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-বিশ্বপ্রচারক জগদ্গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

বর্ত্তমান-সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য :

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি
শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

মূলমঠ :

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং ৭৪১৩০২
ফোন: ৯৭৩২১১৩২৮৫
Web: SCSMathInternational.com
Email: info@scsmathinternational.com

মুদ্রণ :

Giri Print Service, 91-A, Baithakkhana Road,
কলকাতা ৭০০০০৯

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মুখবন্ধ

পরমারাধ্যতম শ্রী গুরুপাদপদ্ম বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের বর্তমান সভাপতি আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের মুখনিঃসৃত হরিকথামৃত বাণী ইতিমধ্যে শ্রীউপদেশ প্রথম খণ্ড ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন উৎসবে ও গ্রামেগঞ্জে প্রচারে তাঁহার সঙ্গলাভ করার সুযোগ এই অধমের হয়েছে। তাই তিনি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষক ও বিশ্বব্যাপী শ্রীভক্তি সিদ্ধান্তবাণী প্রচার সংস্থাপক আচার্য্য ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত গোস্বামী ঠাকুরের বিভিন্ন উপদেশাবলী ও শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের হরিকথামৃত ও মদীয় শ্রী পরম গুরুদেব শ্রীমঠের সেবায়েত আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজের হৃৎকর্ণরসায়ন কথা সকল বিভিন্ন সভায় আলোকপাত করেছেন।

আজ শুক্লা গৌর ত্রয়োদশী তিথি—কৃপাবতার শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব দিবস। আমার মত অবিদ্যাগ্রস্ত জীব এই পরমমঙ্গলময়ী মুক্তি-স্বরূপিনী তিথির আরাধনা করে আত্মশোধনের অভিলাষ করে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মুখনিঃসৃত বাণী "শ্রী উপদেশ" ৩য় খণ্ড প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। এই রকম একটি গ্রন্থে বহু পারমার্থিক মঙ্গলের সমাধান পাওয়া যাইবে। পারমার্থিক লাভেচ্ছু পাঠকগণ তাঁদের ক্ষুধা নিবৃত্তির অনেক তুষ্টি ও পুষ্টি অবশ্যই লাভ করিবেন।

অদোষদরশী পাঠকবৃন্দ! আমার প্রকাশনায় অযোগ্যতা এবং পরম করুণায় শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভক্তবৃন্দের সেবার প্রতি আসক্তির অভাব বশতঃ যে সমস্ত ভুল ত্রুটি এই গ্রন্থকে মলিন করেছে তাঁর জন্য আমাদের ক্ষমা করে কৃপা করবেন—এই প্রার্থনা। ইতি—

বিনীত দীনাধাম
প্রকাশক

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের

প্রণাম মন্ত্র

পূজ্য-শ্রীগুরুবর্গ-বন্দিত-মহাভাবান্বিতায়া সদা
পৌর্বাপর্য্য পরম্পরা-প্রচলিত-প্রাজ্য প্রমূর্ত্তাকৃতেঃ।
ভক্তের্নির্ম্মল-নির্ঝরস্য নিভৃতং সংরক্ষকং সাদরম্
বন্দে শ্রীগুরুদেবম্ আনত-শিরা আচার্য্য-বর্য্যং নিজম্॥

অনুবাদ :— পূজনীয় শ্রীগুরুবর্গ-কর্ত্তৃক বন্দিত মহাভাব সমন্বিত রূপানুগ পরম্পরাক্রমে প্রচলিত প্রভূত প্রমূর্ত্ত দিব্যাকৃতি ভক্তির নির্ম্মল ধারাকে নিভৃতভাবে সাদরে রক্ষণকারী আচার্য্যবর্য্য নিজ গুরুদেবকে অবনত মস্তকে বন্দনা করি।

প্রেরকং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-শিষ্যানাং ভক্তি-বর্ত্মনি।
ভক্তি-নির্ম্মলমাচার্য্য-স্বামিনং প্রণমাম্যহম্॥

অনুবাদ :— প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশবাসী শিষ্যগণকে ভক্তিপথে প্রেরণকারী পরমপূজনীয় স্বামী ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজকে আমি প্রণাম নিবেদন করি।

শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের সহিত
শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

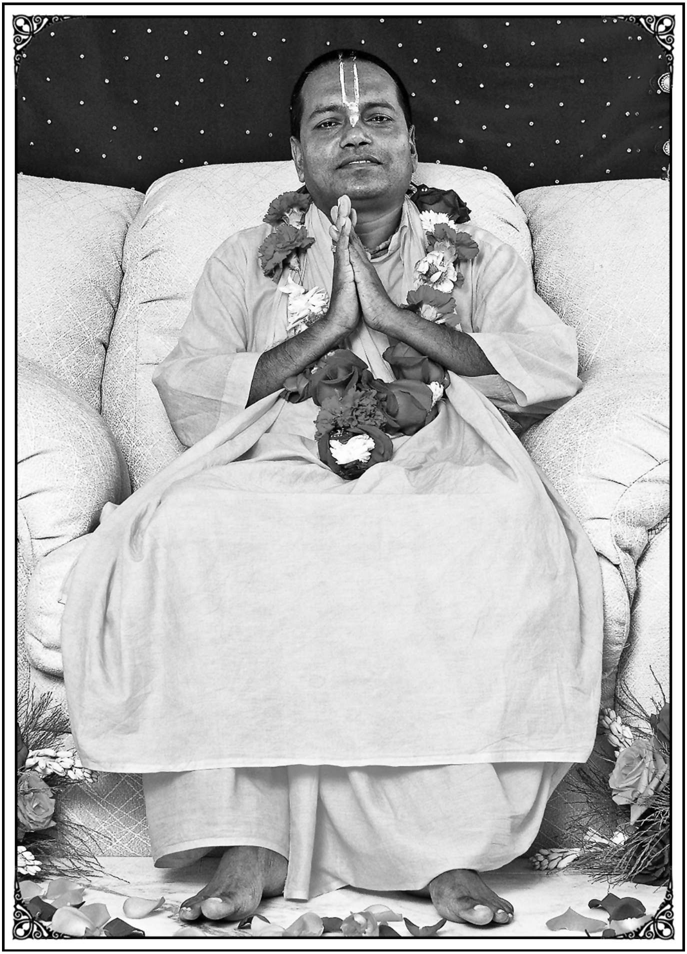

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য

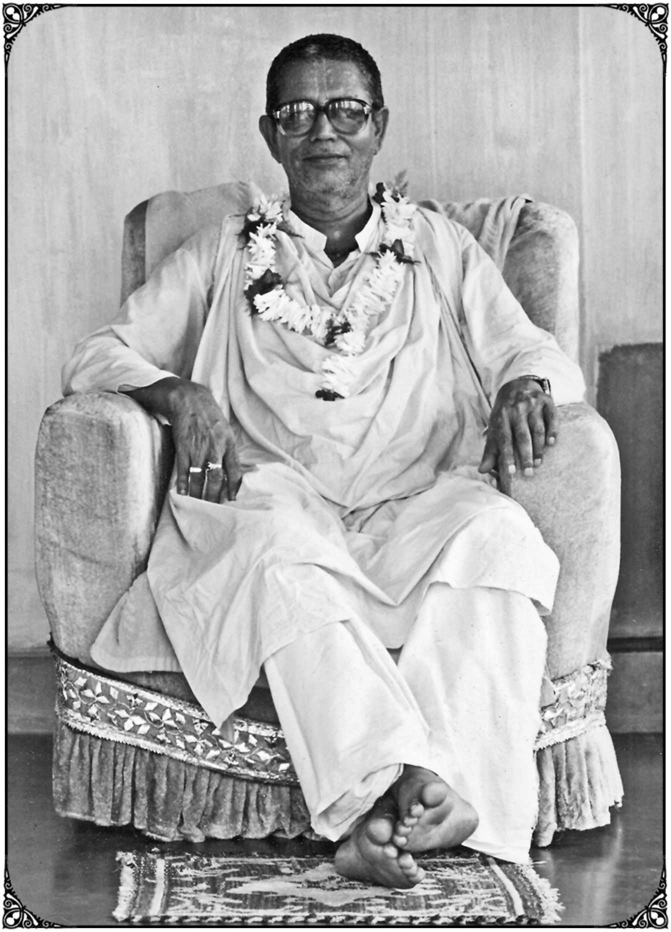

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু
ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ
শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্যভাস্কর-শ্রীরূপানুগপ্রবর

আমাদের ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় গুরুপরম্পরা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
↓
শ্রীব্রহ্মা
↓
শ্রীনারদ
↓
শ্রীব্যাসদেব
↓
শ্রীমধ্বাচার্য্য
↓
শ্রীপদ্মনাভ
↓
শ্রীনৃহরি
↓
শ্রীমাধব
↓
শ্রীঅক্ষোভ্য
↓
শ্রীজয়তীর্থ
↓
শ্রীজ্ঞানসিন্ধু
↓
শ্রীদয়ানিধি
↓
শ্রীবিদ্যানিধি
↓
শ্রীরাজেন্দ্র
↓
শ্রীজয়ধর্ম
↓
শ্রীব্রহ্মন্যতীর্থ
↓
শ্রীব্যাসতীর্থ
↓
শ্রীলক্ষ্মীপতি
↓

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী
(শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত)
↓
শ্রীঈশ্বরপুরী
↓
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু
↓
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতনাদি
↓
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
↓
শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর
↓
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
↓
শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ
↓
শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর
↓
শ্রীগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ
↓
শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
↓
শ্রীভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

উৎসবের স্বার্থকতা

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীলভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক

আজ আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব তিথিতে আপনারা সকলে সমবেত হয়েচ্ছেন। আমাদের পরমসৌভাগ্য যে কতকালই শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিগ্রহ রূপেতে শ্রীমঠেতে প্রকাশীত হয়ে আমাদের সকলের সেবা-পূজা গ্রহণ করছেন। আজকেও এখানেতেই ভগবান শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর এবং গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরজীউ নাটমন্দিরেতে আমরা সকলে মিলে তাঁর শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসব পালন করছি।

বৈষ্ণব ধর্ম্মেতে বা অন্যান্য ধর্ম্মে সর্বত্রই উৎসব যখন বলা হয় তখন আমরা ‘উৎসবের’ শব্দে সামাজিক অনুষ্ঠান বুঝি কিন্তু বৈষ্ণবের যে উৎসব সে তাকে *মহোৎসব* বলে বলা হয়। বৈষ্ণবরা মহোৎসব করেন। প্রাকৃত ভাষায় তাকে বলা হয় ‘মোচ্ছব’—“বৈষ্ণবদের মোচ্ছব হবে আজকে। চল, সেখানে গিয়ে প্রসাদ পাবে।” এই জিনিস আমরা প্রাকৃত ভাষাতে দেখতে পাই, কিন্তু মহোৎসবের প্রকৃত স্বার্থকতা সেখানেই আসে যেখানেতে বৈষ্ণব সেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। অনন্তকাল ধরে অবৈষ্ণবের সেবা করলে সেটি মহোৎসব হবে না। মহোৎসব হবে বৈষ্ণবের সেবা দ্বারা। বৈষ্ণবের সন্তোষ বিধানই মহোৎসবের স্বার্থকতা আসে। এটি শাস্ত্রেতে আমরা দেখি।

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর খুব গুরুত্বের সঙ্গে এই বিষয়টা আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থের মধ্যে। তিনি বলছেন যে, বৈষ্ণব সেবা যদি হয়—সে দুটি-চারটি হলেও—শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা করলে সেখানেই মহোৎসবের স্বার্থকতা হয়।

আজকে আমাদের পরমসৌভাগ্য যে, সারা পৃথিবীব্যাপী যে কৃষ্ণকীর্ত্তন-সঙ্গে, কৃষ্ণ-অনুশীলন-সঙ্গে যা বিধান চলেছে তাতে আপনারা সকলে অংশ গ্রহণ করে নিজেদের ধন্যাতিধন্য করছেন। সেই সমস্ত বৈষ্ণব-হৃদয় আজকে এখানে সমুপস্থিত হয়েছে।

বৈষ্ণবের আনুগত্য দ্বারা বৈষ্ণবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেখানেতে আনুগত্য আছে সেখানে বৈষ্ণবতা আছে—যেখানে তৃণাদপি সুনীচেনতা আছে সেখানেই বৈষ্ণবতা, যেখানে তরোরিব সহিষ্ণুতা সেখানেই বৈষ্ণবতা। এইভাবেতে বৈষ্ণবের তিন বিভাগ আছে (ভাগবতে বা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে আমরা সেগুলি দেখতে পাই)—উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ। এখানে বৈষ্ণবের প্রকার ভেদ করে গিয়েছে।

"সকলেই স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি বৈকুণ্ঠে ক্ষীরোদকশায়ী কমলার পতি" : আমাদের সকলের স্বরূপটা হচ্ছে বৈষ্ণব, আমরা সবাই বিষ্ণুর সেবক। বিষ্ণু হচ্ছেন সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং আমরা সবাই তাঁর সেবক ও সেবিকা। অতএব স্বরূপটা আমরা "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি" কিন্তু যেহেতু আজকের দিন কর্ম্ম-দোষেতে আমরা এই বিরূপতা প্রাপ্ত হয়েছি, আজকে মায়ার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। ভগবানের সেবা ভুলে গিয়ে আমরা নিজের আত্ম-সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে স্বর্গ মর্ত পাতাল আলোড়ন করে তুলেছি : শত-কর্ম্মের দ্বারাতে কখনও স্বর্গে যাচ্ছি, অসৎ-কর্ম্মের দ্বারাতে নরকে যাচ্ছি, এই ভাবেতে আমরা আমাদের জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি-খেলা খেলছি। এবং এতে ভগবান সুখী নন। "লাভিং সার্চ ফর টি লস্ট সার্ভেন্ট" গুরুমহারাজের একটা বই আছে—তাতে বলছেন যে, ভগবান অপেক্ষা করছেন তাঁর লস্ট সার্ভেন্টের (হারানো সেবক) জন্যই।

সারা দেশেতে জেলখানা আছে আর যেখানে দেশে ১২৫ কোটি লোক সেখানে হয়তো ১ লক্ষ লোক জেলখানায় থাকতে পারে কিন্তু সেই ১ লক্ষ দুষ্ট লোক জগতের পরিচয় নয়। প্রাকৃত চিন্ময়-ধামের

একটা পরিচয় আছে এবং সেই পরিচয়টা হচ্ছে ভগবত-সেবায় সকলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৪ ঘন্টা-ই নিজেকে নিয়োজিত রেখে সেই চিন্ময়-ধামেতে ভগবত-সেবা করে চলা। এই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত স্বরূপের তীর্থ এবং স্বরূপের যাকে বলে একটিভিটি (কাজ)। কিন্তু আমরা যেহেতু আত্মসুখ অনুসন্ধান করছি—হঠাৎ আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা জেলখানায় এসে পড়েছি।

এখানে সংশোধনের পথ আছে। সেই রাস্তা বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রেতে নির্দেশ করেছেন আর মাঝে মাঝে ভগবান নিজে আসেন বা ভগবত-ভক্তগণ জগতে আবির্ভূত হন। তাঁরা আমাদের মত লোককে শিক্ষা দিয়ে আমাদের মত বদ্ধ জীবকে করুণা করে তুলে নিয়ে গোলোক বৃন্দাবনে তাঁর সেবায় পুনরায় নিযুক্ত করেন বা করবার সুযোগ করে দেন। এই হচ্ছে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান, এইতিনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হয়। এরা আসেন জেলখানায় মাঝে মাঝে যখন ধর্ম্ম অভ্যুত্থান হয়। প্রিজনেরদের (বন্দীদের) সংশোধন করার জন্য নানা রকমের পথ আছে—“বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রানাং সামঞ্জস্য-বধায়কম্” : বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়েছেন যাতে আমরা সেই দিকে চলতে পারি, তাঁরা পথ করে দিয়েছেন।

সে রাস্তাটিই হচ্ছে শরণাগতির পথ।

শরণাগতের, অকিঞ্চনের—একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে ‘আত্মসমর্পণ’ ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥

(চৈঃ চঃ, ২/২২/৯৬, ৯৯ ; ৩/৪/১৯৩)

একবারে সোজাসুজিই গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড—পাহাড় কেটে রাস্তা করে দেওয়ার মত শাস্ত্রাদিতে এবং বৈষ্ণবগণের কৃপায় আমরা

দেখতে পাই আর সেই রাস্তা যদি আমরা ধরে চলতে পারি, আমরা "ময়া স্যা হ্যকুতোভয়ঃ" (ভাঃ ১১/১২/১৫)—অকুতোভয় হয়ে যেতে পারি।

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১/২/৩৭)

"যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি বিমুখ হয়, ভগবানের মায়াবলে তাহারই স্বরূপ-বিষয়ে বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে এবং তাহা হইতে আমি দেহ এই জ্ঞানরূপ বিপর্য্যয়, তাহা হইতে দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ উপাধিভূত দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহঙ্কার ও তাহা হইতে যাবতীয় ভয়ের উপস্থিতি হইয়া থাকে, সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি গুরুদেবকে আরাধ্যদেবতা ও প্রিয়তমজ্ঞানে কামনান্তর রহিত হইয়া অনন্যভক্তি সহকারে সে-ই ভগবানকে আরাধনা করিবেন।"

আমাদের যত কিছু উৎপাত, যত কিছু অসুবিধা আসে। ভয়টা হয় দ্বিতীয়াভিনিবেশ থেকে। দ্বিতীয়াভিনিবেশের ব্যাখ্যা করে বলছেন যে, কৃষ্ণ ছাড়া আলাদা করে বিষয়ে অভিনিবেশ তাকে বলা হয় দ্বিতীয়াভিনিবেশ। কৃষ্ণভজনের যেখানে সম্বন্ধ আছে সেখানে আর দ্বিতীয়াভিনিবেশের কোন স্থান নেই। নিজের একটা আলাদা করে একাউন্ট খোলা থাকলে এবং সেই একাউন্টের মধ্যে ভালমন্দ সব জিনিসটা এসে আমার ঘাড়ে চেপে যায়। আর আমার তো এমনই একটা দুর্ভাগ্য যে, আমি সেই একাউন্টটা খুলে হঠাৎ একবারে ব্যানক্রাফট হয়ে বসি আছি।

কোথায় আমার স্বরূপের স্থিতি? ভগবান কৃপা করে আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন তাঁর সেবা করবার জন্যেই, তাঁর ভজন করবার

জন্যেই। উইলিং (ইচ্ছা), ফিলিং (ভাব), থিংকিং (ভাবনা)—এই তিনটা উপাদান দিয়ে আমার স্বরূপ তৈরি হয়েছে আর সেইটিকে আমি মিস্ইউস (অপব্যবহার) করেছি। আমি সেই আমার স্বরূপ থেকে নিজেকে বিরূপের দিকে টেনে দিয়েছি আর এখন ভোগ করে মরছি। কিন্তু আমাদের আশা আছে—আলোক দেখাচ্ছেন সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ।

ভগবান নিজে বলেছেন, "আমি মাঝে মাঝে আসি" :

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/৭-৮)

তিনি নিজে আসেন কিন্তু ভগবানের চেয়ে বড় বস্তু কী আছে? ভগবত-ভক্ত। তিনি নিজে আসেন বা তাঁর ভক্ত পাঠিয়ে দেন, "তুমি যাও ! বাবা, ওর মতিগতিটাকে শোধন করে দাও। আমি ওকে যদি চতুর্ভুজ দেখা দেই ওটা কি করে দেখবে?" প্রথম চক্ষু দিতে হবে।

অন্ধীভূত চক্ষু যার বিষয় ধূলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥

"আমি নিজেকে দেখালেই ও দেখতে পাবে? তুমি দেখাবার ব্যবস্থা করে দাও, তবে ও দেখতে পাবে।"

ভক্তগণ তখন দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করে এই জগতে আসেন। ভগবানের সেবায় আমাদের নিযুক্ত করবার জন্যেই এবং তাঁদের আনন্দ-চিন্ময়ে রসের সন্ধান দেওয়ার জন্যেই সাধু-গুরু-বৈষ্ণব এই জগতেতে আবির্ভুত হন। কৃষ্ণ নিজে আসেন, নিজের ভক্তদের পাঠান এবং বৈষ্ণবদের সাহায্যতে আমরা সেই চিন্ময়ধামেতে দিব্যসেবার অধিকারী হয়ে নিজেদের প্রকৃত স্বরূপের কার্য ফিরে পাই।

এই জগতে যা করা হয়, সেটা হচ্ছে কর্ম্ম আর ভক্তি জগতে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে সেবা। বৈরগ্যেরও প্রয়োজন নেই। এই কথা শাস্ত্রেতে বলছেন—যুক্ত বৈরগ্য করবেন। কেন? "তুমি যে দিকে যেতে যাবে, তোমার এমন কপাল খারাপ সেখানে তুমি একটা খোঁড়া রাস্তায় পড়বে। যদি তুমি একবারে খুব দৃঢ় যাওয়ার চেষ্টা করবে তাও তুমি যেতে পারবে না—তুমি হোঁচট খেয়ে পড়ে পা ভেঙে যাবে। আমি তোমাকে এবারে বাঁধানো রাস্তা দিয়ে দিচ্ছি, এই রাস্তা দিয়ে তুমি চলে এস।" ভগবান বলেছেন (শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১/২/৩৪),

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥

"ভগবান্ অজ্ঞজনগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।"

"তুমি ভগবত-ধর্ম্মের আশ্রয় কর, ভগবতভক্তগনের চরণাশ্রয় কর তাহলেই তুমি পরম-নিত্য-কল্যাণ লাভ করতে পারবে। ভগবান নিজে মুখে বলছেন যে, আমাকে পাওয়ার উপায় একমাত্র এটাই। আমাদের একটাই ডিউটি (কর্তব্য) একটাই একটিভিটি (কাজ)—ভগবানের চরণেতে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া।

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো।
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি।
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৩/২৫/২৫)

"সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্যপ্রকাশক যে সকল শুদ্ধহৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্মস্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি পর্যন্ত উদিত হইবে।"

ভগবান নিজে বলছেন, "সাধুগণের সঙ্গেতে, সাধুগণের প্রসঙ্গে যেখানেতে আমার কথা আলোচিত হয়, আমার সেবা যেখানেতে সম্পন্ন হয়, সেই সাধু-সঙ্গ তুমি কর, এবং তাঁদের কৃপাতে তুমি সবকিছু পাবে।" তাঁদের অন্য কোন ব্যবসা নেই, তাঁদের একটাই ব্যবসা একটাই ধারায় চলেন—আর অন্য কিছু তাঁরা বুঝেন না। যেখানে ভগবানের সেবা আছে, যেখানে ভগবত-ভক্তের সেবা আছে, সেইখানে সাধুগণ নিজেকে নিযুক্ত করার চেষ্টা করেন। যা কিছু আমরা পাই, সেটা সব সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা পাই। অতএব একটাই মাত্র পথ আছে—সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবত-আরাধনা করা।

ভগবান যখন গুরু রূপেতে আসেন, তিনি স্বয়ং আসেন। গুরুরূপ ভগবান থেকে অভীন্ন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখা আছে (১/১/৪৭) : "শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ"। মাথা ঘুরিয়ে দেবে এই একটা কথা থেকে। "অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ।" আমি তো বীজটা পেলাম, কিন্তু তারপরে বীজটা কি করে তৈরি করতে হয়? বীজটা থেকে কি করে গাছ বেরবে? এবং সেই বীজ থেকে যে ফুলে ফলে লতা সুশোভিত হয়ে চরম মঙ্গল, চরম ফল আমাকে দেবে—সেটা কি করে হবে? কে আমাকে বুঝিয়ে দেবে? অতএব সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তিনি এলে আমি শিখতে পারি।

ভগবান শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/২/৩৪) সোজাসুজি বলে দিলেন :

যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্॥

"ভগবান্ অজ্ঞজনগণেরও অনায়াসে আত্মলাভের জন্য যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।"

ভগবান নিজেকে পাওয়ার উপায় (শর্টকাট রাস্তা) নিজে মুখে বলে দিলেন। আমি চানা ডাল ভালোবাসি বা রসগোল্লা ভালোবাসি

আর তুমি যদি আমাকে শুক্তো দিয়ে দাও আমি সেটা কি খাব? আমার কি সেটা ভাল লাগবে? আমার ভালোবাসা কোনটা সেটা তো আমি চাই। সুতরাং ভগবান নিজে মুখে বলছেন যে, আমি ভক্তের বদ্ধ—ভক্তিযোগেতে আমি সর্বাপেক্ষা সন্তুষ্ট হই। আমি ভগবতগণের অনুগত।"

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৯/৬/৬৮)

"সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুদিগের হৃদয়। তাঁহারা আমা-ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না।"

সোজা বাংলা কথাটা। ভগবান নিজে বলছেন যে, "সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়। আমাকে ছাড়া তাঁরা কিছু জানেন না, তাঁদের ছাড়া আমি কিছুই জানি না।"

যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ৯/৪/৬৫)

"যে সকল সাধু গৃহ, দারা, পুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাণ ইহপরলোক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব?"

"দারা, প্রাণ, পুত্র, বিত্ত, সর্বস্ব পরিত্যাগ করে যাঁরা আমার শরণাগত হয়ে আমার ভজনা করছেন, তুমি কি মনে কর আমি এত বড় দাতাকে কখনও ছেড়ে দেব?"

এইভাবেতে ভগবান নিজে বলে দিয়েছেন শাস্ত্রেতে: "যা পেলে আমি খুশি হব, তোমরা সেই ভাবেতে আমাকে ভজনা কর তাহলে আমার সম্পূর্ণ সম্পত্তি তোমরা পাবে।"

—❖—

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ কি ও তাঁর বৈশিষ্ট্য

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ কি ও তাঁর উদ্দেশ্য, প্রচার্য্য-বিষয় বা বৈশিষ্ট্যের কথা জগতে বোঝাইতে হইলে যেরূপ সুদুরূহ ব্যাপার, প্রচলিত ভাব-ধারায় বিভাবিত ও অনুপ্রাণিত বিশ্বের তাহা আংশিকভাবে উপলব্ধি করাইবার চেষ্টাও ততোধিক গুরুতর কার্য্য। কিন্তু এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত সেবাইত আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ ও তাঁর মনোনীত বর্তমান সভাপতি আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পথ অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা শুদ্ধভাবে আচার-প্রচারের মাধ্যমে ভারতসহ সারা পৃথিবীতে বদ্ধ জীবকে উদ্ধারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন।

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ভগবান শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ সারা পৃথিবীতে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য যে যে দিকপাল আচার্য্যগণকে সাথে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ ছিলেন প্রকৃত সংস্কৃত পণ্ডিত ও মহা উপদেশক। শ্রীল শ্রীধর মহারাজ ১৯২৬ সালে তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের চরণাশ্রয় প্রাপ্ত হন। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের খুব দৃঢ় পাণ্ডিত্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবীয় গুণ দেখে ১৯৩০ সালে তাঁকে সন্ন্যাস প্রদান করেন। শ্রীল শ্রীধর মহারাজের রচিত শ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ "সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং" ইহা সকল ভক্তগণের কাছেই অত্যন্ত প্রিয় এবং সকল গৌড়ীয় মঠে ইহা কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীল শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজের রচিত "শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্" দেখে শ্রীল প্রভুপাদ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছিলেন। আপনারা সকলেই জানেন শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পূর্ব্ব মুহূর্তে শ্রীল শ্রীধর মহারাজের

মুখে “শ্রীরূপমঞ্জরীপদ” এই কীর্ত্তনটি শুনে শ্রীল প্রভুপাদের হৃদয় স্পর্শ করেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে বৃন্দাবনে চলে গেলেন। তিনি নন্দ গ্রামের নিকট পবন সরোবরে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় তিনি শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীমতি রাধারাণীর নিকট থেকে আকাশবাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে “রূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করে আপনাকে বদ্ধ জীব উদ্ধার করবার জন্য রেখে আসছিলাম, আর আপনি কিনা নির্জনে ভজন করবার জন্য বৃন্দাবনে চলে এলেন”। সেই আকাশবাণী পেয়ে এক মুহূর্ত দেরি না করে শ্রীল শ্রীধর মহারাজ শ্রীনবদ্বীপ ধামে শ্রীকোলদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীকোলের গঞ্জে চলে এলেন। তথায় গঙ্গাতীর নিকটবর্তীর স্থানে একটি কুঁড়ের ঘর স্থাপন করে তার নাম দিলেন শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ। সেটা ১৯৪১ সাল। তখন থেকেই শ্রীল প্রভুপাদের অনেক শিষ্যবর্গ শ্রীল মহারাজের নিকট আসতেন। তার মধ্যে অনেকেই শ্রীল মহারাজের নিকট সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

ইস্কন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ যখন বিভিন্ন দেশে প্রচারে ছিলেন তখন তাঁর শিষ্যগণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে “আপনার পরে আমরা কার কাছে হরিকথা শ্রবণ করব” ? তার উত্তরে শ্রীল স্বামী মহারাজ বলেছিলেন যে “শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ আমার শিক্ষাগুরু এবং প্রকৃত বৈষ্ণব ও পণ্ডিত। তোমরা যদি তাঁর নিকট গিয়ে হরিকথা শ্রবণ কর, তাহলে তোমরা পারমার্থিক জগতে অনেক উন্নতি লাভ করিতে পারিবে এবং আমিও আনন্দিত হইব।” এর পর থেকেই প্রচুর প্রাচ্য পাশ্চাত্য দেশের ভক্তগণ শ্রীল শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শরণাগত হয়েছেন।

১৯৪৭ সালে শ্রীল ভক্তিসুন্দর দেবগোস্বামী মহারাজ শ্রীল গুরুমহারাজের চরণে আশ্রয় নেন। প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য দীক্ষা নেওয়ার পর তাঁর নাম হয় শ্রী গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতেই শ্রীল

গুরুদেব শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অনেক সেবাকার্য্য করে শ্রীল শ্রীধর মহারাজকে অনেক সহযোগিতা করেছেন। ১৯৮৫ সালে শ্রীল শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে সন্ন্যাস প্রদান করেন এবং তাঁর নাম শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী দিয়ে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের সমস্ত ভার অর্পণ করেন। ১৯৮৮ সালে শ্রীল গুরু মহারাজের অপ্রকটের পর থেকে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের ১৩০টি শাখা স্থাপন করে শ্রীচেতন্য বাণী প্রচার করেছেন। ১৯৯২ সালে শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ শ্রীল গুরুদেবের চরণে আশ্রিত হন। প্রথমে গুরুদেবের কাছ থেকে আশ্রয়প্রাপ্ত হয়ে তাঁর ব্রহ্মচর্য্য নাম হয় শ্রীবিনোদ রঞ্জন ব্রহ্মচারী। সেই থেকে তিনি গুরুদেবের আদেশ পালন করে ভারতে ও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের শাখা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করেন। ১৯৯৯ সালে শ্রীল গুরুদেব তাঁর প্রতিভা দেখে সন্ন্যাস প্রদান করেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম হয় শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ। তিনি শ্রীল শ্রীধর মহারাজের অনুপ্রেরণায় ও শ্রীল গুরুদেবের প্রবল ইচ্ছায় তিনি নবদ্বীপস্থিত শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের গোবিন্দ কুন্ড সংস্কার করে শ্রীগিরিরাজ মন্দির ও শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একচক্রায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব স্থানে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর ২০০৯ সালে শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ তাঁর শুভার্বিভাব দিনে সমস্ত দেশী-বিদেশী ভক্তগণের সম্মুখে শ্রীভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজকে শ্রীমঠের পরবর্তী আচার্য্য সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করেন ও মনোনীত করেন। ২০১০ সালে শ্রীল গুরুদেবের অপ্রকটের পর অদ্যাবধি তিনি প্রবল চেষ্টায় শ্রীগুরুদেবের আর্শীবাদে তিনি দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় মঠ স্থাপন করে শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছা পূরণ করে যাচ্ছেন।

নিম্নে শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের অসম্পূর্ণ ভাবে দিক দর্শন করিবার চেষ্টা হইল।

১। জগতে যে-সকল প্রতিষ্ঠান আছে, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ তাহাদের অন্যতম বা তাহাদের প্রতিযোগী কিংবা তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা-মূলক তুলনায় আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া দাবী করে না, কারণ জগতের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই ন্যূনাধিক হয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাভিসন্ধি, না হয় ভক্তির নামে মনোধর্ম্মের প্রচারকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

২। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনকারী প্রচারক। জগতে অহৈতুকী ভক্তির অনুশীলনের নামে মিছাভক্তির অনুশীলন বা ভক্তির বাহ্যভাণের অনুষ্ঠান-সমূহের যে অভাব আছে, তাহা নহে; সেইরূপ ভক্তির অভিনয় ও তাহার নেপথ্যে অন্যাভিলাষ বা ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ বাসনার যে তাণ্ডব হইতেছে, তাহা হইতে সুরক্ষিত হইবার জন্যই উহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির দুর্গের পরিখা নির্ম্মাণ করা—শ্রী মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

৩। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ভক্তিকে দেহ বা মনের বৃত্তিবিশেষ জ্ঞান করেন না। ভক্তিকে সর্ব্বোপাধি-রহিত কৃষ্ণনিষ্ঠ আত্মার অপ্রতিহতা, অহৈতুকী, স্বাভাবিকী, নিত্য বৃত্তি বলিয়া উপলব্ধি করেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান 'ভক্তি' শব্দটি স্বীকার করেন, এমন কি কেহ কেহ ভক্তিকে মৌখিকভাবে চতুর্ব্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠও বলেন; কেহ বা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সহিত ভক্তিকে সমান অর্থাৎ উহাদেরই অন্যতম উপায় বিশেষ মনে করেন; কেহ বা মৌখিকভাবে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বও স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহারা সকলেই ভক্তিকে ন্যূনাধিক মনেরই বৃত্তিবিশেষ বলিয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বরণ করিয়া লন। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ভক্তির সহিত অন্যান্য মনোবৃত্তির কোনপ্রকার জোড়া-তালি দিতে বা আপোষ করিতে প্রস্তুত নহেন।

৪। মনোধর্ম্মের গোঁড়ামি ও তিক্ত অভিজ্ঞতার পুত্ররূপে তথাকথিত সমন্বয়বাদ যে 'প্রচ্ছন্ন গোঁড়ামির ধর্ম্ম' বা 'যথেচ্ছ ধর্ম্মবাদ' স্বষ্টি করিয়াছে, সেইরূপ কোন প্রকার গোঁড়ামির প্রচারও শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের বার্ত্তা

নহে। অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তব সত্যকে 'সত্য' বলিলে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরব্রহ্মকে 'অদ্বিতীয়' বলিলে "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"— শ্রুতিমন্ত্রানুসারে পরমতত্ত্বকে 'অসমোর্দ্ধ (যাহার সমান বা যাহা হইতে বড় কেহ নাই) বলিলে, পুত্রের একমাত্র পিতাকে 'ইনিই পিতা, অপরে পিতা নহে', সতীর 'ইনিই পতি, অপরে আমার পতি নহে' বলিলে, পুত্রের একমাত্র পিতাকে 'ইনিই পিতা, অপরে পিতা নহে", সতীর 'ইনিই পতি, অপরে আমার পতি নহে' বলিলে অপরের নিকট বা সাধারণের নিকট ঐসকল ব্যক্তির ঐরূপ উক্তিকে 'গোঁড়ামি' বা 'দাম্ভিকতা' বলিয়া যাহা মনে হয়, তাহা অতত্ত্বজ্ঞতা অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব-বোধক। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ এই বাস্তব সত্যনিষ্ঠাকে লোকপ্রিয়তা ও জনমতের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত নহে।

৫। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ বহির্ম্মুখ জনমতের সেবক নহেন, কিন্তু পরমেশ্বরের একান্ত জনগণের অভিমতের সেবক। শ্রী মঠের বিচারে প্রকৃতি-জনমত সত্যের দিঙ্‌নির্ণয়ের কম্পাস নহে, পরন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণজনমতই সত্য নির্ণয়ের একমাত্র যন্ত্র। প্রকৃতিজনমত-প্রাধান্যের যুগে শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের এই সত্যনিষ্ঠাটি তাঁহাকে স্বতঃই জগতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে বিশিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

৬। অনর্থনিবৃত্তি অর্থাৎ এই জগতের অসুবিধা হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত ফল লাভের কথাই শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের ভাণ্ডারের শেষ কথা নহে। অনর্থনিবৃত্তির পরে অর্থ-প্রবৃত্তি অর্থাৎ জাগতিক সর্ব্ববিধ অসুবিধা যে জন্য দূরে করা, সেই পরম প্রয়োজনের অনুশীলনের জন্য যত্নই মঠের মূল উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ-প্রীতির প্রস্রবণ উন্মুক্তির জন্য মুক্তির প্রয়োজন। মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রীতির অফুরন্ত ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল রাজ্যে প্রবেশ করাই মঠের উদ্দেশ্য।

৭। অস্বচ্ছ গুরু অর্থাৎ যিনি শিষ্যের সম্মুখে দাঁড়াইলে শিষ্য তাঁহার মধ্য দিয়া কৃষ্ণ দেখিতে পারেন না, অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণের প্রতিবন্ধকরূপে মধ্যপথে কেবল বঞ্চনা করিবার জন্য কপট বেশে উপস্থিত হন, সেইরূপ

গুরু গ্রহণ করিয়াও বা শিষ্যের কল্পনার দ্বারা সংস্কার ও স্বষ্ট গুরু (?) নাম মাত্রে স্বীকার অথবা গুরুপাদপদ্মকে "ভগবান্" ও "ভক্তের" মধ্যপথে একটা অনাবশ্যক তৃতীয় ব্যাপার বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াও অভীষ্টসিদ্ধি হয়, এইরূপ যে সকল কল্পনা ধর্ম্মের বাজারে প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্নভাবে প্রচলিত হইয়াছে, শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ তাহাতে বাধা প্রদান করেন। গুরুপাদপদ্মের বরণ না হইলে এবং সেই গুরুপাদপদ্ম সম্পূর্ণ স্বচ্ছ না হইলে পতিত অনাশ্রিত জীব কখনও ভগবৎপদাশ্রিত হইতে পারে না,—এই সত্যের ঐকান্তিক ভাবে প্রচারও শ্রী মঠের একটি বৈশিষ্ট্য।

৮। হরিকথা প্রচার করিতে হইলে আচার আবশ্যক এবং সেই আচার শাস্ত্রীয় সদাচার হওয়া উচিত। যে-সকল স্থানে কলি বাস করে—দ্যূত, পান, বৈধ স্ত্রী-আসক্তি বা অবৈধ স্ত্রী গ্রহণ, পশুবধ, ভোগের জন্য অর্থাসক্তি বা ভোগার্থ অর্থাদির প্রাপ্তি হইল না বলিয়া কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি বিরাগ,—এই সকলই কলির সহচর। ভোগবৃদ্ধিতে যে কোন বস্তুর সঙ্গই যোষিৎ সঙ্গ। যাহারা ঐরূপ যোষিতের সঙ্গ করে, আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা স্পষ্টভাবেই হউক একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত হৃদয়ে অন্য কোন প্রকার অভিলাষ পোষণ করে বা উহাকে বহুমানন করে বা উহাদের সহিত কৃষ্ণসেবাকে সমান মনে করে, তাহাদের সঙ্গই—অসৎসঙ্গ। জগতে যদি এই প্রকার লোক অধিক সংখ্যক থাকে, এমন কি, শতকরা প্রায় শতজনও থাকে, তথাপি তাহাদের সঙ্গ হইতে কৌশলে স্বতন্ত্র ও সতর্ক থাকিয়া নিজের ও পরের নিত্য উপকারের জন্য অপ্রাকৃত শ্রীহরির সেবানুশীলন ও হরিকথার প্রচারময় জীবন-যাপনই সদাচার-গ্রহণ। এই সদাচার গ্রহণে কোন প্রকার আপোষ য়া গোঁজামিলের আবিলতা প্রবেশ না করাইয়া একান্তভাবে সদাচারের অনুসরণই শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের বৈশিষ্ট্য।

৯। ধ্যান, ধারণা, তপঃ, ব্রত, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, (পাপ বা পুণ্য), লোকরঞ্জন বা লোকের পরামর্শানুসারে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া

সংস্কার করা কিংবা সামাজিক রাজনৈতিক কোন প্রকার আন্দোলনকে পরমার্থের বাহক করিয়া লওয়া বা প্রচ্ছন্নভাবে মিশ্রিত, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট বা তদন্তর্ভুক্ত করিয়া জাগতিক কোন না কোন প্রকার সুবিধাবাদের অন্বেষণ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের প্রচারে নাই। একমাত্র স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সার্ব্বকালীন সুখানুসন্ধানের চেতনের বৃত্তিকে প্রকাশ করাই শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের প্রচার্য্য বিষয়।

১০। কৃষ্ণ কবিকল্পনার বস্তু নহেন, কৃষ্ণ ইতিহাসের পরীক্ষণীয় মরণশীল পাত্র নহেন, কৃষ্ণ রূপক, আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক ভাব বা পদার্থবিশেষ নহেন, কৃষ্ণ মানসিক সান্ত্বনা মাত্র নহেন, কৃষ্ণ লম্পটগণের আদর্শ নহেন, কৃষ্ণ আই, পি, সির আসামী নহেন, কৃষ্ণ সাময়িক পূজার পাত্র মাত্র নহেন। মানব-কল্পিত ঐরূপ কৃষ্ণের ভজন (?) প্রচার শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের প্রচার নহে। কৃষ্ণ নিখিল কাব্যের মূল নায়ক, তাঁহার আনখকেশাগ্র অপ্রাকৃত কাব্যের চরম আদর্শ, যাবতীয় যুক্তি, বিচার ও ইতিহাস কৃষ্ণের পদনখশোভার আরতি করিতে পারিলে ধন্যাতিধন্য হয়, কৃষ্ণ অমরগণের অমৃত স্বরূপ, নিখিল বাস্তব রূপরাশি কৃষ্ণের পদনখচ্ছটায় আলোকিত, সমস্ত সান্ত্বনা ও শান্তি কৃষ্ণদাস্যের অতি আনুষঙ্গিক প্রাথমিক যাত্রী, কৃষ্ণলীলা জগতের লাম্পট্য দূর করিবার জন্য পরমতত্ত্বের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়তা প্রচারকারিণী, কৃষ্ণ স্বরাট্ লীলা পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ নিত্যগণের মধ্যে পরমনিত্য—এইরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন-প্রচারই শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের উদ্দেশ্য। আরতি করিতে পারিলে ধন্যাতিধন্য হয়, কৃষ্ণ অমরগণের অমৃত স্বরূপ, নিখিল বাস্তব রূপরাশি কৃষ্ণের পদনখচ্ছটায় আলোকিত, সমস্ত সান্ত্বনা ও শান্তি কৃষ্ণদাস্যের অতি আনুষঙ্গিক প্রাথমিক যাত্রী, কৃষ্ণলীলা জগতের লাম্পট্য দূর করিবার জন্য পরমতত্ত্বের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময়তা প্রচারকারিণী, কৃষ্ণ স্বরাট্ লীলা পুরুষোত্তম কৃষ্ণ নিত্যগণের মধ্যে পরমনিত্য—এইরূপ কৃষ্ণের অনুশীলন-প্রচারই শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের উদ্দেশ্য।

১১। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠকে যেন অনেকে সংস্কারক (Reformer) বলিয়া ভুল না করেন। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ সংস্কারকও নহেন বা নূতন-মত-প্রবর্ত্তকও নহেন, পরন্তু সনাতনের পুনঃসংস্থাপক। বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্য ও সনাতন, কাল তাহাকে স্বষ্টি করে নাই, ইতিহাস তাহার আদি গণনা করিতে পারে নাই। যে ধর্ম্মকে ইতিহাস ও কাল তাহার অধীন করিয়াছে, তাহা নিত্য বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে, নৈমিত্তিক মনোধর্ম্ম মাত্র। সেই সর্ব্বাদি ও অনাদি নিত্য আত্মধর্ম্মেরই প্রচারক শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ। নিত্য ও সনাতনকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, কমাইয়া বাড়াইয়া সংস্কার করা যায় না। সনাতন আত্মধর্ম্ম লোকের বহির্ম্মুখতার নিকট যুগে যুগে অস্তমিত বা লুপ্ত হয়, তাহা যুগে যুগে পুনরাবিষ্কার করাই আত্মধর্ম্ম করাই আত্মধর্ম্ম প্রচারক আচার্য্যগণের অবদান। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতে ভাগবতধর্ম্ম-সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

১২। বহু সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতকে ঐতিহাসিক কালের অন্তর্গত, বেদসংহিতা ও উপনিষদের পরবর্তীকালের রচিত কেহ বা ব্রহ্মসূত্রকার বেদব্যাস হইতে ভাগবতাকার ব্যাসের পার্থক্য, কেহ বা শ্রীমদ্ভাগবতকে আধুনিক কোন ঐতিহাসিক লেখকের পুঁথিমাত্র বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বস্তুত শ্রীমদ্ভাগবতের ‘পুরাণোর্কোহধুনোদিত’ “ধর্মস্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতং ন বৈ বিদুঋষয়ো নাপি দেবাঃ, ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোহোত্র পরমো নির্ম্মৎসরাং সতাং”, নিগমকল্পতরোর্গলতিং ফলং সর্ব্ববেদান্ত সারং হি শ্রীমদ্ভাগবতেমিষ্যতে প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করিলে জানা যায় যে, আজ প্রাতঃকালে আমরা যে সূর্য্য দর্শন করিয়াছি, তাহা আমাদের নিকট নূতন বা অমুক সনের বা অমুখ তারিখের জন্মগ্রহণ করিয়াছে মনে হইলে বস্তুত সূর্য্য নিত্য, সনাতন ও স্ব-প্রকাশ। সূর্য্যই কালচক্র বিধান করিতেছে, কালের মধ্যে সূর্য্য স্বষ্ট হয় নাই। যুগে যুগে শ্রীমদ্ভাগবতের অবতার বিভিন্ন ব্যাসের হৃদয় ও লেখনীর মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছেন। সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, ভাগবত ধর্ম্ম সাক্ষাৎ ভগবানের স্বষ্ট। ইহা ঋষি

বা দেবতার স্পৃষ্ট নহে—তাহা বেদের পরিপক্ক ফল, সমস্ত নিম্মৎসর সাধুগণের সেবিত। সেখানে মোক্ষাবি সন্ধিরূপা কপটতা পর্য্যন্ত নিরস্ত হইয়াছে। বেদের শিরোভাগ শ্রুতিসকল নিত্য যাঁহার আরতি করেন, সেই ভগবান্নামের অনুশীলনই ভাগবৎ ধর্ম্মের একমাত্র বিষয়। সেই নামই প্রণবের প্রস্ফুটিত রূপ। প্রণব বেদমাতা গায়ত্রীর মূল বা বীজস্বরূপ। সেই বীজ হইতেই ভাগবত ধর্ম্মরূপ নিগম কল্যাণ কল্পতরু পল্লবিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে যে অমৃত ফল ফলিয়াছে তাহাই নিম্মৎসর সাধুগণ শ্রৌত-পরম্পরায় জগতে লইয়া আসিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ, নারদ হইতে ব্যাস, ব্যাস হইতে শুক বা মাধ্বাচার্য্য এবং ক্রমে ক্রমে শ্রীচৈতন্যদেব তদনুগ গোস্বামীগণ যে ভাগবত ধর্ম্ম বিতরণ করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌত-পরম্পরার খাতে শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ বরণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং প্রেমামরতরু হইয়াও অসমোর্দ্ধ মালিরূপে সর্ব্বত্র সেই ফল বিতরণ করিয়াছিলেন। এই ফলের রসাস্বাদন এবং নিখিল বিশ্বে তাহার বিতরণের নামই বাস্তব সত্যের যথার্থ প্রচার ও যথার্থ জীবে দয়া।

‘ভারত ভূমিতে মনুষ্য জন্ম হৈল যার।
জন্ম স্বার্থক করি কর পর-উপকার।’ (চৈঃ চঃ)

শ্রীচৈতন্যের এই আদেশ বাণী—এই শ্রৌত পরম্পরায় লাভ করিয়া শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ এই প্রচার ব্রত বরণ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের ভবিষ্যৎ বাণী, “পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। (চৈঃ ভাঃ)

এই বাণী সফল করিবার জন্য শ্রীমঠের ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী ও সদাচারী গৃহস্থ ভক্তগণ প্রতি গৃহে গৃহে যাইয়া প্রচারকার্য্য চালিয়ে যাচ্ছেন। এই মঠ বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যের ভুবনমঙ্গল নাম, ধাম ও কামের প্রচার করিতেছেন। বিভিন্ন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রত্যেকের মানবের হৃদয়ে জীবন্ত মঠ অর্থাৎ হরিকীর্ত্তন নিকেতনে

পরিণত করিবার জন্য আচার প্রচারময় প্রযত্ন, সদাচার প্রবর্ত্তন, প্রত্যেক জীবের নিকট শাস্ত্রের সু-সিদ্ধান্ত সমূহ কীর্ত্তন, ভক্ত ও ভগবানের স্মৃতি উৎসবাদির প্রবর্ত্তন, নগর সংকীর্ত্তন, গৌড়মণ্ডল, ব্রজমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও বিভিন্ন ভগবতধাম সমূহ পরিক্রমা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ জীবের নিত্য মঙ্গল বিধানের সর্ব্বোতভাবে চেষ্টা করিতেছেন। সর্ব্বপ্রকার অসৎসংগ বর্জ্জন পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ, নাম সংকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তির সেবন—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কথিত এই শ্রেষ্ঠ পঞ্চাঙ্গ সাধন শ্রীমঠে সর্ব্বাঙ্গীন সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়।

১৩। 'জীব-সেবা' ও 'জীব-দয়া' শব্দ দুইটি লইয়া অনেক সময়ই সাধারণ্যে নানপ্রকার ভ্রমের উদয় হইয়া থাকে। অনেকেই 'সেবা'-শব্দের যে প্রচলিত অর্থ জানেন বা অনুভব করেন, তদ্দ্বারা 'সেবা'র প্রকৃত সার্থকতা সম্পন্ন হয় না। 'সেবা' অর্থে সেব্যের সুখ বা প্রীতি-বিধান। সেব্য ও সেবকের মধ্যস্থানে সেবা বর্ত্তমান। সেবা নিত্য না হইলে সেবকের সেবার নিত্যত্ব থাকে না, আবার সেবকও নিত্য না হইলে তিনিও নিত্যকাল সেবা করিতে পারে না, আর 'সেবা' নিত্য না হইলে সেবক সেব্যকে সাময়িক ভাবে বৃথা ছলনা করেন মাত্র। পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশই ন্যূনাধিক অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব, কেবল যুগে যুগে দুই একজন মহাপুরুষ আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য জগতে আসেন, সুতরাং বহির্ম্মুখ জীবের সেবা অর্থাৎ তাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধানের দ্বারা তাহাদের বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি বা তাহাদের প্রতি হিংসা ও অকরুণাই করা হয়। এ জন্য সমগ্র শ্রীভাগবত সাহিত্যে বা শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তে বা ভাগবতধর্ম্মে তথাকথিত 'জীবসেবা' কথার অস্তিত্ব নাই। 'বৈষ্ণব-সেবা' 'হরিসেবা' বা 'জীবে দয়া' কথাই হইতে পারে; কারণ বৈষ্ণব হরির প্রতি সর্ব্বদাই উন্মুক্ত, তাঁহারই অহৈতুকী সেবায় রত, সেইরূপ বৈষ্ণবের যে-কোনরূপ সেবা করিলে তদ্দ্বারা হরিসেবাই হয়। বহির্ন্মুখ জীবের নিকট হরিকথা

কীর্ত্তন করিয়া তাহার প্রতি নিত্য দয়া প্রদর্শন করাই পরোপকারের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বসনহীনকে বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, আর্ত্তকে সান্ত্বনা দান, অশিক্ষিতকে পার্থিবশিক্ষা দান প্রভৃতি দ্বারা যে উপকার বা দয়া করা হয়, তাহা অতীব তাৎকালিক। ঐরূপ সাময়িক উপকারলব্ধ বদ্ধ জীব পুনরায় ক্ষুধাগ্রস্ত ও বস্ত্রের অভাবে পতিত হয়। রোগী রোগবিশেষ হইতে মুক্তি লাভ করিলেও অন্য প্রকার রোগ বা মানসিক অশান্তিতে আক্রান্ত হয়, অথবা সুস্থ হইয়া সমাজেরই কোন বিশৃঙ্খলা-কারক পাপকার্য্যে নিযুক্ত হয়, পার্থিব শিক্ষা লাভ করিয়াও কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, এমন কি পশুচিত আদর্শ হইতেও হীন কুকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। শারীরিক বল সঞ্চয় করিয়া নানা প্রকার অসৎপথে ও পাশব-বল প্রয়োগে রুচি-বিশিষ্ট হয়; কিংবা হয়ত' কোন আধিদৈবিক আধিভৌতিক বা আধ্যাত্মিক তাপের দ্বারা এক মুহূর্ত্তের সমস্ত সাময়িক লাভ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রত্যেক জীবের চেতনকে উদ্বুদ্ধ করিবার উপযোগী পারমার্থিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং তদনুকূলে জীবন যাপন করিবার জন্য যে যে প্রয়োজন, তাহা স্বীকার করিলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মঙ্গল হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ সেইরূপ 'জীবে দয়া'র ভার গ্রহণ করিয়াছেন। চেতনের প্রতি দয়া কর, তাহা হইলে অচেতনেরও নিরর্থকতা হইবে না—ইহাই শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের বাণী; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে কেবল অচেতনের প্রতি দয়া দেখাইতে দেখাইতেই সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলে চেতনরাজ্যে প্রবেশের আর সময় থাকিবে না।

১৪। দেহাত্মধর্ম্মে অধিকতর আকৃষ্ট ও আত্মধর্ম্মী হইতে বঞ্চিত হইবার জন্য "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্"—বাক্যের অনেক কদর্থ প্রচারিত আছে। ভাগবতধর্ম্ম প্রচারকারী শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের মূলমন্ত্র "তুর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্নিঃশ্রেয়সায়, বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ"; নৃদেহমাদ্যং সুলভং, প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।" চেতনশরীরের

বিকাশ-সাধনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তাহাই প্রত্যেক জীবের পরম ধর্ম্ম। এই শরীর থাকিতে থাকিতে যাহাতে আত্মানুশীলনের পূর্ণতা সাধন করা যায়, তদ্বিষয়েই সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা প্রয়োজন, কারণ এইরূপ স্থূল শরীর ত' সকল জন্মেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু হরিভজনের উপযোগী ও সুযোগ্যপূর্ণ মানব জন্ম বহুকষ্টে ও বহু ভাগ্যফলেই লাভ হয়। এইরূপ "ভজনের মূল" নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া যে-ব্যক্তি আত্মমঙ্গলের জন্য আচার্য্যের নিকট অভিগমন না করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আত্মঘাতী। আপাত-প্রতীয়মান ও সাময়িক স্বষ্ট অসংখ্য কর্ত্তব্যের দিকে না তাকাইয়া সেই একমাত্র মূল কর্ত্তব্য হরিসেবানুশীলনের জন্য যত্নই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাঁহারা প্রকৃত মঙ্গল চাহিবেন না, যাঁহারা আপাত প্রত্যক্ষকেই বড় মনে করেন, তাঁহারাই অগ্রে শরীরচর্চ্চা ও পরে আত্মানুশীলন, অগ্রে জগতের, পার্থিব দেশের বা সমাজের সুবিধা, আর ভবিষ্যতের জন্য আত্মরাজ্যের—প্রকৃত নিত্য স্বদেশের সন্ধান মূলতুবী রাখেন; আর যাঁহারা আত্মার নিত্য স্বভাব যে নিত্যকালীয় হরিসেবা, তাহাকেই পরম শুভপ্রদ মনে করেন, তাঁহারা "শুভস্য শীঘ্রম্ অশুভস্য কালহরণম্"—এই নীতি অনুসারে সর্ব্বশুভপ্রদ হরিসেবারই কর্ত্তব্যতা সর্ব্বাগ্রে স্থির করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ তুলনামূলক নিরপেক্ষ আত্মস্থবিচারে হরিসেবাকেই পরম শুভপ্রদ বলিয়া সকল কর্ত্তব্যের সর্ব্বাগ্রণী কর্ত্তব্যরূপে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৫। অনেকের ধারণা—যাঁহারা গায়ে বিভূতি মাখিতে পারেন, জটা বল্কল ধারণ করিতে পারেন, জগতের যাবতীয় ব্যবহার্য্য দ্রব্য ভোগি-সমাজের জন্য গচ্ছিত রাখিয়া বনচারী, বাতাহারী, ফলাহারী দিগম্বর মূর্ত্তিতে সাজিতে পারেন, তাঁহারাই ধার্ম্মিক বা পরমসাধু! কিন্তু শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ইহাই লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, 'খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা'-নীতি বা বিষয়-সমূহ পরিত্যাগ করিলেই বিষয়ের সার্থকতা বা পরিত্যাগকারীর মঙ্গল হয় না। যিনি পরিত্যাগ করিলেন ও যাহা পরিত্যক্ত হইল—এই উভয়ের নিত্য

মঙ্গল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার্থকতা কিরূপভাবে হইতে পারে, সেই প্রণালীর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। বিষয়কে ছাড়িয়া দিলে ভোগিসমাজ বিষয়ের ভাগ আরও প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া একদিকে যেমন নিজ অমঙ্গল বরণ করিবে, তদ্দ্বারা অপরদিকে বিষয়ের যথাস্থানে প্রয়োগেও বাধা জন্মাইবে। এজন্য শ্রী মঠ সমস্ত বিষয়কে, যিনি সমস্ত ভোগের মালিক অর্থাৎ সমস্ত বিষয় যাঁহার, তাঁহার সেবায় নিয়োগ করিয়া বিষয়ের সার্থকতা সম্পাদন করেন। ইহা দ্বারা বিষয়ীগণেরও মঙ্গল হয় অর্থাৎ তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত ভগবানের সম্পত্তি যে-কোন ভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহারা সেবোন্মুখী সুকৃতি লাভ করেন, তাঁহাদের হরিসেবা-বৃত্তি উন্মেষিত হইবার পথ পরিষ্কৃত হয়; আবার অন্যদিকে বিষয়ের দ্বারা যাহা সাধিত হওয়া প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনও সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ বিষয়ভোগের মধ্যে যে কুফল ও বিষয়ত্যাগের মধ্যে যে মঙ্গলময় ফল হইতে বঞ্চিতাবস্থা রহিয়াছে,—ঐ উভয় ভাব পরিত্যাক্ত হইয়া বিষয়ের সুষ্ঠু নিয়োগে যে পরমমঙ্গলজনক ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাই লাভ হইয়া থাকে। হরিসেবায় নিযুক্ত হইলেই বিষয় পরম ফল প্রসব করে। অপরদিকে বিষয় ত্যাগ করিয়া ত্যাগী যে নিরিন্দ্রিয় ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিয়া আত্মহত্যা করিতে ছিলেন, সেই আত্মহত্যা হইতেও নিষ্কৃতি পাইয়া বিষয়কে যথার্থ কার্য্যে নিযুক্ত করিবার অবসর পাওয়া যায়। তাই শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানের যাবতীয় অবদান, যথা—ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট, ফেসবুক, টেলিফোন, বৈদ্যুতিকযান, বিমান, মুদ্রাযন্ত্র, বিদ্যুৎ এমন কি যে সকল ভোগোপকরণ ভোগীর সেবায় বিষয়ময় ফল প্রসব করে, তাহাদিগকেও হরিকথা প্রচারে নিযুক্ত করিয়া উহাদের সার্থকতা সাধন করিয়াছেন। অর্থ অনর্থের মূল, কিন্তু শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ অর্থকে পরমার্থ প্রচারে নিয়োগ করিয়াছেন। সৌধমালা, অট্টালিকা প্রভৃতিকে বিলাস-ব্যসনের জন্য চিরসংরক্ষিত না করিয়া উহাদিগকে হরিকথা-কীর্ত্তনের সভা-সমিতি-অধিবেশনের স্থান করিয়াছেন। শ্রীল

ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী মহারাজ এই যে শ্রী মঠের অট্টালিকা বা উচ্চচূড়াযুক্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা আচার্য্যের নিয়ামকত্বে কিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছেন। এই অট্টালিকায় স্বয়ং ভগবান্ (শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা গোবিন্দ সুন্দর জীউ) অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কেবল নাম মাত্র অধিষ্ঠিত থাকিলে হয়ত' তাঁহাকে দাঁড় করাইয়া অনেক কিছু ভোগের উপায়ন সংগৃহীত হইতে পারে, কিন্তু শ্রী মঠাচার্য্য তাহার প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি আচার ও প্রচারময় হরিকীর্ত্তনকারীর হরিকীর্ত্তনে শ্রী মঠকে সর্ব্বক্ষণ মুখরিত রাখিবার জন্য অনুক্ষণই অনুপ্রেরণা প্রদান করিতেছেন। তাই শ্রী মঠের এই সভামণ্ডপের নাম 'সারস্বত-শ্রবণ-সদন' অর্থাৎ এই স্থান শ্রীচৈতন্যবাণীর শ্রবণাগার। এখানকার বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা কৃষ্ণের পদনখশোভা ও সাধুগণের পদনখশোভা দৃষ্ট হয়। এখানকার বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা বেদ, ভাগবত, গীতা, শ্রীচরিতামৃতের বাণী-সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। এখানকার বৈদ্যুতিক পাখা হরিকথা-শ্রবণে সমাগত সজ্জন-মণ্ডলীর ও হরিকথা কীর্ত্তনকারীর সেবা করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের মোটরযান দ্রুতগতিশীলতার দ্বারা সময়ের বিক্রম অনেক পরিমাণে হ্রাস করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে বহুস্থানে হরিকথা প্রচার ও হরিসেবার অনুকূল কার্য্যসমূহ করিয়া থাকে। অথবা যাঁহারা হরিসেবা করেন, তাঁহাদের কার্য্যে-নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে হরিসেবাই সাহায্য করে। শ্রী মঠের দ্বাররক্ষক হরিকথা-শ্রবণে সমাগত ব্যক্তিগণের এবং হরিসেবার সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্যই নিযুক্ত আছে। অর্থাৎ বহির্ম্মুখ চক্ষে বিষয়ীর বিষয়ভোগের ন্যায় যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, তাহা ও তদ্ব্যতীত যাহা কিছু বিষয়ের উপকরণরূপে ভবিষ্যতেও সৃষ্ট হইবে, তৎসমুদয়কে নিরর্থকভাবে বৃথা ত্যাগ না করিয়া তদ্দ্বারা আচার্য্যে নিয়ামকত্বে হরিকথা প্রচার, হরিসেবানুশীলন করিলেই সেই সকল বস্তুর সার্থকতা ও বিশ্বের মঙ্গল হইতে পারে, ইহাই হাতেকলমে

প্রদর্শন করা শ্রী মঠের বৈশিষ্ট্য। তাই শ্রীচৈতন্যের-শ্রীরূপের এই দুইটি বাণী প্রচারের মূলসূত্ররূপে নিম্নে দেওয়া হল ঃ

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

—❖—

"শ্রীকৃষ্ণজন্ম বিনা জীবের জীবন বৃথা"

আজ শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী বা জয়ন্তী, আগামী কল্য শ্রীনন্দোৎসব। এই উপলক্ষে শ্রী মঠে আচার্য্যের ইচ্ছানুসারে হরিকীর্ত্তনোৎসব হইতেছে। আচার্য্য জানাইয়াছেন, "শ্রীকৃষ্ণজন্মে বিনা জীবের জীবন বৃথা" ; কিন্তু তাঁহার এই বাণী—আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে না! আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের ব্যর্থ ও পরিণামে পরমদুঃখের সম্ভোগের পিপাসায় শ্রীকৃষ্ণের এক একটি ক্ষুদ্র নকল সংস্করণ সাজিয়া রহিয়াছি! পরাৎপর-কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে অসুর-কৃষ্ণের জন্ম আমাদের অস্মিতাকে গ্রাস করিয়াছে।

সম্ভোগে মত্ত হইয়া আমরা কেহ মনে করিতেছি, কৃষ্ণভজনের প্রয়োজন কি? আমরাই জগতের অদ্বিতীয় ভোক্তার পদবী গ্রহণ করিব। আব্রহ্মস্তম্ব এই ভোক্তার পদবীর জন্যই আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতেছে—ইহাই তাহাদের কর্ম্মের প্রেরণা। কেহ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া সেই পদবীর অনুসন্ধিৎসু, কেহ বা মানুষের মধ্যে উচ্চপদ, সম্মান, আভিজাত্য, রূপ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি লাভ করিয়া সেই চেষ্টায় ধাবিত। কখনও জার্ম্মেণ কাইসার, কখনও প্রেসিডেন্ট চ্যান্স্লার হিট্লার, কখনও আর কোনও রাষ্ট্র-নেতা, কখনও জাতীয় আন্দোলনের নায়ক,

কখনও সমাজ সংস্কারক, কখনও দুস্থের উপকর্ত্তা—পরার্থী, কখনও কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক, জড়দার্শনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংবাদিক, কখনও গায়ক, নর্ত্তক, বাদক, কথক, কখনও বা পেটভিখারী, কখনও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, কখনও ভূমিকম্পে, বন্যায় গৃহহীন, স্বজন-হীন, সম্পদ্‌হীন, কখনও কৃষক, কখনও শ্রমিক, কখনও ধনিক, কখনও জড়প্রেমিক—কতরূপে আমরা সম্ভোগে মত্ত হইয়া কৃষ্ণজন্মের আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছি।

কৃষ্ণের জন্মের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধই রাখি নাই। আমাদের জন্মমরণমালাই আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। আমরা জীব-জন্তু বা মানবের জন্ম ও মৃত্যুর হার গণনা করিতেছি, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সংবাদ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছি, আবার সুখে থাকিবার সময় নানপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম সম্ভোগ-পিপাসায় প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছি; আমাদের হৃদয়ে সম্ভোগের অসুর প্রতিমুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিতেছে, কৃষ্ণের জন্মে আমাদের প্রয়োজন কি ?

বিশুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ বসুদেবের ন্যায় হৃদয় না হইলে অজ ভগবান্ বাসুদেব আবির্ভূত হন না। আমরা এ সকল কথায় মুহূর্ত্তের জন্য কানও দিই না, কান দেওয়া কোন প্রয়োজনও মনে করি না। শাস্ত্রের শাসন-বাণীগুলিকে শিশুগণের উপযোগী জুজুর ভয় দেখাইবার মেয়েলী ছড়ার মত মনে করি। প্রত্যক্ষ আপদ-বিপদে পতিত হইয়া সাময়িক বিভীষিকার নিষ্পেষিত হই বটে; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই 'কুকুরের লেজ বাঁকিয়া যায়' !

কখনও আস্তিকের সজ্জায়, কখনও নৈতিকের সজ্জায়, কখনও নাস্তিকের সজ্জায় কৃষ্ণজন্মকে অস্বীকার করিয়া থাকি। গীতার "অহোঽপি সন্নব্যায়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং—স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম-মায়য়া॥ জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ। ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥" (৪।৬, ৯)

প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-বাণীসমূহের আস্তিক বলিয়া পরিচয় দিয়াও বিকৃত অর্থ করিয়া থাকি—অজের নিত্য জন্মলীলার অপ্রাকৃতত্ত্ব স্বীকার করিতে না পারায় আমাদের আস্তিকত্বের অভিমান যে প্রচ্ছন্ন নাস্তিকত্বে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, আস্তিক অভিমান করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ অবিচিন্তাশক্তিযুক্ত স্বরাট লীলাপুরুষোত্তমকে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির গণ্ডির অন্তর্গত করিতে চাহি। আবার নৈতিক হইয়া বলি,—নীতি-দ্বারা জাগতিক সুবিধাবাদ সংরক্ষিত হয় বলিয়া নীতিই ঈশ্বর—পৃথক্ ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। আবার ঈশ্বর মুখে স্বীকার করিলেও শ্রীকৃষ্ণই যে পরাৎপর স্বয়ংরূপ ভগবান্ তাহা স্বীকার করিলে সাম্প্রদায়িকতা হইয়া যাইবে, সুতরাং বহু তথাকথিত ধার্ম্মিক অর্থাৎ জাগতিক সুবিধাবাদীর সহিত পাংক্তেয় থাকিবার জন্য একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রহ্মের পক্ষপাতিত্ব পরিত্যাগ করিলে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই ভাবিয়া লই।

সম্ভোগ-বাদের অসংখ্য আবিলতার ঝোপ-জঙ্গল, উইয়ের ঢিবি, কাঁটা ও ভোগ-বাসনার জন্ম-জন্মান্তরের রুদ্ধ পচা জল প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলি সরাইতেই আমাদিগকে সাধুগণের অসংখ্য উপদেশ ও প্ররোচনা প্রদান করিতে হয়। আমাদের বিশুদ্ধসত্ত্বে কৃষ্ণের জন্মশোভার বৈচিত্র্য দেখিবার আর সময় থাকে কই ? কৃষ্ণ জন্মের রাজ্যে কত অফুরন্ত বৈচিত্র্য আছে, কৃষ্ণের রাজ্যে মুক্ত আত্মার কত চমৎকারময়ী স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা আছে, কত সেবানন্দ ব্রহ্মানন্দকেও তিরষ্কার করিয়া তাহার মস্তকে নৃত্য করিতেছে, তাহা আর আমাদের দেখিবার সুযোগ হইল কই ? আমরা পশুপক্ষীর, ইতর প্রাণীর সম্ভোগবাদে আত্ম হারাইয়া ফেলিলাম, না হয় সাধুত্ব ও ধার্ম্মিকতা বলিতে পশু-জীবন হইতে সামান্য নিষ্কৃতি লাভকেই মানবজীবনের সার্থকতা মনে করিয়া লইলাম; মানব-জীবনের চরমফল যে কৃষ্ণজন্ম, তাহা শিক্ষা দিবার মত লোক যেরূপ সুবিরল, আমাদের বহির্ম্মুখতার স্তূপ ও তদ্রূপই দুর্লঙ্ঘ্য।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবসুদেব—দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেও প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় চরমধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিশুদ্ধসত্ত্ব ও তদ্বৃত্তিরূপা দেবকী-বসুদেবের অপ্রাকৃতসত্ত্বে আবিষ্ট হইয়া জন্ম-লীলা আবিষ্কার করেন। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।১৯) বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বদিক্ যেরূপ আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ দেবকী-দেবী বসুদেব কর্ত্তৃক বৈধ-দীক্ষাবিধানে সমর্পিত জগন্মঙ্গল সর্ব্বাংশ-পরিপূর্ণ সর্ব্বমূল-স্বরূপ সর্ব্বসুখনিদান শ্রীহরিকে মনোমধ্যে পুত্ররূপে ধারণ করিয়াছিলেন। বাৎসল্য-প্রেম-হেতুই শ্রীবসুদেব-দেবকীতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম যে প্রাকৃত ব্যক্তির জন্মের ন্যায় নহে, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, প্রাকৃত জন্মশীল শিশু সর্ব্বতোভাবে দিগ্‌বসন হইয়াই মাতৃকুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হয়; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হইলেন, তখন ভাগবতীয় বর্ণনাতে দেখা যায় যে, তিনি চতুর্ভূজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধক, কিরীট-কুণ্ডলাদি নানাপ্রকার ভূষণে বিভূষিত, অপরিমিত কেশদামযুক্ত ও পীত-বসন-পরিহিত। প্রাকৃত বালক কখনও মাতৃকুক্ষি হইতে বসনাদি-পরিহিত বা অলঙ্কারাদি-বিভূষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। ইহা দ্বারা কৃষ্ণের নাম-রূপের ন্যায় অলঙ্কার-বিভূষণাদিরও নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের এইরূপ চতুর্ভূজরূপে আবির্ভাবের কারণ শ্রীভগবান্ স্বমুখে জানাইয়াছেন। দ্বিভুজই তাঁহার স্বরূপ, কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র-বাৎসল্যরসরসিকদ্বয়কে পূর্ব্ব-জন্মের কথা স্মরণ করাইবার জন্যই তিনি চতুর্ভূজরূপ প্রকট করিয়াছিলেন।

যে সময় জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন, সেই সময়ই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে আর্বিভূত হন। জীবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-নিশার মধ্যভাগে বর্ষাকালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রতিবর্ষে শ্রীকৃষ্ণের উদয় হয়। বর্ষাকালেই

হরিশয়ন ও ভাদ্র স্পৃষ্টাষ্টমীর মধ্যরাত্রে তাঁহার প্রকট কাল। 'জয়শ্রী' বৃষভানুনন্দিনী শুক্লাষ্টমী দিবসে মধ্যাহ্নে প্রতিবর্ষে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণজন্মদিনের পক্ষান্তে তাঁহার আবির্ভাব দিবস নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব কেবলমাত্র ঐতিহাসিক সত্য নহে—ইহা নিত্য সত্য।

শ্রীকৃষ্ণ ও জয়শ্রী মিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দর। তিনি অচৈতন্য জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণের আবির্ভাব করাইয়া চৈতন্যদানের জন্য কৃষ্ণ হইয়াও কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবকের ভাব ও কান্তি লইয়া কৃষ্ণের পূর্ণ সম্ভোগের দিনে অর্থাৎ দোলপূর্ণিমাতে আবির্ভূত হন। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের সম্ভোগ ও কৃষ্ণসেবকের বিপ্রলম্ভময় ভজন শিক্ষা দিবার জন্যই সম্ভোগমূর্ত্তি হইয়াও বিপ্রলম্ভের ভাব ও কান্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণজন্মবাসরে রূপানুগ গুরুবর্গের ও গৌড়ীয় আচার্য্যবর্গের শ্রীচরণপরাগ মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের জয়গাথা গানের যোগ্যতা ভিক্ষা করিতেছি—

"যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।

ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ স স্বয়ময়ং ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥"

—❖—

সকল ত্যাগ করিয়াও কি ত্যাগ করা যায় না

সকল ত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করা যায় না, তাহা হয় পরমার্থ, না হয় পরম অনর্থ। পরমার্থপিপাসু পরমার্থের জন্য—কৃষ্ণসেবা-লাভের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করেন; কিন্তু পরমার্থ বা কৃষ্ণসেবাকে ঐ সমস্তের অন্তর্গত করেন না, অর্থাৎ যাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ, তাঁহাকে

ত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহারা সমস্ত ত্যাগ করিতে গিয়া হরিসেবা বা পরমার্থকেও ত্যাগ করিয়ে ফেলেন, তাঁহদিগকে 'মায়াবাদী', 'শূন্যবাদী' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও যে-বস্তু ত্যাগের যোগ্য নহে, তাহাই প্রকৃত পরমার্থ-পদবাচ্য।

অনর্থই ত্যাগের বস্তু। 'অর্থঃ-শব্দের অর্থ—প্রয়োজন; যাহা অপ্রয়োজনীয় বস্তু, তদ্দ্বারা শরীরের পুষ্টি-তুষ্টিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়; কিন্তু খাদ্যের অসারভাগ পুরীষ স্বাস্থ্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া তাহা পরিত্যাগের বস্তু, তাহা পরিত্যক্ত না হইলে শরীরে গ্লানি উপস্থিত হয়। আত্মশরীর বা চিন্ময় শরীরের পক্ষেও তদ্রূপ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা চেতনশরীর বা আত্মার স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয়, তাহাই পরমার্থ, আর যাহা চেতনশরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, তাহাই অনর্থ। এই অনর্থগুলি মল-মূত্রাদির ন্যায় পরিত্যাগের বস্তু। সকল অনর্থ পরিত্যাগ করিয়াও যে অনর্থটিকে পরিত্যাগ করা যায় না, তাহাই পরম অনর্থ; উহা কি ? শাস্ত্র বলেন,—

সর্ব্বত্যাগেঽপ্যহেয়া যাঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
স্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ২০শ বিলাস, ৯৮ সংখ্যা)

তাৎপর্য্য—সর্ব্বত্যাগ করিয়াও যাহা ত্যাগ করিতে পারা যায় না, যাহা নিখিল অনর্থের কারণ, তাহা প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠা, তাহা যাহাতে স্পর্শ না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত।

কোন কোন মহাজন প্রতিষ্ঠাশাকে শূকরের বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। বিষ্ঠা অপ্রয়োজনীয় ও পরিত্যাগের বস্তু; কিন্তু তাহা পরিত্যক্ত হইলেও আবার জীববিশেষের প্রয়োজনীয় ও গ্রহণীয় হইয়া দাঁড়ায়। কুক্কুর-শূকরাদি প্রাণী সেই সকল অসার-ভাগকেই প্রয়োজনীয় সারভাগ বলিয়া গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠাশার প্রভাবও ঐরূপ। সকল অনর্থ

ত্যাগ করিয়াও ইহাকে ত্যাগ করা যায় না। লোক যখন ধার্ম্মিক হইবার জন্য অগ্রসর হন, তখন "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং" বলিতে বলিতে অর্থকে ত্যাগ করেন, "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" বলিতে বলিতে স্ত্রী পুত্রও পরিত্যাগ করিয়া ফেলেন, তথাপি তিনি যে কামিনীকাঞ্চন পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগী হইয়াছেন—এই গর্ব্বটি পরিত্যাগ করিতে পারেন না!

জগতে দেখিতে পাওয়া যায়,—যশের আকাঙ্ক্ষায়—সম্মানের লোভে মানুষ কি না করিয়া থাকে। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত যে-কোন মানবের, এমন কি, কোন কোন বিকশিতজ্ঞান পশুর মনস্তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকলেই যশের লোভে তাহাদের প্রিয়তম প্রাণকেও তুচ্ছ করিতে পারে। ক্ষুদ্র শিশুকে যদি ভাল বলা যায়, গৃহপালিত কুক্কুরাদি ইতর জন্তুকে যদি আদর করা যায়, অমনি তাহাদের দ্বারা অনেক কিছু দুষ্কর কার্য্যও করান' যাইতে পারে। আবার তাহাদিগকেই মন্দ বলিলে তাহারা এরূপ রুষ্ট হইয়া পড়ে যে, তাহাদের দ্বারা অনেক অভাবনীয় লোমহর্ষক ঘটনাও সংঘটিত হইয়া থাকে। যশের লোভে বিদ্যালয়ের ছাত্র জীবন পণ করিয়া অধ্যয়ন করে, সম্মানের লোভে বিশ্ব-সন্তরণ-প্রতিযোগিতা দেখাইতে গিয়া অনেকে সলিল-সমাধি লাভ করে, যশের আকাঙ্ক্ষায় মত্ত হইয়া অনেকে মত্ত সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর করাল বদনের মধ্যে মস্তক প্রবেশ করাইতেও দ্বিধা বোধ করে না, প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় প্রমত্ত হইয়া লোক যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, গণ-মতের অভিনন্দন পাইবার জন্য লোক প্রবল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কারাবরণ করিয়ে থাকে; এমন কি, আধুনিক যে সন্ত্রাসবাদ এক মহাসমস্যার প্রতীকরূপে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মূলেও রহিয়াছে প্রতিষ্ঠাশার প্রবল প্রেরণা। মানুষ জীবিতাবস্থায় যশের ডালি ভোগ না করিয়াও মৃত্যুর পরে গৌরবলাভের জীবনবীমা করিয়া যাইতে চাহে! প্রতিষ্ঠাশার এইরূপ প্রভাব! কামিনী-কাঞ্চন-স্পৃহার দৌড় বা পরমায়ু মানুষের

জীবনকাল পর্য্যন্ত, কিন্তু প্রতিষ্ঠাশা মৃত্যুর পরেও বাঁচিয়া থাকে; এই জন্যই জাগতিক নীতিবিদ্‌গণ বলেন,—“কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।” এই নীতিতে প্রলুব্ধ হইয়া মানুষ আত্মবলি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যদিও জীবিতাবস্থায় সেই যশোগৌরব তিনি ভোগ করিতে পারিবেন না, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানেন, তথাপি তাঁহার অবর্ত্তমানে ভবিষ্যৎকালে তাঁহার যে যশঃ হইবে, বর্ত্তমানে তাহারই মানসিক ভোগে প্রমত্ত হইয়া তিনি যশঃক্রয় করিবার জন্য মৃত্যু পণ করিয়া থাকেন! এইরূপ প্রেরণায় প্রমত্ত হইয়া কেহ গ্রন্থকর্ত্তা, কেহ সাহিত্যিক, কেহ কবি, কেহ শিল্পী, কেহ বা সমুদ্রের অতলগর্ভের সন্ধানকারী, কেহ বা গৌরীশঙ্কর-শৃঙ্গের অভিযানকারী, কেহ বা উত্তরমেরু-দক্ষিণমেরু-আবিষ্কারকারী, কেহ হিংস্রজন্তুবহুল অরণ্যানীর মধ্যে জীবনপণকারী হইয়া পড়েন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা মানবজাতির উপকারের স্পৃহা বা পরার্থিতাই ঐ সকল অভিযানকারীকে তত্তৎ কার্য্যে প্রণোদিত করিয়াছে। আজ যদি দুঃসাহসিকতায় প্রণোদিত না হইয়া পর্ত্তুগালের নাবিক ভাস্কডিগামা উত্তমাশা-অন্তরীপের পথ আবিষ্কার না করিতেন, ইটালীর নাবিক কলম্বস ভারতবর্ষের পথ অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমেরিকা আবিষ্কার না করিতেন, আজ যদি উত্তর মেরুর ও দক্ষিণ মেরুর সন্ধান করিতে গিয়া ন্যান্‌সেন্ (Nansen), পিয়ারী (Peary), স্কট (Scott), রস্ (Ross), স্যাক্‌ল্টন (Shakleton), এমণ্ডসেন (Amundsen) প্রভৃতি অভিযানকারিগণ প্রাণপণ না করিতেন, আজ যদি ভিক্টোরিয়া-জলপ্রপাত, অষ্ট্রিয়ার মরুভূমি-অঞ্চল এবং বিভিন্ন দেশের বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, দ্বীপ প্রভৃতি আবিষ্কৃত না হইত, তাহা হইলে মানবের শিক্ষা, সভ্যতা সকলই সঙ্কীর্ণ থাকিয়া যাইত; অতএব যাঁহারা আবিষ্কার-কর্ত্তা বা অভিযানকারী, তাঁহারা যে কেবল প্রতিষ্ঠাশায় তত্তৎকার্য্যে প্রণোদিত হইয়াছেন, ইহা বলা যায় না। হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার সামুয়েল হ্যানিমান নিজের শরীরের উপর কতই না বিষ প্রয়োগ করিয়া ভাবী মানবজাতির

উপকারের ধ্যান করিয়া গিয়াছেন; উহাকে কি কেবল প্রতিষ্ঠাশা-প্রণোদিত ব্যাপার বলা যাইবে ? অধ্যাপক চার্ল্‌স্ ও তাঁহার সহকারী রবার্ট্ যখন হাইড্রোজেন বেলুনে চড়িয়া প্রথম আকাশে উঠিয়া ছিলেন, তখন তিনি জীবণ পণ করিয়াই ঐ কার্য্য করিয়া ছিলেন; কিন্তু তখন কে জানিত যে, পরবর্ত্তিকালে এয়ারশিপ্ ও এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হইয়া সভ্য-জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিবে ? বৈজ্ঞানিকগণ জগতের সম্মুখে এক একটি আবিষ্কার প্রকাশিত করিতে গিয়া মার্টারের (Martyr) মত প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন! ইঁহাদের চেষ্টাসমূহ কি প্রতিষ্ঠাশা-প্রণোদিত ?

আমাদের মস্তিষ্ক জাগতিক সুবিধাবাদের চিন্তায় ভরপুর; সেখানে অন্য কোন সুসূক্ষ্ম চিন্তার তিলধারণেরও স্থান নাই। এই বিরাট্ বহির্ম্মুখ মানবজাতির ধারনায় যাহা পরার্থিতা-প্রণোদিত বলিয়া মনে হয়, তাহার ফল যখন সম্পূর্ণভাবে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে উদ্দিষ্ট না হয়, তখন তাহাতে যতই পরার্থিতার বাহ্য রূপ-লাবণ্য থাকুক না কেন, তাহা ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির সুবিধাবাদে ব্যাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠাশারই অবগুণ্ঠিত মূর্ত্তি। মানব কখনও আপনাতে সকল বহির্ম্মুখ আমিত্ব গুটাইয়া লইয়া বা সঙ্কীর্ণ করিয়া যশঃ বা সম্মান ভোগ করে, কখনও বা সেই প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী আমিত্বকে প্রসারিত করিয়া অর্থাৎ কোন বিশেষ জাতি, দেশ, অথবা সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করাইয়া যশোগৌরবের ভোগ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে; বরং আমিত্ব-প্রসারিত শেষোক্ত সম্মানের আকাঙ্ক্ষাটি আরও বিরাট্—আরও ব্যাপক।

সমষ্টি বা জাতির পরার্থিতার প্রতি চেষ্টা না থাকিলে সমষ্টি বা সমগ্র মানবজাতি কোন বিশেষ ব্যক্তিত্বকে একাধিপতি করিয়া কেনই বা প্রতিষ্ঠাশুল্ক প্রদান করিবেন ? এখন ঐ পরার্থিতা অহৈতুকী কি না, তাহাই প্রশ্নের বিষয়। যে-সকল সুবৈজ্ঞানিক সুসূক্ষ্ম আত্মবিচারের রঞ্জন-রশ্মিদ্বারা এই পরার্থিকতা-প্রতীকের অন্তর দর্শন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—যে পরার্থিকতার ফল পুরুষোত্তমের

ভোগ্য না হইয়া জীব বা জাতিবিশেষের ভোগ্য হইয়াছে, সেই পরার্থিতা কখনও অহৈতুকী হইতে পারে না; উহা "গরু মারিয়া জুতা-দান" ন্যায়ে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় ঋষি ছাগলাদ্য ঘৃতের আবিষ্কারই করুন আর শর্ম্মন্‌দেশের ঋষি হ্যানিম্যান্‌ নিজের প্রাণ পণ করিয়া মানব জাতির জন্য নূতন চিকিৎসাবিজ্ঞান আবিষ্কারই করুন, উহা দ্বারা অন্য প্রাণিজাতির পরার্থিতার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়িয়াছে। হোমিওপ্যাথির মধ্যেও এমন সকল মূল অরিষ্ট (ক্যান্থারিস্‌ প্রভৃতি) আছে—যাহা ইতর প্রাণীর প্রাণ কোন না কোন ভাবে ধ্বংস না করিলে সুলভ্য নহে। ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য চরক, কিম্বা ডাক্তার হ্যানিমান্‌ কাহারও মানবজাতিকে প্রাণ দিবার বা একটি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিবার সামর্থ্যের কথা শোনা যায় না। তাঁহাদের কোন বিশেষ ব্যাধির প্রাবল্য উপশম করিবার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইয়াছে মাত্র; কাজেই যেখানে তাঁহারা পরার্থিতা-প্রণোদিত হইয়া এক জাতির উপকার করিতে গিয়া আর একজাতির ন্যূনাধিক অপকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এমন কি অনেক সময় জড়চিকিৎসা-বিজ্ঞান এক মানবের উপকার করিতে গিয়া অপর মানবের রক্তশোষণ—এমন কি প্রাণ হরণ করিতে বাধ্য হয়, সেখানে ঐরূপ সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট পরোপকার-চিকীর্ষা বাহ্যমূর্ত্তিতে 'পরার্থিতা' বলিয়া মনে হইলেও তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠাশার গুপ্ত মাদকতা ও প্রেরণ আছে।

আমরা যখন ভূতগ্রস্ত হই, তখন নিজেরা তাহা বুঝিতে পারি না; ইহারই নাম—মায়া। আর্থিক ক্ষেত্র দূরে থাকুক, যখন পরমার্থ-পথের পথিক বলিয়া পরিচয় দিই, তখনও লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদি অনর্থে অভিভূত হইয়া আমরা আমাদিগকে উহাদের দ্বারা আক্রান্ত বলিয়া বুঝিতে পারি না। কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী ফল্গুবৈরাগীর নিকট যান, তাহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিবেন না যে, তিনি সকল ত্যাগ করিয়াও প্রতিষ্ঠাশা ত্যাগ করিতে পারেন না। হয় ত' বৈরাগীর বেশ লইয়াছি, বহির্বাস পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি, ব্রজের (?) বনে বনে মাধুকরী

মাগিয়া খাইতেছি, ধাতু-দ্রব্য স্পর্শ করি না, শিষ্য করি না, কুটীর বাঁধি না, কোন স্থানে এক দিবসের অধিক থাকি না—বাহ্যদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ (!!); কিন্তু এত ত্যাগ করিয়াও ধাতুদ্রব্য স্পর্শ না করা—শিষ্য করা—কুটীরে বাস না করা প্রভৃতির প্রতিষ্ঠাটি ত্যাগ করিতে পারি নাই। এইজন্যই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, সকল ত্যাগ করিলেও যাহা ত্যাগ করা যায় না, অথচ যাহা সকল অনর্থের জননী, তাহাই প্রতিষ্ঠাশা।

প্রতিষ্ঠাশার কেরামতই এই যে, ইহা যাহাকে পাইয়া বসে, পিশাচী-গ্রস্তের ন্যায় সে তাহা বুঝিতে পারে না। আর্থিক সাহিত্যিকগণও এজন্য ইহাকে এইরূপভাবে বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন,—“Last remains of noble Mind”—মহদন্তঃকরণ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াও ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। জাগতিক পরার্থি-সম্প্রদায়ের অন্তর মহৎ—এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদ নাই; কিন্তু সেই মহদন্তঃকরণও প্রতিষ্ঠাশার কাছে দাসখৎ না লিখিয়া পারে না।

যাহা পরিত্যাগ করা যায় না, তাহা লইয়া মারামারি করিবার দরকার কি ? যখন পরিত্যাগই করা যাইবে না, তখন পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিবার কোন উপায় আবিষ্কারের চেষ্টাই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু এই আবিষ্কার-কার্য্যটি আমাদের নিজের পরিকল্পনা বা মতলব-অনুসারে করিতে গেলে এক বিপদ্ এড়াইয়া আবার আর একটি ভীষণতর বিপদে পড়িতে হইবে। তাই এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞগণ যে প্রণালী জানাইয়াছেন, তাহার অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি,—সকল অভিজ্ঞগণ যে প্রণালী জানাইয়াছেন, তাহার অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি,—সকল ত্যাগ করিলেও যাহা কিছুতেই ত্যাগ করা যায় না, তাহা হয় পরমার্থ,—না হয় অনর্থ। প্রতিষ্ঠাকে পরম অনর্থ না করিয়া পরমার্থে পর্য্যবসিত করিবার কোন উপায় আছে কি না, তাহাই এখন অনুসন্ধানের বিষয়। মহাজনের গীতিতে এই সমস্যার একটি সুন্দর

সমাধান আছে,—

জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥

জড়ের প্রতিষ্ঠাই বিষ্ঠাভোজী শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগের বস্তু; কিন্তু তাহা হরিবিমুখ জগৎ—যাহাকে শ্রীমদ্ভাগবত বিড়্বরাহ বা গ্রাম্য শূকরের সহিত তুলনা করিয়াছেন, সেই জগতের নিকট পরম লোভনীয় খাদ্য। এই জন্যই তাহাকে মায়ার বৈভব বলা হইয়াছে। মায়িক রাজ্যে এত বড় বৈভব আর কিছুই নাই।

যাঁহারা সকল বস্তুকে হরিসেবার উপকরণ করিতে পারিয়াছেন, সকল ব্যাপারকে পরমার্থ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট প্রতিষ্ঠাও হরিসেবার উপকরণ বা পরমার্থ হইয়াছে। ইহারই নাম—বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, ইহাতেই নিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাতে নিষ্ঠা না থাকিলে কখন ভোগের, কখনও বা নাস্তিকতাময় ত্যাগের পাদগোলক হইয়া পড়িতে হইবে! "আমি হরিসেবকগণের জুতাবরদার,"—এই প্রতিষ্ঠা যাহাদের হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, যাহারা অন্যান্য অনর্থ-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ হরিসেবার অনুকূল অভিমানকেও অনর্থের অন্যতম মনে করিয়া ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত, তাহারা কখনও সুদৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত হরিসেবাকেই একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া বরণ করিতে পারে নাই। এজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমকল্পবৃক্ষের মালাকাররূপে বলিয়াছেন,—

অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হ'বে পুণ্যখ্যাতি
সুখী হইয়া লোকে মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥
(চৈঃ চঃ আ ৯।৩৯-৪০)

আবার শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংবাদে শুনিতে পাই,—

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি ?
'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁহারা হয় খ্যাতি ॥
(চৈঃ চঃ ম ৮।২৪৫)

কৃষ্ণের সেবকাভিমানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যশোগৌরব। বৈষ্ণবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রতিষ্ঠা অনুগমন করে বলিয়া তাহাকে অনিত্য বা মায়িক বৈভব মনে করিতে হইবে না—

বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তা'ত কভু নহে অনিত্য বৈভব।
সে হরি-সম্বন্ধ, শূন্য মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের বৈভব ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে, তা'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৪।১৪৬-১৪৭)

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণসেবার ছলনায় বা প্রতিষ্ঠা ত্যাগের ছলনায় প্রতিষ্ঠা-আহরণের কোন অন্তর্নিহিত কপট চেষ্টা প্রদর্শন করেন নাই; কাজেই যাঁহারা তাঁহার অনুকরণ করেন, তাঁহারা প্রতিষ্ঠা-ত্যাগের ছলনায় প্রতিষ্ঠা আহরণকেই অভিসন্ধি লইয়া ভাবের ঘরে চুরি করিয়া থাকেন। এইজন্য মহাজন গাহিয়াছেন,—

কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাগিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাবঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব ॥

তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তা'র সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতাবশে, তুমি জড়রসে,
মজেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তনসৌষ্ঠব॥

জড়-প্রতিষ্ঠাশা মৎসরতার জন্মভূমি। পরের উৎকর্ষ বা উন্নতি যাহারা সহ্য করিতে পারে না, তাহারাই মৎসর। অপরের উন্নতি হইলে—অপরের প্রতিষ্ঠা হইলে পাছে নিজের আপেক্ষিক জড়প্রতিষ্ঠার পরিমাণটুকু ম্লান হইয়া পড়ে, এজন্য আমরা পরের ভাল শুনিতে পারি না। আর্থিক ক্ষেত্র দূরে থাকুক, পারমার্থিকরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়াও অপরের পরমার্থিক উন্নতির কথা শুনিলে কাহারও কাহারও বক্ষে যেন শেল বিদ্ধ হয়। যখনই কাহারও এরূপ চিত্তবৃত্তি উদিত হয়, তখনই জানিতে হইবে,—তাহার হৃদয়ে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার লেশমাত্রও উদিত হয় নাই, হৃদয় জড়প্রতিষ্ঠায় আচ্ছন্ন হইয়াছে। কারণ, ভাগবতধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম পরম নির্ম্মৎসর সাধুদিগেরই ধর্ম্ম। যেখানে এক গুরুভ্রাতা, আর এক গুরুভ্রাতার পারমার্থিক উন্নতি কিম্বা হরি-গুরুসেবায় অধিকতর নৈপুণ্যের কথা শুনিয়া প্রফুল্ল হইবার পরিবর্ত্তে ব্যথিত ও ম্লান হইয়া পড়েন, সেখানে জানিতে হইবে জড় প্রতিষ্ঠাশা-পিশাচী ধৃষ্টা শ্বপচরমণী তাঁহার হৃদয় অধিকার কহিয়াছে। তাই মনঃশিক্ষায় শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্ননু মনঃ।
সদা তৎ সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরি তমিহ তৎ বেশয়তি সঃ॥

—❖—

শ্রীরাধাষ্টমী

আগামীকাল শ্রী মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-উৎসব। শ্রীরাধা গৌড়ীয়েরই একমাত্র উপাস্য দেবতা—একমাত্র বলিবার কারণ এই যে, গৌড়ীয় না হইলে শ্রীরাধার ভজনের যোগ্যতা-লাভ বা মর্ম্ম-উপলব্ধি কোনওটিই হয় না। গৌড়ীয়া-নাথ এই গূঢ়তম ভজন-রহস্য জগতে আবিষ্কার করিয়াছেন,—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন-মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চকার॥

(চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ১০।১৩০)

'প্রেম' নামক পরম পুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দারণ্যের গহন-মহামাধুরী-কদম্বে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ় মহাভাব-মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে (উপাস্য-বস্তুরূপে) জানিত? এক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্য-লীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।

আবিষ্কার ও স্থষ্টি—এক কথা নহে। যাঁহারা সেই পরদেবতার ছায়া মায়ায় অভিভূত,—এরূপ প্রাকৃত সাহিত্যিক, পত্নতাত্ত্বিক, কিংবা যাবতীয় উপাধিক ব্যক্তিগণ শ্রীরাধিকাকে শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন পদাবলী-লেখক বা পৌরাণিকের স্থষ্ট ব্যাপার বলিয়া মনে করেন! যদিও কোথায় কোথায় ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার-সমূহ উঁহাদের ধারণার সঙ্কীর্ণতাকে খানিকটা প্রশস্ত করিয়া দেয়, তথাপি জন্ম-মৃত্যুর অধীন অস্মিতা অপ্রাকৃতকেও অন্যরূপ ভাবিতে পারে না।

কোন কোন সাহিত্যিক শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধে এইরূপ কতকগুলি উক্তি লিখিয়া যেন তাঁহাকে অনেক বাড়াইয়া দিয়াছেন মনে করিয়া ফেলেন। কোন সাহিত্যিক লিখিয়াছেন,—"ভক্তি ও প্রেমের উপকরণ দিয়া শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী স্বষ্ট;—তিনি 'আয়েসা' কি কুন্দনন্দিনী নহেন, তাঁহার বিরহের এক কণিকা কষ্ট বহন করিতে পারে,—তাঁহার সুখের এক লহরী ধারণ করিতে পারে, এরূপ নারী-চিত্র পৃথিবীর কাব্যোদ্যানে নাই।" আবার এই জাতীয় সাহিত্যিকই স্বৈরিণী-লেখনী চালাইয়া লিখিয়া ফেলিয়াছেন—"শ্রীমতী রাধা প্রথমতঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও আর কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া শুভদিনে আর্য্যাবর্ত্তের দেবমণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন; চিরশ্রদ্ধেয় দেবদেবীগণ প্রকৃতির এই আবরণহীনা নগ্ন সৌন্দর্য্যময়ীর অন্তরালে পড়িয়া গেলেন; সদ্যশ্চুত অনাঘ্রাত মালতী পুষ্পের ন্যায় এই দেবীকে পাইয়া কবি ও ভক্ত আনন্দিত হইল; চিরাধার্য্যা দুর্গা ও কালীর উদ্দেশ্যে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দিল।"

সাহিত্যিকগণের প্রবীণতার অবগুণ্ঠনে এই সকল অর্ব্বাচীনতার কোলাহলের সমালোচনা পরিস্ফুট করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। যে গুহ্যতম মহানিধি কাম-ক্রোধাসক্ত জগতের হাটে প্রকাশ না করিয়া সযত্নে গুপ্ত সম্পদের মধ্যে সংরক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া স্থূলবুদ্ধি সাহিত্যিক, পণ্ডিত, মনীষী বা সাধারণ ভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেও শ্রীরাধিকাকে দর্শন করিবার যোগ্যতা পান নাই, সেই গূঢ়তম বাস্তবতাকে জড়ত্বের বিরাট্ রূপের নিকট কি করিয়া বুঝান যাইতে পারে? স্যর আইজাক নিউটন্ ইংলণ্ডের উল্‌সথ্ রপ্ সহরের কোন বাগানে মাধ্যাকর্ষণশক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া সেখানেই ঐ শক্তির প্রথম জন্ম, ইহার পূর্ব্বে কেহ সেই শক্তির বাস্তবতা আদৌ জানিতেন না, বা উহার অস্তিত্ব ছিল না,—এরূপ অনুমান জ্ঞানের রাজ্যে যবনিকা-পতনমাত্র। হয় ত' ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বসকর্ত্তৃক আমেরিকার আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে

এই প্রদেশ অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু সেই বহু পূর্ব্বের প্রমাণ প্রত্নতত্ত্বের সমাধিগর্ভে এখনও হয় ত' সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। যে-কাল পর্য্যন্ত মহেঞ্জডারোর সভ্যতা প্রত্নতত্ত্বের সমাধিগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত না হইয়াছে, সে-কাল পর্য্যন্ত সকলে ঐরূপ সভ্যতার কথা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। জড়ের স্বষ্টি-সম্বন্ধেই মানবের জ্ঞানের দৌড় যখন অসম্পূর্ণ, তখন আধুনিক কালের প্রাপ্ত অসম্পূর্ণ উপকরণ এবং অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় ও কাম-ক্রোধাদিত দ্বারা অভিভূত মস্তিষ্ক লইয়া অপ্রাকৃতের সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা কেবল বিপজ্জনক নহে, সত্যের প্রতি অজ্ঞাত বা জ্ঞাতসারে প্রবল প্রতিহিংসার চেষ্টা।

একদিন আধুনিক প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র শ্রীরাধিকার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারই ছায়ার মায়ায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন! তাই তাঁহাকে অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-সেবাসর্ব্বস্ব শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর ভজনস্থান পুরীর সাতাসনমঠে বিরক্ত-বেষে ভজন করিবার অভিনয় করিয়াও বিরক্তের বেশ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল এবং তিনি হীরা মালিনী, সোনামুখীর প্রাকৃত সৌন্দর্য্য, কুটনীর বশীকরণবিদ্যা প্রভৃতিকে অপ্রাকৃতের আনুকরণিক ছাঁচে ঢালিয়া কাব্যরস স্বষ্টি করিয়াছিলেন ও তদানীন্তন বঙ্গ-সমাজের ভাষা ও সাহিত্যের খাতে কামের বন্যা প্রবাহিত করিয়া ছিলেন। আমরা রায় গুণাকরের দোষ দিতেছি না, ইহা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ারই প্রভাব! মায়া প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও যাবতীয় প্রত্যয়ান্ত জাগতিকের চক্ষে এই ছানি স্বষ্টি করিয়াছে বলিয়াই আজও অখিলেশ্বরী দুর্গার অংশিনী স্বরূপশক্তি শ্রীরাধিকার অসমোর্দ্ধত্ব স্বগোপ্য সম্পদে সংরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ইহাই গৌড়ীয়ের যোগ্য পরিভাষা ও সিদ্ধান্তধারার মধ্যে বিশেষ করিয়া জানাইয়াছেন। অপ্রাকৃত গোবর্দ্ধনের সেবা না করিলে গোবর্দ্ধনের নিকটস্থ প্রেমামৃতপ্লাবনক্ষেত্র শ্রীরাধাকুণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয় না। যাঁহারা প্রাকৃত গোবর্দ্ধনের সেবা করেন

অর্থাৎ ('গো' অর্থে ইন্দ্রিয় বা বিদ্যা) কেবল বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি বা বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিবার বিদ্যার সংস্কৃতি সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারা শ্রীরাধার ছায়াশক্তি মহামায়ার নিরয়কুণ্ডে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন; আর যাঁহারা অপ্রাকৃত গো অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি বা বিকাশ সাধন করেন, যাঁহারা পরাবিদ্যার অনুশীলন করেন, তাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকেই গোবর্দ্ধন-সেবা বলিয়া জানেন। জড়যুক্তিবাদী অরিষ্টাসুর তাহার শৃঙ্গদ্বারা যখন গোবর্দ্ধনকে আক্রমণ করিয়া নিজ ভোগ বর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করে অর্থাৎ যখন পরম আস্তিকতা—শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রস-পঞ্চকের বিষয় বাস্তব সত্যকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হয়, তখন কৃষ্ণ সেই অরিষ্টাসুরকে নিধন করিয়া সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। অরিষ্টাসুর (বৃষভাসুর) নিহত হইলে প্রৌঢ়া গোপী মদনিকা তৎকার্য্যের পুরস্কাররূপে শ্রীরাধিকা সুন্দরীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করেন। অরিষ্টাসুর বৃষের আকৃতি। গো—যাহা ধর্ম্মাচারীর নিকট ধর্ম্মের প্রতীকরূপে বিবেচিত—যাহা প্রলয়কারী রুদ্রের বাহনরূপে বিদিত, সেইরূপ এক ধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া অরিষ্টাসুর যুক্তিবাদিতা প্রদর্শন পূর্ব্বক বাস্তব সত্যকে আক্রমণ করিতে আসে। কৃষ্ণ এই যুক্তিবাদিতামূলক ধর্ম্মধ্বজিতাকে বিনাশ করেন। সেই বৃষবাহন রুদ্রের মস্তক স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের স্বাংশতত্ত্ব বিষ্ণুর পাদপদ্ম-বাহিনী গঙ্গার বাহন, সেই রুদ্র মদনবিজয়ী হইলে যে অপ্রাকৃত মদনমোহনের রাস-বিলাসের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার জন্য গোপী-কৃপা চান, সেই রাস-নৃত্য সাধারণী ও সমঞ্জসা গোপীগণে পরিবৃত বলিয়া যিনি সেইরূপ রাসস্থলীও পরিত্যাগ করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দবিধায়িনীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করিয়া থাকেন এবং তখন সাধারণী গোপীগণ যাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন, তিনিই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রধানা নায়িকা,—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥
(ভাঃ ১০।৩০।২৪)

হে সহচরি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তাগণেরও শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম 'রাধিকা' হইয়াছে। অরিষ্টাসুর বা বৃষভাসুরের নিধন-প্রসঙ্গক্রমেই শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাবের প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়। এই রাধাকুণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার যুথের সহিত মধ্যাহ্নকালে রাসবিলাস করিয়া থাকেন। নৈশ-বিলাসে অপেক্ষা এই মাধ্যাহ্নিক বিলাসে অধিকতর চমৎকারিতা আছে। এখানে কিন্তু সাধারণী গোপীগণের প্রবেশাধিকার নাই। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধিকার অনুগত্য অপেক্ষা না করিয়াই 'ধীর সমীরে' কৃষ্ণের সহিত রাসক্রীড়া করেন, তাঁহারা রাধাকুণ্ড-তটস্থিত রাসস্থলীতে প্রবেশের অধিকার পান না। চন্দ্রাবলীর এই স্থানে প্রবেশের অধিকার নাই।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের রাস-নৃত্য নটরাজমূর্ত্তি রুদ্রের তাণ্ডব বা তদনুকরণে প্রাচীন বা আধুনিক-কালে কল্পিত বিভিন্ন দেশীয় নৃত্যের ন্যায় নহে। বস্তুতঃ এই রাসমণ্ডলীতে গোপীশ্বর সদাশিব যে নৃত্য-দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তদংশভূত রুদ্র তাঁহার নটরাজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে। আমরা বৃহদ্ভাগবতামৃতে দেখিতে পাই,—সঙ্কর্ষণ-সেবক রুদ্র রামনামে বিভোর হইয়া জগদুন্মাদক তাণ্ডব রচনা করিতেছেন। তাঁহার নৃত্যেরই ভোগবর্দ্ধন অনুকরণ করিয়া জগৎ প্রলয়ের অভিসারে চলিয়াছে।

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ প্রভৃতি রস-গ্রন্থে শ্রীরাধিকার যে সেবা-বিলাসের কথা অনর্থমুক্ত ভক্ত সম্প্রদায়ের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, শ্রীরাধার ভাব-কান্তি-মণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত নিজ-জনগণ তাহা অপেক্ষা অধিকতর সেবা-চমৎকারিতার কথা তত্তৎ গ্রন্থে দর্শন করিতে পারেন; এইজন্যই শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক-গীতি রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরূপগোস্বামী

প্রভু ‘বিদগ্ধমাধব’, ‘দানকেলিকৌমুদী’, ‘স্তবমালা’ এবং শ্রীরূপানুগবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ‘মুক্তাচরিত’, ‘স্তবাবলী’ ও শ্রীরূপরঘুনাথানুগ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ‘শ্রীগোবিন্দলীলামৃত’ প্রভৃতি অপ্রাকৃত রসগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গৌড়ীয়গণের গীতগোবিন্দ, ‘কর্ণামৃত’, ‘বিদ্যাপতি’, ‘চণ্ডীদাস’ পাঠ ও অগৌড়ীয়গণের তত্তৎ গ্রন্থ-পাঠ—আকাশ-পাতাল প্রভেদ—জাগতিক উদাহরণের দ্বারা উহা বুঝাইবার নহে। বর্ণপরিচয় মাত্র লাভ করিয়া শেক্সপীয়ার বা কালিদাস পাঠ অভিজ্ঞ অধ্যাপকের তত্তদ্‌গ্রন্থপাঠে প্রভেদের উদাহরণও ঐস্থলে অসম্পূর্ণ।

নন্দীশ্বর-পর্ব্বতের দক্ষিণে ‘বরসানু’ নামে এক গিরিরাজ শোভিত রহিয়াছে। সেই বরসানু-পর্ব্বতের অধিত্যকায় গোপরাজ বৃষভানু সহধর্ম্মিণী কৃত্তিকার সহিত বাস করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিতেছিলেন। ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে, বিশাখা-নক্ষত্রে, মধ্যাহ্নকালে, বৃষভানু রাজার গৃহে এক কন্যারত্ন আবির্ভুত হইয়া গৃহ, পুর, দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন। বৃষভানুপুরে গোপরাজ বৃষভানু, রত্নভানু ও সুভানু ভ্রাতৃগণের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাভাগ্যবতী কৃত্তিকা চন্দ্রকলিকা-দুহিতার দর্শনে আনন্দে আত্মহারা হইলেন। সুরপুরে ও ব্রজপুরে আনন্দের লহরী প্রবাহিত হইল। এই অপ্রাকৃত কন্যারত্নই বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধিকা-নামে খ্যাতা হইলেন।

“তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥”

(ভাঃ ১০।৫।১৮)

শ্রীহরির নিবাসভূমি নন্দগোকুলে শ্রীনন্দ-নন্দন যাবৎ নিগূঢ়ভাবে বিহার করেন, তাবৎ শ্রীরাধাপ্রমুখা ব্রজরামাগণও নিগূঢ়ভাবে বিহার করিয়া থাকেন।

শ্রীনন্দকুমার যখন প্রকটরূপে বিহার করেন, তখন ব্রজরামা-

শিরোমণি শ্রীরাধিকাও তাঁহার কায়ব্যূহ গোপ-রামাগণের সহিত প্রকটরূপে বিহার করিয়া থাকেন।

যাঁহারা মনে করেন,—জগদারাধ্যা দুর্গা ও কালীর উদ্দেশ্যে আহৃত পুষ্পমালা শ্রীরাধিকার কণ্ঠে দোলাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাঁহারা মনে করেন,—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ আশ্রয় করিয়া শ্রীরাধিকা আর্য্যাবর্ত্তের দেবমণ্ডপে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক যবনিকাপাতমাত্র হয় নাই, শাস্ত্রীয় সন্ধান হইতেও তাঁহারা বঞ্চিত রহিয়াছেন। যে ভুবনমোহিনী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিকা দুর্গাকে ব্রহ্মসংহিতায় গোবিন্দের স্বরূপশক্তি—ভুবনমোহন গোবিন্দের মনোমোহিনী শ্রীরাধার ছায়া-শক্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই স্বরূপশক্তি অংশিনীর নিত্যবিগ্রহ অধোক্ষজ-সেবায় পূর্ণদীক্ষা লাভ না হইলে কিছুতেই বুদ্ধি বা মনীষার হস্তামলক হইতে পারে না। ইহা বন্ধ্যাযুক্তি নহে, সাহিত্যিকগণের বুদ্ধি শোধিত হইলে তাঁহারাও এই বাস্তবসত্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ যাঁহাকে লইয়া সাহিত্য—যিনি সাহিত্যের বিগ্রহ, সেই বৃষভানুনন্দিনীকে অনর্থযুক্ত জীব চিনিতে না পারিয়াই ভোগময় সাহিত্যপঙ্কে আত্মপাত বরণ করিতেছেন। তাই অপ্রাকৃত সাহিত্যিকশ্রেষ্ঠ শ্রীরূপানুগবর শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু গাহিয়াছে,—

> “তস্যা অপাররসসারবিলাসমূর্ত্তে-
> রানন্দকন্দপরমাদ্ভুতসৌখ্যলক্ষ্ম্যাঃ।
> ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভগতের্বৃষভানুজায়ায়াঃ
> কৈঙ্কর্য্যমেব মম জন্মনি জন্মনি স্যাৎ॥”
> “অপার রসের সার বিলাস-মূরতি।
> পরম অদ্ভুত সৌখ্য আনন্দ নির্বৃতি॥
> ব্রহ্মাদির সুদুর্ল্লভ বৃষভানুকন্যা।
> জন্মে জন্মে তাঁর দাস্যে হই যেন ধন্যা॥”

"হা দেবি কাকুভরগদগদয়াদ্য বাচা
যাচে নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুদ্ভটার্ত্তিঃ।
অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য কৃত্বা
গান্ধর্ব্বিকে তব গণে গণনাং বিধেহি॥"
"বহু দণ্ডবৎ পড়ি বহু আর্ত্তিস্বরে।
কাকুভরে গদগদবচনে যোড়করে॥
প্রার্থনা করি গো দেবি এ অবুধজনে।
তব গণে গণি কৃপা কর অকিঞ্চনে॥"

—❖—

যথার্হ ও যথেচ্ছবাদ

যথার্হ' শব্দটি অনেকের নিকট অপরিচিত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-ধৃত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার যে দুইটি শ্লোক পাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহারাই অন্যতম নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে 'যথার্হ' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়,—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।১২৫)

ইহার পদ্যানুবাদ এই—

আসক্তিরহিত সম্বন্ধ-সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

'যথার্হ' শব্দের অর্থ—যথাযোগ্য। যথাযোগ্য ভোগের নামই—যুক্তবৈরাগ্য। এস্থানে 'ভোগ'-শব্দে জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমানে

ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চেষ্টা বুঝায় না। কেবলমাত্র অপরকে বুঝাইবার জন্য এস্থানে 'ভোগ'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ অপরের দৃষ্টিতে ইহা ভোগপ্রায় বলিয়া লক্ষিত হইলেও ইহা ভোগ বা ফল্গুত্যাগ নহে, পরন্তু ভগবৎসেবার অনুকূল জীবন-যাপনের জন্য যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 'মনঃশিক্ষা-নামক একটি গীতির মধ্যে ইহাই অপর ভাষায় বলিয়াছেন,—

কনক,-কামিনী প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যারে, সেইত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তিরহিত সম্বন্ধসহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব॥
সে যুক্তবৈরাগ্য, তাহা ত' সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।

পাঠক, যুক্তবৈরাগ্য বা অনাসক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর লিখিত মহাপ্রভুর শিক্ষায় কিরূপভাবে বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই সরল কবিতার মধ্যে দেখিতে পাইলেন। আমরা অনেকেই 'অনাসক্তি', 'যুক্তবৈরাগ্য' প্রভৃতি শব্দগুলির দোহাই দিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের অন্তর খুজিয়া দেখিলে—আমরা ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া অকপটে হৃদয় খুলিয়া বলিলে দেখিতে ও বলিতে বাধ্য হইব যে, আমাদের অনাসক্তি বা যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই কেবল ঐ সকল শব্দাড়ম্বেরর আশ্রয় লইয়া যথেচ্ছ ভোগ চালাইবার অভিসন্ধিমাত্র। ইহারই প্রতিক্রিয়ারূপে একশ্রেণী ধর্ম্মধ্বজিগণের মধ্যে ত্যাগের বহ্বাড়ম্বর দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এর উভয়ই

কপটতা বা আত্মমঙ্গলের দ্বারে চিরতরে যবনিকা-পাত। অনাসক্তি ও যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই দিয়া জড়ভোগের চেষ্টা যেরূপ কপটতা ভোগের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়া ত্যাগের বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টাও তদ্রূপই কপটতা। তাই শুদ্ধভক্তগণ এই দ্বিবিধ কপটতার কোনটির কবলেই পতিত হন না, অথবা যাঁহারা এই দ্বিবিধ কপটতার কবল হইতে উদ্ধারের সন্ধান জানেন, তাঁহারাই শুদ্ধভক্ত অর্থাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরূপের শিক্ষার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

অনাসক্তি বা যুক্তবৈরাগ্যের উদাহরণ-স্বরূপ অনেক উপমা ভোগি-সমাজে প্রচারিত ও অভিনন্দিত হইয়াছে। হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিবার কথা, জলে মাখনের সন্তরণ বা পদ্মপত্রে জলের অসংলগ্নভাবে অবস্থানের দৃষ্টান্ত, সুদক্ষা নটীর মস্তকোপরি পূর্ণকুম্ভ স্থাপন-পূর্ব্বক যথেচ্ছ নৃত্য-কৌশল প্রদর্শন প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্তকে নজির দেখাইয়া ভোগি-সমাজ অন্তরে ভোগ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতিময় তাণ্ডব সংরক্ষণ করিবার কৌশল আবিষ্কার করিয়া থাকেন। যখনই সাধু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে একান্ত হরিপদাশ্রয়ের উপদেশ প্রদান করেন, যখনই তাঁহারা আমাদের নিকট শ্রীমদ্‌ভাগবতের "লব্ধা সুদুর্লভমিদং" শ্লোকটি কীর্ত্তন করেন, যখনই তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধের প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ অনুকীর্ত্তন করিবার জন্য আমাদের নিকট উপস্থিত হন, তখনই আমরা ঐ সকল উপমহাদেশামৃতকে আমাদের ভোগপ্রাণতার পক্ষে বিষবৎ ভাবিয়া যেন তাহার প্রতিষেধকরূপে "হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিবার" উদাহরণ অর্থাৎ অনাসক্তি বা যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই প্রদান করিতে উদ্যত হই। পুত্র গুরুগৃহে বাস করিয়া হরিসেবা করিবার রুচিবিশিষ্ট হইলে পিতা যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই দেন; অশীতিপর-বয়স্ক বৃদ্ধ পিতাকে বনে গমন করিয়া বা অসদ্‌বিষয়, অসৎসঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হইয়া হরিভজনের কথা সাধুগণ উপদেশ প্রদান করিলে তিনিই সেই অনাসক্তি ও যুক্তবৈরাগ্যেরই কবচ-দ্বারা সাধুর উপদেশ হইতে আত্মরক্ষা (?) করিবার উপায় খুঁজিয়া

লন। মোটকথা, সকলেই অনাসক্তি ও যুক্তবৈরাগ্যের দোহাই দিবারই পক্ষপাতী বা গ্রাহক; কিন্তু প্রকৃত যুক্তবৈরাগ্য বা অনাসক্তির গ্রাহক যেন আদৌ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

একদিন অপ্রাকৃত পুত্রবাৎসল্যরস-রসিক শ্রীজগন্নাথ মিশ্র স্বপ্নে দেখিতে পান যে, পুত্র নিমাই সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণনামে বিভোর হইয়া নৃত্য, কীর্ত্তন ও ক্রন্দন করিতেছেন। এই স্বপ্ন দেখিয়া জগন্নাথ মিশ্র অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং কৃষ্ণের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইয়া বলিলেন,—

“হে গোবিন্দ, নিমাঞি রহুক মোর ঘরে॥
সবে এই বর, কৃষ্ণ, মাগি তোর ঠাঞি।
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি॥”

(চৈঃ ভাঃ আ ৮।৯৩-৯৪)

অপ্রাকৃত বাৎসল্যরসরসিক বসুদেব-দেবকী, কিম্বা দশরথ-কৌশল্যা, অথবা জগন্নাথ-শ্রীশচীদেবীর যে কৃষ্ণের জন্য, শ্রীরামচন্দ্রের জন্য, অথবা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের জন্য এই যে একান্ত আসক্তির উদাহরণ-স্বরূপ **“গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি”** প্রভৃতি প্রার্থনা, তাহার সহিত এই হেয়, বিকৃত, প্রতিফলিত জৈব-জগতের জড়াসক্তির উদাহরণ এক নহে। অধোক্ষজ পরাৎপর-তত্ত্বের জন্য নির্ম্মল চেতনের যে মোহ, যে আসক্তি, যে কাম, তাহাই প্রেম—তাহাই ভক্তি—তাহাই অনুরাগ—তাহাই সেবা-প্রগাঢ়তা। যেখানে অকৈতবভাবে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিরাজিত, সেখানে কোন মলিনতা, আবিলতা নাই। এই জন্যই গাহিয়াছেন,—

“আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।”

অর্থাৎ যেখানে জড়াসক্তি-রহিত, অথচ কৃষ্ণের সম্বন্ধ সহিত

যাবতীয় বিষয়, সেখানে সকলই মাধব অর্থাৎ কৃষ্ণ— সেখানে মায়ার কোন অবকাশ নাই।

যাঁহারা ফল্গুত্যাগী অর্থাৎ যাঁহারা জাগতিক বিষয়ের বিশ্বাস-ঘাতকতায় মর্ম্মাহত হইয়া অতৃপ্তির সহিত, অথবা অত্যন্ত বিরক্তির সহিত বিষয়ের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, সেই সকল তথাকথিত ত্যাগি-সম্প্রদায়—মায়াবাদি-সম্প্রদায় ও অনেক সময় অপরকে অনাসক্তির উপদেশ দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহারা যে অনাসক্তির উপদেশ দেন, তাহা কেবল ব্যতিরেক ভাবপূর্ণ বলিয়া একদেশী অর্থাৎ 'অনাসক্তি' — শব্দের ব্যভিচার কৃত্রিমতা-পরিপূর্ণ। জড়াসক্তি পরিত্যাগের উপদেশ কৃষ্ণাসক্তিময় না হইলে কেবল নপুংসকের ন্যায় কোন মঙ্গলময় প্রয়োজন-উৎপাদনে অসমর্থ। মায়াবাদিগণ জড়ের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে বিষয় স্বীকার করিবার উপদেশ দেন, তাহার মধ্যে ব্যতিরেক চিন্তা থাকিলেও অন্বয়ের চিন্তা নাই অর্থাৎ কেবল নিষধ-মাত্র আছে, কোনও বাস্তব বস্তুর সন্ধান নাই; কারণ বস্তু তাঁহাদের মতে— নির্ব্বিশেষ! বিষয় যদি 'কৃষ্ণ' না হইল— কৃষ্ণসেবার অনুকূল না হইল, আর কৃষ্ণ যদি 'অধোক্ষজ' অর্থাৎ নিত্য না হইলেন, কৃষ্ণের নাম-গুণ-রূপ লীলা পরিকর যদি জাগতিক বিষয়েরই মত অনিত্য হইল, তাহা হইলে জড়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্তির অভিনয় প্রদর্শন অথবা কৃষ্ণাসক্তির মৌখিকতা—সকলই কপটতাময়। উহার নাম অনাসক্তি নহে, পরন্তু অনাসক্তির ব্যভিচার বা অতীব জড়াসক্তিরই প্রতিক্রিয়া বা প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি।

অতএব প্রাকৃত অনাসক্তি বা যুক্তবৈরাগ্য কি, ইহাই বিবেচ্য। যে মন্ত্রমহৌষধির দ্বারা ভূত ছাড়াইব, উহাই যদি মেকি হয়, বা উহাতেই যদি ভূত আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা অধিক বিপদের কথা আর কিছুই নাই। কিন্তু মায়াদেবী আত্মমঙ্গল-বরণে অনিচ্ছুক আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবগণের উপর সেই বিপদটিই অনুক্ষণ সঞ্চারিত করিবার সুযোগ খুঁজিয়া থাকে; তাই যুক্তবৈরাগ্যের

দোহাই দিয়াও আমরা অযুক্তবৈরাগী ভোগী হইয়া পড়ি, যথার্থবাদের অনুসন্ধিৎসু বলিয়া পরিচয় দিয়াও অন্তরে যথেচ্ছবাদকেই আলিঙ্গন করি। যুক্তবৈরাগ্যের প্রকৃত মর্ম্মটি কি, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু এইরূপ বলিয়াছেন,—

"যথা যোগ্য" এই শব্দ-দুইটির মর্ম্মার্থ বুঝে লহ।
কপটার্থ লঞা যেন দেহারামী না হ'॥
শুদ্ধভক্তির অনুকূল কর অঙ্গীকার।
শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল কর অস্বীকার॥
মর্ম্মার্থ ছাড়িয়া যেবা শব্দ-অর্থ করে।
রসের বশে দেহারামী কপটমার্গ ধরে॥
ভাল খায়, ভাল পরে, করে বহু ধনার্জ্জন।
যোষিৎসঙ্গে রত হঞা ফিরে রাত্রদিন।
ভাল শয্যা অট্টালিকা খোঁজে অর্ব্বাচীন।
দেহযাত্রার উপযোগী নিতান্ত প্রয়োজন।
বিষয় স্বীকার করি কর দেহের রক্ষণ॥
সাত্ত্বিক সেবন কর আসব বর্জ্জন।
সর্ব্বভূতে দয়া করি কর উচ্চ সংকীর্ত্তন॥
দেবসেবা ছল করি বিষয় নাহি কর।
বিষয়েতে রাগ-দ্বেষ সদা পরিহার॥
পরহিংসা, কপটতা, অন্য সনে বৈর।
কভু নাহি কর ভাই! যদি মোর বাক্য ধর॥
বৈষ্ণবে আদর কর প্রসাদাদি দিয়া।
অর্থ নাই দৈন্যবাক্যে তোষ মিনতি করিয়া॥
পরিজন, পরিকর-কৃষ্ণদাস-দাসী।
আত্মসম-পালনে হইবে মিষ্টভাষী॥

স্মরণ-কীর্ত্তন-সেবা সর্ব্বভূতে দয়া।
এই ত' করিবে যুক্ত বৈরাগী হইয়া॥
কৃষ্ণ যদি নাহি দেয় পরিজন-পরিকর।
অথবা দিয়া ত' লয় সর্ব্বসুখের আকর॥
শোক-মোহ ছাড় ভাই নাম কর নিরন্তর।
জগাই বলে, এভাব গৌরের সনে মোর কোঁদল বিস্তর॥
(শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত)

শুদ্ধভক্তির অনুকূল স্বীকার ও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল অস্বীকার,—ইহাই যুক্তবৈরাগ্যের স্বরূপ-লক্ষণ। কিন্তু এখানেও নিস্তার নাই। কোটিকন্টকরুদ্ধ শুদ্ধভক্তিপথে মায়াদেবী প্রতিপদেই নানা বিপদ ও কন্টকের মোহনমালিকা ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। অনুকূল ও প্রতিকূল বিচার লইয়া আবার নানাপ্রকার কপটতার উদ্ভব হইয়াছে। আমার বহির্ম্মুখ রুচির প্রীতিদায়ক বিষয়কে 'অনুকূল' ও বহির্ম্মুখ রুচির অপ্রতিকর বিষয়কে 'প্রতিকূল' মনে করিলে আমি যে দেহরামী কপটমার্গী হইয়া যাইব, তাহা 'শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত'কার বলিয়াছেন। বিশেষতঃ সেইরূপ স্বতন্ত্র-বিচারে কৃষ্ণের না থাকায় অর্থাৎ "সম্বন্ধ-সহিত" বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় 'যুক্ত'-শব্দের কোন সার্থকতাই থাকে না। কৃষ্ণের সহিত 'যুক্ত' হইয়া কৃষ্ণের সেবায় প্রতিকূল-বিষয়ে যে বৈরাগ্য অর্থাৎ "কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ-ত্যাগ" বা অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন, তাহাই যুক্তবৈরাগ্য।

এখানে আবার আর একটি কপটতার আবির্ভাবের অবসর আছে। কৃষ্ণ যদি আমার "মনগড়া-কৃষ্ণ" (?) হয় এবং সেই "মনগড়া কৃষ্ণের" (?) অর্থাৎ বস্তুতঃ আমারই ভোগের আদর্শ-প্রতীকের সহিত যুক্ত করিয়া আমি অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয় নির্দ্ধারণ করি, তাহা হইলেও উহা যুক্তবৈরাগ্য বা অনাসক্তি হইবে না। এজগতে কৃষ্ণের সহিত যিনি সম্বন্ধ স্থাপন করাইতে পারেন, অযুক্ত জীবকে যিনি কৃষ্ণের সহিত যুক্ত করাইতে পারেন, যিনি অনুক্ষণ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে অবস্থিত সুতরাং

যিনি প্রকৃত সৎ ও অসৎ এর স্বরূপগঞ্জ, তাই যিনি সৎ-এর সহিত যুক্ত হইয়া অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনের উপদেশ করিতে পারেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম যে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের সন্ধান দিবেন, সেই কৃষ্ণের সহিত অকপট, অনাবিল, সর্ব্ববিধ ব্যবধান-রহিত সম্বন্ধযুক্ত না হইলেও আমাদের "যুক্তবৈরাগ্য" হইতে পারে না।

এখানেও বহির্ম্মুখতা মানবকে অন্য প্রকার কু-অভিসন্ধি বা বিবর্ত্তে ফেলে দিতে পারে। স্বীকার করিলাম—শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমার সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ স্থাপন করিবেন, আমাকে প্রকৃত যুক্তবৈরাগ্যের পথ প্রদর্শন করিবেন, কিন্তু আবার সেই বিপদ্। যে ওঝার দ্বারা ভূত ছাড়াইব, সেই ওঝাই যদি ভূতগ্রস্ত হয় এবং ভূতগ্রস্ত ওঝাকেই যদি আমি 'ওঝা' বলিয়া মনে করি, কিম্বা খাঁটি ওঝার কাছে যাইবার অভিনয় করিয়াও যদি কপাল-দোষে তাঁহার নিকট কপটতা করিয়া আমাকে তাঁহার প্রকৃত আশ্রয় হইতে দূরে রাখি, তাহা হইলেও যুক্তবৈরাগ্য সম্ভব হইবে না অর্থাৎ গুরুব্রুব বা গুরুনামধারী অসদ্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করিলে যুক্তবৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিব না, আবার কেবল লোক দেখাইবার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে 'সদ্গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি' মুখে বলিলেও বা মনে ভাবিলেও যদি নিজের স্বতন্ত্রতার প্রাধান্য স্থাপন করিয়া উহাকেই কার্য্যতঃ গুরু করিয়া ফেলি, তাহা হইলেও যুক্তবৈরাগ্যের মর্ম্ম বুঝিব না, তাহা যথার্থবাদ না হইয়া যথেচ্ছবাদ হইবে অর্থাৎ যথা ইচ্ছা বা স্বতন্ত্রতাই সেখানে আমার উপদেষ্টা, পরিচালক বা নিয়ামক হইয়া পড়িবে। তাই 'যুক্তবৈরাগ'—শব্দ তাঁহার মুখেই শোভা পায়, তিনিই যুক্তবৈরাগ্যকে বরণ করিতে পারেন, তিনিই যুক্তবৈরাগ্যের রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন—যিনি যথেষ্ট সুকৃতিবিভূষিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে প্রকৃত সদ্গুরু-পাদপদ্মের স্বতন্ত্রতার সহিত নিজ-স্বতন্ত্রতার ঐকতান সাধন করিয়াছেন।

এখানে আমরা যেন নিরাশ হইয়া না পড়ি, আমার যথেষ্ট সুকৃতি নাই, সুতরাং আমি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব,—এইরূপ আলস্য

ও জাড্য প্রশ্রয় দিবার উপদেশ এই সময় মায়াদেবী কর্ণে প্রদান করিতে আসিলেও সর্ব্বদাই নিরলসভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অকপটে প্রকৃত সাধুসঙ্গ ও কৃষ্ণের নিকট প্রকৃত সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণের জন্য সকাতর প্রার্থনা জানাইলে, তজ্জন্য অনুক্ষণ আর্ত্তির হুতাশন হৃদয়ে প্রদীপ্ত না রাখিলে সুকৃতিসঞ্চয়ই বা আমার কিরূপে হইবে ? আকস্মিকী সুকৃতির অপেক্ষা করিতে গিয়া জীবনতরণী দুষ্কৃতিতে ভাসাইয়া দিলে মঙ্গল-লাভ সুদূর-পরাহত হইবে।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যুক্তবৈরাগ্যের প্রতিপালক আর একটি নারদীয়পুরাণের সুন্দর শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চব্যতে পারমার্থতঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২লঃ ৪৯ শ্লোক)

তাৎপর্য্য— যে-পারিমাণ বিষয় স্বীকার করিলে স্বীয় ভক্তি নির্ব্বাহ হইতে পারে, অর্থজ্ঞ পুরুষ সেই পরিমাণ বিষয় স্বীকার করিবেন। ভক্তিনির্ব্বাহের যোগ্য না হইয়া অধিক বা ন্যূন বিষয় স্বীকার করিলে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়।

উক্ত শ্লোকের দুর্গমসঙ্গমনী-টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু 'স্বনির্ব্বাহ' শব্দের অর্থ— "স্ব স্ব ভক্তিনির্ব্বাহ"—এইরূপ করিয়াছেন। অতএব যথাযোগ্য ভোগ বা যুক্ত-বৈরাগ্য-শব্দের দোহাই দিয়া ভক্তিবাধক ভোগের যে প্রচ্ছন্ন পিপাসা মানব-হৃদয়ে দৃষ্ট হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে নিরস্ত হইয়াছে। ভক্তিনির্ব্বাহের যোগ্য বিষয়-স্বীকারের নামই যুক্তবৈরাগ্য, আর অধিক বা কম, অযুক্ত ভোগ বা অযুক্ত ত্যাগ—উভয়ই পরমার্থ হইতে পতন। অযুক্ত ভোগী অধিক ভোগের লালসায় প্রমত্ত, আর অযুক্ত ত্যাগী বিষয়ের ন্যূনতা স্বীকার করিয়া আত্মহত্যা (চেতনবৃত্তি বা সেবাবৃত্তির বিনাশ) করিতে প্রস্তুত। অতএব 'যথার্হ' শব্দের দ্বারা আধিক্য ও ন্যূনতারহিত সহিত যুক্ততাই প্রমাণিত হইয়াছে।

—❖—

অষ্টকাল-লীলা

স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের লীলা 'প্রকট' ও 'অপ্রকট' ভেদে দুই প্রকার। এই উভয় লীলা একই তত্ত্ব। যখন অধোক্ষজ শ্রীকষ্ণ নিজস্ব গোলোকধামে বিহার করেন, তখন সেই লীলা 'অপ্রকট-লীলা' নামে কথিত হয়। আর যখন শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় নিজ অপ্রাকৃতধাম ও স্বগণসহ এই জগতে প্রকটিত হইয়া প্রকট-বিহার করেন, তখন তাহা 'প্রকট-ব্রজলীলা'। তখন গোকুলে গোলোক অবতীর্ণ হন—প্রপঞ্চাতীত ধাম প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া অবিচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত স্বরূপ সংরক্ষণ করেন। কাজেই তাহা ঐতিহাসিক খণ্ড স্থান, কাল, পাত্র কিংবা রূপক অথবা আধ্যাত্মিক কোন কল্পনা, আরোপ বা অবাস্তব ভাব মাত্র নহে।

প্রকট-ব্রজলীলা নিত্য ও নৈমিত্তিক ভেদে দুইপ্রকার। কোন নিমিত্তকে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা প্রকাশ করেন, তাহাই নৈমিত্তিকলীলা—যথা পুতনাবধাদি ও দুরপ্রবাসাদি। আর লীলা-পুরুষোত্তম যে লীলা প্রত্যহ বা নিত্য প্রকাশ করেন, তাহাই নিত্যলীলা। ব্রজের অষ্টকালীয় লীলাই নিত্যলীলা। দিবারাত্র অর্থাৎ ২৪ ঘন্টাকে ৮ ভাগে ভাগ করিলে এক এক ভাগে তিন ঘন্টা অর্থাৎ ৭॥ দণ্ড বা এক প্রহর করিয়া পড়ে। এই অষ্টপ্রহর অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা কালই সম্ভোগময় বিগ্রহ অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপ্রাকৃত সেবিকা তাঁহার নিজস্ব অনুচরীগণের সহিত যেরূপভাবে সেবা করেন—তাঁহার সহিত মিলিত হন, তাহা অনর্থমুক্ত অর্থাৎ যাঁহাদের প্রাকৃত পুরুষ বা স্ত্রী-অভিমান বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহারা জগতের কামনা-বাসনা হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, যাঁহারা চেতন-রাজ্যের সেবা-সংকল্পে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, সেইরূপ জাতমধুরতিগণই অষ্টকাল অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবিকাগণের আনুগত্যে কীর্ত্তনমুখে স্মরণ করিয়া থাকেন। বিষয়ী জীব রুচির সহিত জড়বিষয়ের কথা শ্রবণ

ও কীর্ত্তন করিতে করিতে যেরূপ বিষয়ের অনুধ্যানেই অধিকতর সমাধিগ্রস্ত হয়, কামুক বা কামুকী যেরূপ রুচিবশে কামকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে সহজেই কামচিন্তায় ও কাম চরিতার্থ করিবার বিবিধ সংকল্পে ভরপুর হইয়া উঠে, তদ্রূপ যাঁহারা জড়বিষয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহাদের ভোগের বা জড়ত্যাগের যাবতীয় সংকল্প-বিকল্প বা মনোধর্ম্ম বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা জড়ভাবনাপথের পরপারে যে শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল কেবল সেবোন্মুখতাময় চিত্তবৃত্তি আছে, তাহাতে রুচির সহিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণের বিষয় সদ্ গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ ও অনুক্ষণ তদনুকীর্ত্তন করিতে করিতে অষ্টকালীয় লীলার স্মরণ করিতে পারেন।

অষ্টকাল-লীলা অষ্টকাল বা অষ্টযামে বিভক্ত হইয়াছে ঃ—

নিশান্তঃ প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ণো মধ্যাহ্নশ্চাপরাহ্ণকঃ।
সায়ং প্রদোষরাত্রিশ্চ কালাষ্টৌ চ যথাক্রমম্॥
মধ্যাহ্নৌ যামিনী চোভৌ যন্মুহূর্ত্তোমিতৌ স্মৃতৌ।
ত্রিমুহূর্ত্তমিতো জ্ঞেয়া নিশান্ত প্রমুখাঽপরে॥

অর্থাৎ (১) নিশান্ত (রাত্রের শেষ ছয় দণ্ড*), (২) প্রাতঃকাল (প্রাতে প্রথম ছয় দণ্ড), (৩) পূর্ব্বাহ্ণ (ছয় দণ্ড বেলা হইতে দ্বিপ্রহর দিবস পর্য্যন্ত), (৪) মধ্যাহ্ন (দ্বিপ্রহর দিবস হইতে সাড়ে তিনপ্রহর পর্য্যন্ত), (৫) অপরাহ্ণ (সাড়ে তিনপ্রহর দিবস হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত), (৬) সায়ং (সন্ধ্যার পর ছয় দণ্ড), (৭) প্রদোষ (ছয় দণ্ড রাত্রি হইতে মধ্যরাত্র পর্য্যন্ত) ও (৮) রাত্রি (মধ্যরাত্র হইতে সাড়ে তিনপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত)। রাত্রিলীলা ও মধ্যাহ্নলীলা ছয় ছয় মুহূর্ত্ত; অন্য সকল লীলাই তিন তিন মুহূর্ত্ত। দুই দণ্ডে এক মুহূর্ত্ত।

সাত্বত পঞ্চরাত্রের অন্যতম ‘সনৎকুমার-সংহিতা’ ও ‘পদ্মপুরাণ’ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত এই অষ্টকালীয় লীলার কথা অনর্থমুক্ত অধিকারিগণ শ্রীগুরুর আদেশ-ক্রমে শ্রীগুরুমুখে শ্রবণ করিতে পারেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু অষ্টকালীয় লীলাসম্বন্ধে যে কয়েকটি শ্লোক গ্রথিত

করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ত্রয়োবিংশতি সর্গবিশিষ্ট 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই অষ্টকালীয় লীলা অতীব দুরবগাহ। ইহা কামক্রোধাদির বশীভূত সাহিত্যিক কবি বা বিষয়ী ব্যক্তি দূরে থাকুক, অতীব নির্ম্মল-চরিত্র তপস্বী-জ্ঞানী প্রভৃতিরও অনধিগম্য।

— — — — — — — —

* ২৪ মিনিটে এক দণ্ড, ২॥ দণ্ডে ১ ঘণ্টা, ৭॥ দণ্ডে একপ্রহরে, ১ প্রহর ৩ ঘণ্টা।

শ্রীরাধা-প্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যগম্যা
যা সাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিতপরৈর্গাঢ়লৌল্যৈকলভ্যা।
সা স্যাৎ প্রাপ্তা যয়া তাং প্রথয়িতুমধুনা মানসীমস্য সেবাং
ভাব্যাং রাগাধ্বপান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্য নৌমি।
(১ম সর্গ, ৩য় শ্লোক)

তাৎপর্য্য—শ্রীরাধার প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্মের প্রেমসেবা—যাহা, ব্রহ্মা, শিব, অনন্ত-প্রমুখ মহাপুরুষগণের অজ্ঞেয়া, যাহা ব্রজের রাগাত্মিক ও তদনুগজনের গাঢ় লালসাদ্বারাই একমাত্র লভ্য, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের যে প্রাকৃত মানসী সেবা দ্বারা সেই প্রেমসেবা লাভ করা যায়, যে মানসী সেবা শ্রীগুরুর আনুগত্যে ভাবনার পথ অতিক্রান্ত শুদ্ধ-চেতনের ভুমিকায় কীর্ত্তনমুখে অকৃত্রিমভাবে স্মৃতিপথে উদিত হয়, রাগমার্গের পথিকগণের দ্বারা অনুক্ষণ পরিভাবিত সেই নিত্য কৃষ্ণচরিত্র অর্থাৎ প্রাত্যহিক লীলাকে এখন বিশেষভাবে কীর্ত্তন করিবার জন্য নমস্কার করিতেছি।

পাঠক! গোবিন্দলীলামৃতকারের এই উক্তি হইতে দেখিতে পাইলেন, এই অষ্টলীলায় লীলা কি দুরবগাহ বস্তু! অন্যাভিলাষয়ত, বিষয়বাসনায় সর্ব্বদা ক্লিষ্ট, কামক্রোধাদি দ্বারা আভিভূত, নানা জড়ীয় সংকল্প-বিকল্পের দ্বারা প্রতিহত ব্যক্তিগণের পক্ষে ত' দূরের কথা স্বয়ং

অনন্তদেব, শিব, এমন কি ব্রহ্মাপ্রমুখ মহাপুরুষগণের পক্ষেও এই লীলা দুরধিগম্য।

যাঁহারা রাগাত্মিকজনের অনুগ বলিয়া কৃত্রিম অভিমান প্রদর্শন পুর্ব্বক অন্তরে নানাপ্রকার ভোগ ও ত্যাগ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত, নানা অনর্থে অভিভূত, তাঁহাদের পক্ষে অষ্টকালীয় লীলা কৃত্রিমভাবে স্মরণ-মনন করিবার অভিনয় ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধের যে কতদূর ফল এবং জগজ্জঞ্জালের আদর্শ, তাহা আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন। যাঁহারা এইরূপ গুহ্যতম বস্তুকে—গুহ্যতম ভজনকথাকে যথাতথা যেভাবে সেভাবে ছড়াইবার বা অনুশীলনের নামে ভোগ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া। কোন দিনই তাঁহাদের কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ-লাভ হইবে না। মধুমক্ষিকা যেরূপ স্বচ্ছ কাচভাণ্ডস্থিত মধুর অব্যবহিত স্পর্শ ও আস্বাদন না পাইয়াও কঠিন ও স্বচ্ছ কাচভাণ্ডের উপরে বসিয়াই 'মধুর সংস্পর্শ পাইয়াছি' কল্পনা করে, কৃত্রিম লীলাস্মরণপথের পথিকগণও সেইরূপ আপনিই আপনাকে 'রসে ডগমগ' মনে করিয়া প্রকৃত কৃষ্ণলীলারস হইতে চিরতরে বঞ্চিত থাকে। তাহাদের মৌখিক 'তৃণাদপি সুনীচতা', 'রাধারাণীর (?) কৃপা যাচ্ঞা' প্রভৃতির অভিনয় কেবল সম্ভোগময়ী চিত্তবৃত্তি হইতে উত্থিত বিকার বিশেষ, তাহা প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাশাময়ী কপটতা, ভক্তিপথের চির-অর্গলস্বরূপ।

একশ্রেণীর প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় নৈশ লীলা হইতে অষ্টকালীয় লীলা-কীর্ত্তন-স্মরণ আরম্ভ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীরূপের বিচার অনুসরণ করিয়া নিশান্তলীলা হইতেই অষ্টকালীয়লীলার সেবা আরম্ভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলা-বিষয়ক শ্লোকাবলীর সংক্ষেপ করিয়া একটি শ্লোকে অষ্টকালের কোন্ কোন্ লীলা অনুস্মৃত হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে নিশান্ত বা কুঞ্জভঙ্গ-লীলা হইতে নিত্যলীলার সেবানুশীলন করিবার কথা আছে।

কুঞ্জাদেগোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশিত কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাৎ
প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরিত সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন্ গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বলসিত বিপিনে রাধয়াদ্ধা পরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোঽবতারঃ॥

যিনি নিশান্তে অর্থাৎ রাত্রি-শেষে প্রেয়সীগণের সহিত কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে অর্থাৎ নন্দগ্রামস্থ নিজগৃহে প্রবেশ করেন, যিনি প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে গোদোহন ও ভোজনাদি লীলা করেন, যিনি পূর্ব্বাহ্নে গোচারণ ও সখাগণের সহিত বিহার করেন, যিনি মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালে বনমধ্যে শ্রীরাধার সহিত বিলাস করেন এবং যিনি অপরাহ্ন-কালে গোষ্ঠে গমন ও প্রদোষে অর্থাৎ রজনীমুখে সুহৃদ্‌গণের সহিক ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

শ্রীগোবিন্দলীলামৃতের প্রথম সর্গে (১) নিশান্তলীলা, দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ সর্গ পর্য্যন্ত (২) প্রাতর্লীলা, পঞ্চম হইতে সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত (৩) পূর্ব্বাহ্নলীলা, অষ্টম হইতে অষ্টাদশ সর্গ পর্য্যন্ত (৪) মধ্যাহ্নলীলা, ঊনবিংশ সর্গে (৫) অপরাহ্নলীলা, বিশং সর্গে (৬) সায়ংলীলা, একবিংশ সর্গে (৭) প্রদোষলীলা এবং দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সর্গে (৮) রাত্রিলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

এই অষ্টকলীয় নিত্যলীলার প্রত্যেক লীলাতেই শ্রীরাধার অনুচরীগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনচেষ্টা ভজনবিজ্ঞগণ দর্শন করিতে পারেন। অষ্টকালীয় লীলায় সখীগণের কৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার সহিতই অধিকতর কার্য্য। শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইবার জন্যই তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা। তাঁহারা শ্রীরাধার সেবায়ই ব্যস্ত। শ্রীরাধার সহায়তা করিয়াই তাঁহারা সুখী। নিজেরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইব বা পৃথগ্‌ভাবে কৃষ্ণদর্শন করিব—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি শ্রীরাধিকার অনুগা গোপীগণের নাই। যখন তাঁহারা নিশান্তে শ্রীরাধা কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিতেছেন, তখনও তদ্দ্বারা শ্রীরাধারই

সুখোৎপাদনে চেষ্টান্বিতা। পাছে শ্রীরাধার সহিত গোপনে কৃষ্ণের মিলন-কথা গুরুজন জানিতে পারিয়া শ্রীরাধিকাকে প্রতিরাত্রে কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে বাধা প্রদান করে, সেইজন্যই তাঁহারা রাত্রি থাকিতে থাকিতেই শ্রীরাধাকে জাগাইয়া দেন।

প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন করেন, সখীগণও শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য শ্রীরাধাকে সজ্জিত করিয়া দেন এবং গোষ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া যাহা যাহা ভোজন করিবেন, সেই ভোজ্য দ্রব্য রন্ধনের জন্য শ্রীরাধা যশোমতীর অনুরোধে শ্রীরাধার সখীগণের দ্বারাই নন্দগৃহে আনীত হন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন সংঘটিত হইবে জানিয়াই সখীগণ দূতির কার্য্য ও নানাবিধ সহায়তা করিয়া থাকেন। শ্রীরাধার প্রতি দুর্ব্বাসার বরের ব্যাজে ও নানাছলে কুটিলস্বভাবা জটিলাকে ভুলাইয়া কুন্দলতার শ্রীরাধিকাকে নন্দগৃহে লইয়া আসা প্রভৃতি ব্যাপার ও ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের শ্রীরাধার পাককার্য্যে নানাপ্রকার সহায়তা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলনেরই বিবিধ চেষ্টা মাত্র।

এইরূপ অষ্টযামের অষ্টলীলা গম্ভীরচিত্তে অনুধাবন করিলে জানা যায়, যিনি শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবার সহায়তা করিবার জন্যই সখীগণের একমাত্র চেষ্টা। ইহাই ভক্তিরাজ্যের বিচার। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক, তাঁহার সর্ব্বতোমুখী সেবা করাই ভক্তির পথ।

শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাসমূহ কবিকল্পনা বা আরোপিত চিন্তাবিশেষ নহে। এই কথাটি আধ্যক্ষিক সাহিত্যিক সম্প্রদায় জড়-কামক্রোধে আচ্ছন্না হইয়া অনেক সময়ই বুঝিতে পারেন না। ঔপন্যাসিকের কল্পনা বা কবির স্বপ্নরাজ্যের চিন্তার মত তাঁহারা যেন অষ্টকালীয় লীলাকে মনে না করেন। এইজন্যই ভজনবিজ্ঞগণ এই লীলাকথায় যে, প্রাকৃত ব্যক্তিগণের প্রবেশাধিকার নাই, তাহা জানাইয়াছেন এবং কেশ-শেষাদির অনধিগম্যা এই অপ্রাকৃত লীলা যাহাতে প্রাকৃত চিন্তাচ্ছন্ন

ব্যক্তিগণের নিকট কোন প্রকারে প্রকাশিত না হয়, এরূপ শপথ প্রদান করিয়াছেন।

"আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা তথা।"

অষ্টকালীয় লীলা স্মরণানুশীলন একমাত্র রুচিভূমিকায় **জাতমধুররতি** ব্যক্তিগণের দ্বারা শুদ্ধনাম-সংকীর্ত্তন-মুখেই সাধিত হইতে পারে। নিরপরাধে যথেষ্ট নামশ্রবণ ও তদনুকীর্ত্তন করিতে করিতে অকৃত্রিমভাবে যে সহজ স্মরণ হয় অর্থাৎ শ্রীনামই যখন **নাম-নাম, নাম-রূপ, নাম-গুণ, নাম-পরিকর ও নাম-লীলা** প্রকাশ করিয়া আপনাকে সম্প্রকাশিত করেন, তখনই স্মরণ সম্ভব হয়। শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তন-সম্ভব নহে, আবার কীর্ত্তন ব্যতীতও স্মরণ সম্ভব নহে। শ্রবণই কীর্ত্তনরূপে প্রকাশিত, কীর্ত্তনই স্মরণরূপে প্রকটিত; আগে স্মরণ, পরে কীর্ত্তন বা শ্রবণ নহে । আগে শ্রবণ, তৎপরে কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনমুখেই স্মরণ। **'শ্রবণ' পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তনের অনুশীলন হয় না, কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়াও স্মরণের অনুশীলন হয় না।** যিনি শ্রবণ করেন, তিনি কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না, আবার যিনি কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সহজেই কীর্ত্তিত বিষয়ের স্মরণ হয়। আবার যে সকল ব্যক্তি প্রথমেই রূপ-গুণ-লীলার শ্রবণকেই 'শ্রবণ' মনে করেন, সেই সকল প্রাকৃতসাহজিক চিত্ত-বৃত্তি যুক্ত ব্যক্তিগণ কোন দিনই অপ্রাকৃত অষ্টকালীয় লীলাস্মরণে অধিকার লাভ করিতে পারেন না। ভজনবিজ্ঞ সদ্‌গুরু কখনও প্রথমেই মাটিয়াবুদ্ধিতে রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ করাইবার আদর্শ দর্শন করেন না। শ্রীনামশ্রবণ পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবে রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ বা কীর্ত্তন অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণানুশীলনের প্রণালী নহে। সদ্‌গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া অনুক্ষণ অপরাধশূন্য নামশ্রবণ ও নামকীর্ত্তন করিতে করিতে অকপট-রুচির সহিত কীর্ত্তিত বিষয়ের যে স্মরণ, তাহাই ক্রমে নাম-নাম শ্রবণ, নাম-রূপ শ্রবণ, নাম-গুণ শ্রবণ, নাম-পরিকর শ্রবণ, নাম-লীলা শ্রবণ; তাহা আবার নাম-নাম কীর্ত্তন, নাম-রূপ কীর্ত্তন, নাম-পরিকর কীর্ত্তন ও নাম-

লীলা কীর্ত্তন; তাহা হইতে কীর্ত্তনমুখে নাম-নাম স্মরণ, নাম-রূপ স্মরণ, নাম-গুণ স্মরণ, নাম-পরিকর স্মরণ ও নাম-লীলা স্মরণরূপে পরিস্ফুট হয়। অতএব আমরা যেন অষ্টকাল-লীলা-স্মরণের কৃত্রিম অনুকরণ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া প্রকৃত ভজন-পথ হইতে বিচ্যুত না হই। **নামসংকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া স্মরণের অভিনয় করিলে নামীর সঙ্গলাভ আমাদের দুর্ঘট হইবে।**

অষ্টকাল-লীলা সম্বন্ধে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু যে একাদশটি শ্লোক গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা অনুসরণ করিয়া শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু 'গোবিন্দলীলামৃত', শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'সংকল্প-কল্পদ্রুম' ও 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত শ্লোকে রচিত। বঙ্গভাষায় লিখিত 'একান্নপদ' ও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রচারিত বিবিধ পদ স্পষ্ট হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পূর্ব্ব মহাজনগণের বিভিন্নপদ যথাস্থানে সংগ্রহ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে অষ্টকালীয় লীলার সহিত সুগুম্ফিত করিয়া 'ভজন-রহস্য' নামক গ্রন্থ ও বঙ্গভাষায় তাহার পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল রূপপ্রভুর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

শ্লোক-কথিত (১) শ্রদ্ধা, (২) সাধুসঙ্গে অনর্থ-নিবৃত্তি, (৩) নিষ্ঠার সহিত ভজন-ক্রিয়া, (৪) রুচি, (৫) আসক্তি, (৬) ভাব, (৭) প্রেম-বিপ্রলম্ভ ও (৮) প্রেমভজন-সম্ভোগ এই আটটি ভজনক্রমকে যথাক্রমে অষ্টযামের অষ্টলীলা-কীর্ত্তনস্মরণানুশীলনের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন।

প্রথমযাম সাধনে অর্থাৎ নিশান্ত-লীলায় 'শিক্ষাষ্টকের' 'চেতোদর্পণমার্জ্জনং' প্রভৃতি প্রথম শ্লোক, দ্বিতীয়যাম সাধনে অর্থাৎ

প্রাতঃকালীন ভজনে শিক্ষাষ্টকের ‘নাম্নামকারি’ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্লোকে, তৃতীয় যামসাধনে অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্লকালীয় ভজনে ‘তৃণাদপি সুনীচেন’ প্রভৃতি তৃতীয় শ্লোক, চতুর্থযাম সাধনে অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালীয় ভজনে ‘ন ধনং ন জনং’ প্রভৃতি চতুর্থ শ্লোক, পঞ্চম যাম সাধনে অর্থাৎ অপরাহ্লকালীয় ভজনে ‘অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং’ প্রভৃতি পঞ্চম শ্লোক, ষষ্ঠযাম সাধনে অর্থাৎ সায়ংকালীয় ভজনে ‘নয়নং গলদশ্রুধারয়া’ প্রভৃতি ষষ্ঠ শ্লোক, সপ্তম যাম সাধনে অর্থাৎ প্রদোষকালীয় ভজনে ‘যুগায়িতং নিমেষেণ’ প্রভৃতি সপ্তম শ্লোক, অষ্টমযাম সাধনে অর্থাৎ রাত্রি-লীলায় ‘আশ্লিষ্য বা পাদরতাং’ প্রভৃতি শিক্ষাষ্টকের অষ্টম শ্লোকের ঐক্যতান প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের মধ্যে অষ্টকালীয় লীলাকে সুস্পষ্ট করিয়া চিদ্‌বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রদর্শন করায় শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ‘পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্’ এই গৌরবাণীরই অনুসরণ করিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখেই অষ্টকালীয় লীলার স্মরণানুশীলন সম্ভব, ইহা জানাইয়াছেন। শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, অকৃত্রিম নিষ্ঠা, স্বাভাবিকী রুচি, কৃষ্ণাসক্তি উদিত না হইলে মাটিয়া-বুদ্ধি লইয়া কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণ ও ভাবভক্তিতে অবস্থানের অভিনয় শ্রীরূপের শিক্ষায় সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। এজন্যই আমরা যদি প্রকৃত আত্মমঙ্গলের অভিলাষী হই, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর “শিক্ষাষ্টক” ও শ্রীরূপের “উপদেশামৃত” বা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর সার-সমবেত “সাধন পথ” শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট শ্রবণ ও অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। “গাছে না উঠিতেই এক কান্দি” — এই নীতির অনুসরণ করিয়া ভজনের অভিনয়ের নামে যেন ‘ফাজলামি’ করিয়া ভজন-পথ হইতে আমরা চির বঞ্চিত না হই।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের একটি উপদেশে জানা যায়, —

“সাধন-স্মরণ-লীলা, তাহাতে না কর হেলা।”

কৃষ্ণ-বিস্মৃত জীবের কৃষ্ণস্মরণ ব্যতীত মঙ্গলের আর উপায় নাই।

“অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ।
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিরাগ-যুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

কৃষ্ণস্মৃতি যখন বৈধ অনুশাসন পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক রুচি বা লৌল্য ও আসক্তি হইতে অকৃত্রিম স্থায়ী ভাবভক্তিতে প্রকাশিত হয় এবং যখন সেই ভাব ভক্তি কেবলা মধুর রতিকেই সর্ব্বতোভাবে বরণ করে, তখন যে কৃষ্ণস্মৃতি, তাহাই সর্ব্ববিধ কৃষ্ণস্মৃতির পরাকাষ্ঠা। অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ-পদ্ধতিতে জাতমধুররতি ভক্তগণেরই কীর্ত্তনমুখে স্মরণের ভজন প্রণালী বিরত হইয়াছে। ইহাই সর্ব্বোপাধি-বির্নির্ম্মুক্ত পরিনির্ম্মল চেতনের সর্ব্বোচ্চ সাধ্য।

অষ্টকালীয় লীলাস্মরণে আর একটি বিষয় বিশেষ জ্ঞাতব্য।

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্‌বাসং ব্রজে সদা॥
সেবা সাধক রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥
(ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ ২।১৫০-১৫১)

বাহ্য, অভ্যন্তর,—ইহার দুই ত’ সাধন।
‘বাহ্যে’ সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
‘মনে’ নিজ-সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।

রাত্রি-দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে, অন্তর্ম্মনা হৈঞা ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৫২-৫৩ ও ১৫৫)

অনেকে উপরি উক্ত বিষয়টি অবধারণ করিতে না পারিয়া মানসী সেবাকে মনোধর্ম্ম বা মনঃকল্পনার সহিত একাকার করিয়া ফেলেন। অপ্রাকৃত মানসী সেবা মনঃ কল্পনা বা মনোধর্ম্ম নহে। মনোধর্ম্মগত কৌতুহলও লৌল্যপদবাচ্য নহে, উহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র। মনোধর্ম্মে 'সর্ব্বোপাধিবির্নির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং' সাধিত হয় না। সেখানে সাধকাভিমানীই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কার্য্যতঃ হৃষীক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ঈশ অর্থাৎ অধিপতি সাজিয়া কল্পনা প্রভাবে লীলা-স্মরণের নামে কৃষ্ণভোগের চেষ্টা করিয়া থাকে। হরিভোগ—হরিসেবা নহে। মনোধর্ম্মও মানসীসেবা নহে। ইহা বিশেষভাবে উপদিষ্ট না হইলে মনঃকল্পনা বা ইন্দ্রিয়ভোগকেই দুষ্ট মন মানসীসেবা বলিয়া বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করে। অতএব সাধু সাবধান!!

—❖—

ধর্ম্ম কি জাতীয় অধঃপতনের হেতু ?

আধুনিক জগতের একশ্রেণীর ব্যক্তির প্রবল মত এই যে, "ধর্ম্মই জাতির অধঃপতনের মূল কারণ; বিশেষতঃ ভাবপ্রবণ বাংলার কোমল অঙ্গে যে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালী জাতিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দাসমনোভাব ও মেয়েলীভাবে বিভাবিত করিয়া দিয়াছে।"

আধুনিক যুক্তিবাদিগণের এই যুক্তি ও সিদ্ধান্ত আমরা অনেকেই একেবারে যেন উপেক্ষা করিতে পারিতেছি না। আমরা যাহাকে

ধর্ম্ম বলিয়া পরিকল্পনা করিয়াছি, তাহা যে নানাদিক দিয়া জাতির অধঃপতনের কারণ, ইহা বাস্তবিকই অস্বীকার করিতে পারা যায় না। রাষ্ট্রীয় জগতের ব্যাপক বিচার ছাড়িয়া দিলেও, আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক ইতিহাসের ঘটনায় যে-সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ লক্ষ্য করি, তাহাতেও যুক্তিবাদিগণের ঐ বিচার উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সত্য সত্যই ধর্ম্মোন্মত্ততা যখন মানুষকে পাইয়া বসে, তখন তাহাতে কত কিছুই না প্রহসন অভিনীত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের পাগলামীর আবরণে সমাজে কতই না দুর্নীতির তাণ্ডব চলিতেছে। ধর্ম্মের যাদু একবার যাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে, সে সামাজিক অপরিহার্য্য কর্ত্তব্যগুলিকেও বিপর্য্যস্ত করিয়া তাহার খেয়ালকেই একাধিপতি করিয়াছে।

অনেক সময় প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের মধ্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, হয়ত' কোন পিতার একমাত্র উচ্চশিক্ষিত সন্তান কোন নবাগতা অজ্ঞাত-কুলশীলা 'সাধুমা'র পাল্লায় পড়িয়া তাহার সাধারণ বিচার-বুদ্ধিগুলিকেও হারাইয়া ফেলিয়াছে; এমন কি, গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র সম্বল, বিশেষ লোভনীয় ও লাভবান্ উপজীবিকাকে বিনা বিচারে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছে—একজন অশিক্ষিতা, বিজাতীয়া, ভণ্ডের বাক্চাতুর্য্য ও ভাব-চাতুর্য্যের নিকট দাসখত লিখিয়া দিতেছে। আবার হয়ত' কোন কুলবধূ কোন অজ্ঞাতকুলশীল বা জ্ঞাতকুলশীল সাধুবেশি ব্যক্তির ভোজবিদ্যায় উন্মাদিনী হইয়া পরিসেবা—গৃহসেবায় উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন পরে হয়ত 'সাধুমা'টি পুত্রৈকসর্ব্বস্ব মাতা পিতার সাগরসেঁচা মাণিককে লইয়া উধাও হইয়া পড়িয়াছেন। কুলবধূ ধর্ম্মোন্মত্ততায় কূলে কালি দিয়া ভণ্ডের অনুসরণ করিয়াছে। 'সাধুমা' এর সাধুত্বের পরিচয়ের মধ্যে তিনি হয়ত' দুটা মনের কথা বলিয়া দিতে পারেন, অথবা না বলিতে পারিলেও ধর্ম্মোন্মত্ততার যাদু আমাদিগকে ঐরূপ একটি অন্ধবিশ্বাস করাইয়া দেয় কিম্বা ঐ 'সাধুমা' দুই চারিটী এমন ক্রিয়া-মুদ্রা দেখাইতে পারেন, এমন ভাবে লোকের মন রাখিয়া বাক্যবিন্যাস করিতে জানেন যে, সহজেই মানুষ তাঁহার ফাঁদে পড়িয়া

যায়। আর ঐ সাধুর সাধুত্বের পরিচয়ের মধ্যে হয়ত' দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি এক মুহূর্ত্তে সমস্ত গৃহকে গোলাপ বা চন্দনের গন্ধে আমোদিত করিয়া দিবার ভোজবিদ্যা জানেন, না হয় কোকিলনন্দিত কণ্ঠে স্বর, লয়, তানের ইন্দ্রজাল বুনিয়া, নানা ভাবকেলির প্রদর্শনী খুলিয়া গোকুল-নাগরের দ্বিতীয় জাল-সংস্করণ রূপে কুলকামিনী বা ইন্দ্রিয়-বিলাসিগণের মন হরণ করিতে পারেন অথবা কামিনীকাঞ্চননিস্পৃহ কোন যোগ-বিভূতি, না হয় ধ্যান-ধারণার কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য, সবিকল্প (?) ও নির্ব্বিকল্প (?) সিদ্ধির অভিনয় দেখাইতে জানেন!

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া একশ্রেণীর ব্যক্তি ধর্ম্মমাত্রেরই নামগন্ধের প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা যখনই কোন সামাজিক বা জাতীয় অবনতি বা অসুবিধা লক্ষ্য করিতেছেন, তখনই 'যত দোষ নন্দঘোষ' ন্যায়ানুসারে 'ঘর পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘদর্শনে আতঙ্কের ন্যায় সমস্ত দোষের বোঝা আত্মধর্ম্মের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছেন। ধর্ম্মের নাম লইয়া যখন লোকে ভণ্ডামি করিতেছে, তখন ধর্ম্মমাত্রই খারাপ,—এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া পরিতেছে! ধর্ম্মোন্মত্তের (Fanatic) আনুকরণিক আচার ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারা বাস্তব সত্য-ধর্ম্মের প্রতিও বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছেন। 'সাধুমা'র পাল্লায় পড়িয়া, ভণ্ড সাধুর ভোজবিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়-লোলুপ ব্যক্তি যেরূপ মাতা, পিতা, ভার্য্যা, দেশ ও জাতির প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেব কিংবা তাঁহার অনুগত ভক্ত-সম্প্রদায়ও সেই ধারার বিচার-যোগ্য আসামী, আমরা এইরূপ ও সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিতেছি।

শুনা যায়, বাংলারই কোন প্রতিথনামা ঐতিহাসিক তাঁহার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"Chaitanya was the cause of downfall of Orissa". সূর্য্যবংশের কপিলেন্দ্র ও তাঁহার পুত্র পুরুযোত্তম উড়িষ্যার বিশেষ পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের রাজ্যের সীমা গঙ্গার দক্ষিণতীর হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণার উত্তর তট পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। পুরুযোত্তম দক্ষিণে কাঞ্চি

পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য-সীমা আয়ত করিয়া বিজয়-নগরের রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষোত্তমদেব বিজয়নগর রাজ্য হইতেই 'সাক্ষীগোপাল' ও জগন্নাথের 'রত্নদেবী সিংহাসন' লইয়া আসিয়াছিলেন। পুরীতে এখন যে জগন্নাথ মন্দিরের ভোগমণ্ডপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পুরুষোত্তম দেবেরই নির্ম্মিত। তিনি জনক রাজার মত এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রাখিয়া দুধের বাটী ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষোত্তমের পুত্র রাজা প্রতাপরুদ্র পরিবার-পরিজন, আমত্য-ভৃত্য, রাজা-ঐশ্বর্য্য,—যথাসর্ব্বস্বের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের পাল্লায় পড়িয়া ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া পড়ায় বিজয়নগরের বিখ্যাত সম্রাট কৃষ্ণদেবার্য্য প্রতাপরুদ্রের রাজধানী পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করেন ও গোদাবরীর দক্ষিণস্থ যে সকল প্রদেশ প্রতাপরুদ্রের অধিকারে ছিল, তাহা বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া লন, অবশেষে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগর-রাজের হস্তে তাঁহার দুহিতাকে প্রদান করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

জড়বাদিগণের বিচারে এইরূপ ধর্ম্মোন্মত্ততা (?) কেবল ব্যক্তিগত অধঃপতন নয়, জাতীয় অধঃপতন বা অধীনতার হেতু। এজন্যই বোধ হয় রাশিয়া ধর্ম্মের নামগন্ধের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে! ধর্ম্মমন্দিরগুলিকে ধূলিসাৎ করিয়া সেখানে অক্ষক্রীড়ার উন্মুক্ত ময়দান প্রস্তুত করিতেছে, অথবা উহাদিগকে ক্লাব হাউস্, রেষ্টুরেন্ট প্রভৃতিতে পরিণত করিতেছে। পুরাতন জাতি যে সকল ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সংশোধন করিবার জন্য তাহারা নবীন জাতির ভিত্তিকে ধর্ম্মের নামগন্ধহীন করিয়া সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করিতেছে! বালক ও তরুণ-সমাজের নিকট যাহাতে কোন প্রকারে ধর্ম্মের সংস্পর্শ উপস্থিত না হয়, এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হইতে ধর্ম্মালোচনা চিরনির্ব্বাসিত করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। জার্ম্মেনীর 'নাজি'-আন্দোলনের একাধিপতি প্রেসিডেন্ট চ্যান্স্‌লার হিট্‌লার, ইটালীর মুসোলেনি প্রভৃতির আদর্শেও আজ ন্যূনাধিক একই জাতীয় ভাব ও পারিপার্শ্বিকতার বিস্তার

হইতেছে ; সকলেই জাতীয় অধঃপতনের জন্য ধর্ম্মকেই ন্যূনাধিক দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। খৃষ্টের দশ আজ্ঞা (Ten commandments) অথবা ক্রুশবদ্ধ হইয়াও ভগবানের নিকট প্রার্থনা—"Father forgive them, for they know not what do." (Gospel, St' Luke 23/24.) প্রভৃতি শিক্ষাগুলি রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির পরিপন্থী।

তাই আমরা 'অধঃপতন' ও 'ধর্ম্ম' বলিতে কি বুঝি আর তাহাদের প্রকৃত স্বরূপই বা কি, তাহার একটা খোলাখুলি আলোচনা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। জাগতিক প্রত্যেক বিভাগেই কিন্তু অনধিকারচর্চ্চারও একটা সীমা আছে। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চায় যেন সকলেই অধিকারী! ধর্ম্মকে আমরা অনেকেই ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি। হয়ত' আমাদেরই ঘরে দ্বারে খঞ্জনী বাজাইয়া কোন তিলক-ফোটা-ধারী 'কৃষ্ণ' (?) 'বিষ্ণু' (?) শব্দের সুবিন্যাসযুক্ত গীত মধুকণ্ঠে গান করিতে উপস্থিত হইলেন ; কিংবা হয়ত' কোন বক্তা তাঁহার বক্তৃতামাধুর্য্যে জনস্রোতকে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করাইলেন, অমনি আমরা তাঁহাদিগকে ধার্ম্মিক ও তাঁহাদের কার্য্যকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া 'রায়' দিলাম। আবার কিছুক্ষণ পরে যখন তাঁহাদের চরিত্রের নেপথ্যে অন্য কোনরূপ প্রত্যক্ষ দুর্নীতি, এমন কি, পশুনীতির অভিনয় দেখিলাম, তখনই আমরা ধর্ম্মের উপর খড়্গহস্ত হইয়া বলিলাম—'বৈষ্ণবধর্ম্মই যাবতীয় ব্যাভিচারের আশ্রয়-দাতা'! কিন্তু এখানে আমরা লক্ষ্য ও বিচার করিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, যাহাকে মুহূর্ত্তপূর্ব্বে 'ধর্ম্ম' মনে করিয়াছিলাম, তাহা ধর্ম্ম নয়, আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের সহিত খাপ খাইয়াছিল বলিয়া—আমার ইন্দ্রিয়ের খিদ্‌মদ্‌গারী করিয়াছিল বলিয়াই তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়াছি—আমার ইন্দ্রিয়তর্পণকে ধরিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই উহা ধর্ম্ম! আমরা এইরূপে সুর-তান-লয়-মান বা মনের খেয়াল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিগুলিকে যখন ধর্ম্মের আসনে অভিষিক্ত করি, তখন চেতনের স্বাভাবিক বৃত্তির বিকাশকে ধর্ম্মরূপে দেখিতে পাই না। যখন যখনই আমরা নিত্য বাস্তবধর্ম্মের বিদ্রোহী নই

তখনই এইরূপ অধর্ম্মের প্রেতপুরুষকে ধর্ম্মের মুখসে দেখিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি ও বিবর্ত্তকে ধর্ম্মের কোঠায় স্থাপন করি।

আমাদের অধঃপতনের স্বরূপের বিচারও আমরা জড়ের উন্নতি ও অবনতির নিক্তিতেই ওজন করিয়া থাকি। জড়ের প্রভূতা, জড়ের ভোগ, জড়ের বিলাসকে আদর্শ করিয়া আমাদের উন্নতি ও অবনতির মাত্রায় পরিমাণ করা হয়। সর্ব্বগ্রাসী জড়বাদ সমগ্র মানবজাতির, তথাকথিত সভ্যসমাজের, রাষ্ট্রের, জাতীয়তার শরীরে কতটা বিষাক্ত বীজাণু প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, তাহা নানা প্রত্যক্ষ উদাহরণেও যদি এখনও আমাদের উপলব্ধির বিষয় না হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, এই মানব-জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। সমাজ-শরীরের ভাবী পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ইতিহাস আমাদের হাতে যে রঞ্জন-রশ্মি দিয়াছে, তাহাতে এতদিন আমাদের সুপ্তচেতনার বোধনা হওয়া উচিত ছিল।

আমরা আজ স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেছি, কিন্তু আমাদের স্বাদেশিকতার আদর্শ বৈদেশিকতার অনুকরণে পরিকল্পিত। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদেশিক জাতি আমাদিগকে কাপড়-চোপড়ে বিদেশী করেন নাই—বিদেশী করিয়াছেন আমাদের অন্তরতম অন্তরকে। কাপড়-চোপড়ে স্বদেশী-বিদেশী সভ্য-ভব্য বা ধার্ম্মিক হওয়া অতি সহজ। ইতিহাস-পাঠকগণ জানেন, যখন প্রাচীন রোমান্‌গণ তাঁহাদের বিজিত বৃটেন পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত তল্‌পী তল্‌পা লইয়া স্বদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন, তখনও কিন্তু বৃটেনরা রোমান্‌দিগের প্রভাব ভুলিতে পারেন নাই।

আমরা কাপড়-চোপড়ে ভদ্রলোক হইবার কৃত্রিমতার ন্যায় যদি কেবল কাপড়-চোপড়ে স্বদেশী সাজিয়া অন্তরকে জড়বাদের বৈদেশিকতায় দীক্ষিত করি, তাহা হইলে আমরা কেবল সনাতন আত্মধর্ম্মের প্রতি বিদ্রোহী হইবার জন্যই কৃত্রিম স্বদেশী হইলাম।

জড়বাদ ভারতের নিজস্ব নহে—ভারতের কেন, বিশ্বের কোন

চেতন জীবেরই নিজস্ব নহে, তাহা আমাদের নিজস্ব চেতনের উপর বৈদেশিক আক্রমণ মাত্র। এই বৈদেশিক আক্রমণই আমাদের চেতনের অধঃপতনের কারণ। চেতনের অধঃপতন হইলে অর্থাৎ প্রাণ বিনষ্ট হইলে—মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলে সমস্তই অধঃপতিত হইল, বিনষ্ট হইল। এইরূপ বৈদেশিক আক্রমণে অভিভূত হইয়াই আমরা ঠিক উল্টা বুঝিয়া ফেলিয়াছি; মনে করিতেছি, চেতনের বিকাশ—চেতনের বোধ—আত্মার অনুশীলনদ্বারাই আমাদের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত অধঃপতন হইয়াছে। বস্তুতঃ কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, কি সমাজগত যাবতীয় অধঃপতন একমাত্র আত্মার অনুশীলনের অভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে, ইহা ঐতিহাসিক জীবন্ত নিত্য সত্য।

আপাত-দৃষ্টিতে অভিভূত হইয়া অনেকে বলেন, আত্মার অনুশীলন করিতে গেলেই যখন আমাদিগকে সমাজ বা জাতির উপর নিস্পৃহ বা উদাসীন হইতে হয়, বৈরাগ্যের তুফানের মধ্যে আমাদের জীবন-তরণীকে সঞ্চালিত করিতে হয়, তখন সেখানে কিরূপেই বা সামাজিক ও জাতীয় উন্নতি সম্ভব ? যখন কোন ধর্ম্মপ্রয়াসীর হৃদয়ে ধর্ম্মের নূতন জোয়ার উপস্থিত হয়, তখন সে নবীন উন্মাদনায় প্রথমেই বিবাহের প্রতি বিদ্রোহী হইয়া পড়ে; আবার যাঁহারা বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহারাও বিবাহ করাটা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য মনে করিয়া স্ত্রী-পুত্রের প্রতি বিরক্তি পোষণ ও প্রকাশ করেন। এই সময় নবীন যুবকগণের অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়িগণ যুক্তি প্রদান করিয়া বলেন—“বিবাহ না করিলে সৃষ্টি রক্ষা হইবে কিরূপে ? সৃষ্টি ভগবানের অভীপ্সিত, সৃষ্টিকার্য্যের সহায়ক না হইয়া তাহার প্রতি বিদ্রোহী হইলে তাহা দ্বারা ধর্ম্মাচরণ কিরূপে হইবে ?” এজন্য যাঁহারা ধর্ম্ম করিতে গিয়া স্ত্রী, পুত্র, মাতা, পিতার প্রতি উদাসীন হন, তাঁহাদিগের শুভানুধ্যায়িগণ ধর্ম্ম উপদেশ করিয়া বলিয়া থাকেন, “স্ত্রী-নারায়ণ (?), পুত্র-নারায়ণ (?) ও মাতাপিতা-নারায়ণের (?) সেবাই পরমধর্ম্ম। যাহারা তাহাতে উদাসী, তাহারা জাতির অধঃপতনের কারণ।”

শ্রীচৈতন্যদেব পত্নী, মাতা, দেশ ও জাতির প্রতি উদাসীন হইয়া ধর্ম্মের পাগ্‌লামী করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা দ্বারা জাতির অধঃপতন হইয়াছে বলিতেই হইবে।

আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি যুক্তি দেখাইয়া বলেন, যখন ধর্ম্ম করিতে গেলে জড়ের প্রতি উদাসীন হইতে হয়, তখন তাহাদের দ্বারা জাতীয় অভ্যুদয়ের উপাদান সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতিসাধন কি প্রকারে হইবে ? পর্ব্বতের গুহায় বসিয়া ধ্যান করিলে কি সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞানের নূতন নূতন সৃষ্টি আবিষ্কার হইবে ? বিলাস পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগী সাজিলে কি দেশের ধন-জন-সম্পদ্ কৃষিবাণিজ্য বর্দ্ধিত হইবে ? যেখানে "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ"—সেখানে ধর্ম্মের দ্বারা জাতীয় অধঃপতন অনিবার্য্য।

জগতে যে সকল শ্মশান-ধার্ম্মিক বা ফল্গুধার্ম্মিকের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে কল্পিত যুক্তিবাদিগণের ঐরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। বস্তুতঃ সৃষ্টিরক্ষার ভার মানবজাতি বা প্রাণিজাতিরই গ্রহণ করিতে হইবে, এইরূপ বিচার করিলে তাহাদের মধ্যেই আবার নানাপ্রকার বিপরীত তিক্ত অভিজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়া ও প্রতিযোগিবিচার উপস্থিত হইবে। সৃষ্টি রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিতে গিয়া আবার সৃষ্টি নিরোধ করিবার চেষ্টায় অনুপ্রাণিত হইতে হইবে; তখন থমাস্ ম্যাল্‌থাসের মতবাদ গ্রহণ করিয়া বলিতে হইবে যে, মানবের জন্ম-সংখ্যা Geometrical progression-এ ও তাহাদের খাদ্যের উৎপত্তির পরিমাণ Arithmetic progression-এ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; সুতরাং হয় positive checks যথা শিশুমৃত্যু, মহামারী, রোগ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, যুদ্ধ প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা, না হয় preventive checks অর্থাৎ অধিক বয়সে বিবাহ, স্বেচ্ছায় জন্মনিরোধ প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি-ক্রিয়াকে বাধা দিতে হইবে!

ম্যাল্‌থাসের মতবাদ কেহ কেহ প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে,

ঐ মত কেবল তাঁহার সমসাময়িক কালেই* (*খৃষ্টাব্দ ১৭৬০-১৮৩৪) (ম্যাল্‌থাসের সময়) খাটিত। প্রতিবাদকারিগণ বলেন,—ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতির ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষেই তাঁহার অনুমান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু গ্রেটবিটেন, জার্ম্মেনী, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ অব্ আমেরিকা প্রভৃতি সম্পৎশালী প্রদেশে যেখানে শিক্ষা ও সভ্যতার সমধিক বিস্তার, Factory Act প্রভৃতি আইন ও দেশ বিদেশ হইতে শস্যের আমদানী হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যে সময়ে কৃষি-বাণিজ্যের প্রভৃতি উন্নতি সাধিত হইয়াছে, সেই সময়ে ঐ মত খাটিতেই পারে না, কিন্তু Walker** (**Political Economy by Walkar.) প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেন যে, ম্যাল্‌থাসের মত সকল সময়ে ও সকল জাতির প্রতিই খাটিবে এবং উহাতে অনেক গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে।

যাহা হউক মানবজাতি ভগবানের স্বষ্টি রক্ষার (?) জন্য ভোগবুদ্ধি-লোলুপ হইয়া যতই পাটোয়ারী বৃদ্ধি প্রদর্শন করুন না, তাহাতে জাতীয় উন্নতির পরিবর্ত্তে অধঃপতনকেই অভ্যর্থনা করা হইবে। হরিসেবা-সম্বন্ধ-রহিত হইয়া যাঁহারা স্বষ্টি-রক্ষা বা স্বষ্টি-ধ্বংসের পক্ষপাতী, সেই উভয় শ্রেণীই সমাজ ও জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছেন। মানব জাতি অপেক্ষা পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি নিম্ন প্রাণি জাতির মধ্যে অধিক পরিমাণে সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই কেবল স্বষ্টি-প্রক্রিয়া বৃদ্ধি বা নিরোধের দ্বারা জাতীয় উন্নতি-সংরক্ষণের চেষ্টা অযৌক্তিক ও অবাস্তব। তথাকথিত শিক্ষিত, সভ্য, স্বাধীন-জাতিসমূহ স্বষ্টিপ্রক্রিয়ায় যতই উন্নত হউন না কেন, ম্যাল্‌থাসের পরিভাষায় 'Positive checks' যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি কি তাঁহাদের চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে না ? জন্মনিরোধ আইন বা কৃত্রিম চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র-নিরোধ-আইন প্রতিষ্ঠিত করিবারও কি প্রয়োজন হইতেছে না? সভ্যতা, শিক্ষা. স্বাধীনতা, জাতীয় উন্নতি প্রভৃতির নামে ইহা কি জাতির অন্তরতম অন্তরে ধ্বংসের রাজযক্ষ্মার বীজাণু সংক্রামিত করিয়া দিতেছে না ? সুধীগণ বিচার করিবেন।

শ্রীচৈতন্যদেব বা শ্রীচৈতন্যের শিক্ষায় শিক্ষিত কোন ব্যক্তি কখনও ঐরূপ জাতিধ্বংসকারক কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পরামর্শ দেন না। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেব যে বংশ বিস্তার করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের সেই সকল পুত্রস্থানীয় অচ্যুতগোত্রীয় ব্যক্তিগণ যে বংশবিস্তার ও গোত্রবিস্তার করিতে পারেন, সেরূপ বিস্তার-কার্য্য ধ্বংসোন্মুখ মানবজাতি করিতে পারিবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের বংশবিস্তারের বাণী এই—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥" "গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্"—"গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা সবাকার।" তাঁহার বংশের সন্তানগণ সব 'সোনার ছেলে'; তাঁহারা মরণশীল জাতির স্বষ্টিকারী নহেন, তাঁহারা অমর জাতির বিস্তারকারী, তাঁহাদের বংশ 'অচ্যুতবংশ'। কাজেই যাঁহারা হরিভজনকারিগণকে জাতিবিস্তারের পরিপন্থী মনে করিয়া অসংযমী ইন্দ্রিয়-লোলুপ বা কৃত্রিম সংযমী প্রচ্ছন্ন-ইন্দ্রিয়-লোলুপ সম্প্রদায়কে জাতির পৃষ্ঠপোষক মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত,—কেবল ভ্রান্ত নয়, তাঁহারাও ধ্বংসের পথের যাত্রী।

বিষ্ণুর সেবক-সম্প্রদায় সমাজের যে বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতি ও বাস্তব মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আর অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। দৈববর্ণাশ্রম-বিধি যাহা বিষ্ণুপাসনা-মূলে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সনাতন-ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ ব্যতীত এরূপ সুন্দরভাবে আর কোথায়ও নাই। যে সকল জাতির মধ্যে দৈববর্ণাশ্রম-বিধি প্রচলিত নাই বা যাঁহাদের মধ্যে অদৈববর্ণাশ্রমের প্রেত প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা ন্যূনাধিক ধ্বংসের পথে অভিসার-ব্রতকেই 'প্রগতি' বলিয়া বরণ করিয়াছেন, ইহা নিছক সত্য। দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম যোগ্যতামূলক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও তাহা পরাৎপর তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত, তাই সেরূপ সমাজই জাতীয় উন্নতি বা প্রগতির বৈজ্ঞানিক সোপান।

যাঁহারা বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব কোন দেশ বা জাতির উন্নতির

বিঘ্নকারী ও অধঃপতনের কারণ, তাঁহারা ন্যূনাধিক অধঃপতনের প্রপাতের মধ্য পতিত হইয়াই ঐরূপ উক্তি করিতেছেন, ইহা হাতে কলমে দেখান যাইতে পারে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া দবীর খাস ও সাকর মল্লিক যে তদানীন্তন গৌড়ের বাদশাহ্ হুসেন সাহের প্রধান মন্ত্রিত্ব, কিংবা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, অপ্সরাসম ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভু বিবাহ করিতে বিরত হইয়াছিলেন, কিংবা মহারাজ প্রতাপরুদ্র যুদ্ধবিগ্রহাদির প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা জাতীয় অধঃপতন না হইয়া কতটা প্রকৃত জাতীয় উন্নতি ও সুসভ্যতার আনুষঙ্গিক পরিপুষ্টি হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান যুগ ও ভাবী যুগের মনীষিগণের ভাবিবার বিষয় হইয়াছে ও হইবে। লোকে বড় রাজকার্য্য প্রভৃতি পাইবার জন্য অবৈধ দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ দেশ ও জাতিকে তথাকথিত সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠাশুল্কে কারাবরণ প্রভৃতিও করিয়া থাকেন; কিন্তু সনাতন, সমগ্র মানবজাতির বা জীবজগতের স্বাধীনতার প্রকৃত পথ প্রদর্শনের জন্য কারাবরণ করিয়াছিলেন ও গৌড়ের বাদশাহের প্রধানমন্ত্রিত্ব-পদ পরিত্যাগের জন্য সাত হাজার মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়াছিলেন। সনাতনের ব্যবহার হুসেন সাহকেও চমৎকৃত করিয়াছিল।

সম্পদ্, জাগতিক স্বাধীনতা, বিলাস, ভোগ-সংখ্যাবিস্তার প্রভৃতি ব্যাপারে আধুনিক বিভিন্ন পাশ্চাত্য-জাতি আমাদের আদর্শস্থানীয়; কিন্তু তাঁহাদের ঐরূপ জাতীয় অভ্যুদয় ও স্বাধীনতার পরিণাম কি, তাহা কি আমরা প্রত্যক্ষ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও শিক্ষা করিব না? যে জার্ম্মাণ-জাতি বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে, সম্পদে, জাতীয়তায়, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে, শিক্ষা ও সভ্যতায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন ও হইয়াছেন, সেই দেশ ও সেই জাতির অভ্যুদয়ের পরিণাম কি হইয়াছে, তাহা কি বিগত মহাযুদ্ধ ও তাহার পরবর্ত্তী একযুগের ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে না? সেদিন কোন রাজনীতিবিশারদব্যক্তি সে দেশের

রক্তনদী-প্রবাহের নিদর্শন-সমূহ লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ঐরূপ দেশ সভ্যশ্রেণীর মধ্যে গণিত হইবে কি? যদিও সে দেশের নায়ক জাতিকে আশার আলেয়া দেখাইতেছেন, তথাপি সেই আলেয়ার অনুসরণ করিয়া জাতি কতটা লাভবান্ হইবেন, তাহাও ইতিহাস প্রমাণ করিয়া দিবে; কিন্তু অনাদিবহির্ম্মুখ নিখিলমানবজাতির উপর অঘটনঘটনপটীয়সীমায়া আবার তাহার যাদুর যবনিকা টানিয়া দিবে। তথাকথিত জাতীয় অভ্যুদয় ও সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে হয় চরমে যুদ্ধবিগ্রহের জন্য কোমর বাঁধিতে হয়, না হয় অস্ত্রনিরোধ আইনের কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয়। একটি মানবের প্রাণ কত মূল্যবান্— একটি মানবকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কত শত শত ইতরপ্রাণীর প্রাণ নিত্য বিনষ্ট হইতেছে, কিন্তু ঐরূপ সহস্র সহস্র মানবকে একসঙ্গে একমুহূর্ত্তে কিরূপে বিনাশ করা যায়, তাহার কলা-কৌশল বা উপায়-উদ্ভাবন যে সভ্যতা, যে বিজ্ঞান যে রাজনীতি, সমাজনীতি বা অর্থনীতি শিক্ষা দিয়া থাকে, তাহার চরম ফল ধ্বংস ব্যতীত আর কি ? বাস্তব অকৃত্রিম অহিংস্যনীতির শিক্ষাদাতা শ্রীচৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্র ঐরূপ জগদ্ধ্বংসকারক রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, সমস্ত রাজনীতিকে শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্ম সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রকৃত উন্নতিই করিয়াছেন। বস্তুতঃ আজ শ্রীচৈতন্যের প্রভাবেই উড়িষ্যার প্রকৃত উন্নতি হইয়াছে। এখনও লোকে উড়িষ্যার কথা শুনিলেই শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন। উড়িষ্যার প্রকৃত সভ্যতা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়াই অধিকতর উন্নত হইয়াছিল। ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিলে উড়িষ্যা বা জগতের কোন দেশ বা জাতির কোন মূল্য নাই। লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরের মন্দির, অনন্তবাসুদেবের মন্দির, পুরীর শ্রীজগন্নাথ মন্দির প্রভৃতি শিল্পকলা-চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য সুদক্ষ স্থপতিবিদ্ গণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন। উৎকল কবি গোবিন্দদেব প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের

শোভা বৰ্দ্ধন করিয়াছেন। এমন কি, যে অতিবাড়ী জগন্নাথদাস কবিত্ব-প্রতিভায় উৎকলবাসীর চিত্ত-রঞ্জন করিয়াছেন, তিনিও যে কোন ভাবে হউক শ্রীচৈতন্যদেব ও তদনুগত সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে ঐ উন্মাদনা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিকগণ ও স্বীকার করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তসম্প্রদায়ের প্রভাব উৎকলের নৈতিক উন্নতিকে কতটা বিশুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও সুধীগণ বুঝিতে পারেন। সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বা জাতীয়তার বিচার পারমার্থিকতায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সাড়ে তিনজন অন্তরঙ্গ ভক্ত অর্থাৎ রাধিকার গণের মধ্যে আড়াই জনই উৎকলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রায় রামানন্দ, শিখি-মাহিতি ও তাঁহার ভগ্নী মাধবীদেবী—ইহারাই সেই আড়াই জন। বঙ্গদেশীয় শ্রীল পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্যও নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অবস্থান করিয়া তাঁহার অন্যতম অন্তরঙ্গ দ্বিতীয়-স্বরূপ দামোদর স্বরূপ-নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায়ই পরমার্থ-রাজ্যের চরম কথা উৎকল হইতে প্রচারিত হইয়াছে। যে চরমকথার সন্ধান এখনও বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ও উন্নত জাতিগণ শুনিবার সুযোগও পান নাই, সেই পরম চরম ধনের খনি শ্রীচৈতন্যদেবই পুরুষোত্তম হইতে সমগ্র পৃথিবীতে স্বয়ং ও ভক্তগণের দ্বারা আবিষ্কার করাইয়াছেন ও করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব উৎকলকে পরম-মঙ্গল-বাণীর পীঠ করিয়াছিলেন বলিয়া কি তিনি জাতীয় অধঃপতনের কারণ হইয়াছেন ? তাহা হইলে জাতির ধ্বংসই কি জাতির উন্নতি ? মনে করুন, যদি প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় না করিতেন, যদি শ্রীচৈতন্যদেব উৎকলে না আসিতেন বা মানবজাতির চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাঁহার অবতার না হৈত, তাহা হইলেও তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বের ও পরের ইতিহাস প্রমাণ করিয়া দিত যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিগণের, অধিক কি, যে বিজয়নগররাজ প্রতাপরুদ্রকে পরাভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারও সোনার লঙ্কা কিছুতেই অক্ষত থাকিত না। কৃষ্ণদেবার্য্যের অধস্তন

অচ্যুতার্য্য, রামরাজ প্রভৃতির সময় বিজয়নগরকে অধীনতার রাহু গ্রাস করিয়া বসিল। টালিকোটের যুদ্ধে মুসলমানগণ হিন্দুগণকে পরাভূত করিয়া রামরাজকে নিহত ও বিজয়নগরকে বিনষ্ট করিল, বিজয়নগরের মর্ম্মর-সৌধরাজি ও প্রাসাদ ধূলিসাৎ হইল—হিন্দু-সাম্রাজ্য বা জাতির উন্নতির (?) উদয়গিরিই আবার অস্তাচলে পরিণত হইল—জাগতিক অভ্যুদয়ের গৌরবরবির পরমায়ু কতক্ষণ ?

যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া অম্বরীষ, পৃথু প্রভৃতির ন্যায় সার্ব্বভৌম সম্রাট্ উদিত হইয়াছেন, যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া দাক্ষিণাত্যের শ্রীমন্দির-গাত্রে শিল্পকলার চাতুর্য্য এখনও মূর্ত্তিমান রহিয়াছে, যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া বেদ, শ্রুতি, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেবের পাদপদ্মকে কেন্দ্র করিয়া যে গৌড়ীয়-সাহিত্যরত্নাকরের আবিষ্কার হইয়াছে, যে পরমার্থকেই কেন্দ্র করিয়া নানাপ্রকার রাগরাগিণী বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই পরমার্থই জাতীয় অধঃপতনের কারণ, এই সিদ্ধান্ত অধঃপতিতগণের মুখেই শোভা পায়। তবে একথা ঠিক যে, ঐ সকল বস্তু জীবজগতের ভোগের ইন্ধনরূপে পর্য্যবসিত হইলেই তাহা জাতীয় ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে। হউক না কেন, শত শত বিলাসদ্রব্য, শত শত সুগন্ধি প্রসাধন সামগ্রীর সৃষ্টি, ভগবদ্ভক্তগণ ঐ সকলকে ফল্গুত্যাগীর ন্যায় অদৃশ্য অস্পৃশ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন না, উহাদের যোগ্যতানুসারে উহাদিগকে তাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা গোবিন্দলীলামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব-সাহিত্য পাঠের অধিকারী কিংবা যাঁহারা শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বৈধ সেবানুশীলনের বিধিসমূহ অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবার জন্য ভক্তগণ কত প্রকার বিলাস-দ্রব্য, প্রসাধন-সামগ্রী, মূল্যবান্ বস্ত্র, বিভিন্ন প্রকার পুষ্প, মালিকা প্রভৃতি সংগ্রহ ও চয়ন করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সভ্যতা, শিক্ষা য়া তথাকথিত প্রগতি বা উন্নতি ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবকে ভোক্তা সাজাইয়া জাতিকে ধ্বংসের অভিযানের সৈন্য করিয়াছে—কামের ইন্ধন যোগাইয়া—লোভের ঢোপ খাওয়াইয়া জাতিকে ইন্দ্রিয়মেধযজ্ঞে আহুতি দিতেছে। এই নরমেধ-যজ্ঞই কি সভ্যতা ও প্রগতির তন্ত্রমন্ত্র-উপাসনা ?

কৃত্রিম ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের বিচারের সহিত অকৈতব পারমার্থিক-সম্প্রদায়ের বিচারকে একাকার করায় ও ঐসকল ধর্ম্মধ্বজিগণের ধর্ম্মের ধারণায় আমাদের মস্তক ভরপুর রাখায় আমরা প্রকৃত সত্যনিরূপণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। পারমার্থিকগণ কৃত্রিম-ধার্ম্মিক-সম্প্রদায়ের ন্যায় জগৎ বা প্রাণিজাতিবিদ্বেষী নহেন আবার তাহাদের বহির্ম্মুখতায় অনুরাগীও নহেন। যে ডিনামাইট মানব জাতির ভোগের পথ পরিষ্কার করিবার পরিবর্ত্তে হরিসেবার বিঘ্নরূপ পাহাড় পর্ব্বতগুলিকে সরাইয়া দেয়—হরিকথা কীর্ত্তনে সুবিধা করিয়া দেয়, যে এয়ারোপ্লেন ভোগযুদ্ধের সহায়ক হইয়া জাতির প্রাণ সংহার করিবার পরিবর্ত্তে হরিকথা-প্রচারের সুযোগ করিয়া দেয়, সেরূপ বিজ্ঞানের অবদানগুলির প্রতি পারমার্থিকগণ বিদ্বেষী হন না। চরমে জাতিধ্বংসকারিণী স্বৈরিণী প্রগতির মুখ ফিরাইয়া উহাকে হরি সেবার আনুকূল্যকারিণী ও আনুষঙ্গিকভাবে সমগ্র প্রাণিজাতির কল্যাণদায়িনী করিতে একমাত্র আত্মধর্ম্মই সমর্থ। আমরা প্রবন্ধান্তরে ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ দ্বারা হাতে কলমে দেখাইব যে, জগতে প্রকৃত আত্মধর্ম্মের কল্যাণেই অতি আনুষঙ্গিকভাবে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে; ভোগ বা ত্যাগের বাড়বানল কেবল জাতীয় অধঃপতন নহে, জাতিধ্বংসের কর্ণধার।

—❖—

গৃহী ও ত্যাগী

যাঁহারা হরিসেবার মূল উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠ নহেন, তাঁহারাই ‘গৃহী’ ও ‘ত্যাগী’ এই দুইপ্রকার উপাধিযুক্ত অবস্থার বাদানুবাদে সময় নষ্ট করিয়া থাকেন। হরিসেবা হইতে ভ্রষ্ট হইলেই ‘গৃহী বড়, না ত্যাগী বড়’—এইরূপ ঔপাধিক বিতর্ক মানবের হৃদয় অধিকার করে। যিনি যে দলের লোক, যিনি যে উপাধিতে আচ্ছন্ন, তিনি সেই দল ও সেই উপাধিকেই ‘শ্রেষ্ঠ’ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন এবং ঐরূপ ঔপাধিক গোঁড়ামি হইতে নানা প্রকার মনোমালিন্য, বিচ্ছেদ, হিংসা-দ্বেষ ও ক্রমে অনেক কিছু বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

অন্যাভিলাষি-কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-ব্রতি-তপস্বী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে ঐরূপ বিবাদ স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ইতিহাসে নানাপ্রকার গল্পও শুনিতে পাওয়া যায়। কোন কোন নির্ব্বিশেষবাদী ধর্ম্ম প্রচারকের গৃহী ও ত্যাগী শিষ্যের মধ্যে এইরূপ ‘গৃহী বড় না ত্যাগী বড়’ বিবাদ অবলম্বন করিয়া রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এমন কতকগুলি সত্য ঘটনা এসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আছে, যাহা হয়ত কাগজে কলমে প্রকাশিত হইলে আধুনিক কালেও ঐসকলকে কেহ কেহ মানহানিকর সংবাদ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। এজন্য আমরা ব্যক্তিগত নামোল্লেখে বিরত থাকিলাম।

ফল্গুত্যাগি-সম্প্রদায় ও ভোগি-গৃহি-সম্প্রদায় ত্যাগী ও গৃহীর যে চিত্র তাঁহাদের ধারণার ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা হইতে হরিভজন-পরায়ণ গৃহস্থ ও নিষ্কিঞ্চন হরিসেবক সন্ন্যাসীর স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শোনা যায়, বহির্ম্মুখ গণগড্ডলিকা পূজিত কোন এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, “যেমন রশুনের বাটী শতবার ধুইলেও উহার গন্ধ দূর হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তি একবার সমাবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীর সহিত বৈধভাবেও বাস করিয়াছেন, তিনিও যতই সাধু হউন না কেন, তাঁহার সেই সমাবর্ত্তনের দুর্গন্ধটি কোন দিনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না।

সেই উপদেশক আরও বলিয়াছেন, সন্ন্যাসী অর্থাৎ যিনি কোন দিন সমাবর্ত্তন করেন নাই তিনি, যেন নৈকষ্য কুলীনের ন্যায় অপতিত ও নিষ্কলঙ্ক। যেমন খই ভাজিবার সময় যে-সকল খই খোলা হইতে বাহিরে ছিটকাইয়া পড়ে, সেগুলি নিষ্কলঙ্ক। যেমন খই ভাজিবার সময় যে-সকল খই খোলা হইতে বাহিরে ছিটকাইয়া পড়ে, সেগুলি নিষ্কলঙ্ক হয়, আর যেগুলি খোলায় থাকিয়া যায়, সেগুলিতে একটু একটু দাগ ধরিয়াই থাকে, সেইরূপ গৃহী যতই সচ্চরিত্র ও ভক্তিপরায়ণ হউন না কেন, তাহাতে একটু না একটু সংসার-তাপের 'লাল্‌চে' দাগ লাগিবেই, কিন্তু সন্ন্যাসীতে কোন দাগ নাই।"

কেহ কেহ সর্ব্বতোমুখী (?) অসাম্প্রদায়িকতার (?) দোহাই-দেওয়া প্রচারের মধ্যে ঐ সকল উক্তিকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বলিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যাঁহারা আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না, দেহ ও মনই ভগবদ্ভজনের (?) যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহাদের মধ্যেই এইরূপ ঔপাধিক বিচার স্থান পায়। বস্তুতঃ আত্মা ঐরূপ ভোগী গৃহীও নহেন বা ভোগপ্রতিযোগী ত্যাগীও নহেন। কৃষ্ণানুশীলনকারী আত্মা গৃহী ও ত্যাগীর যে কোন পোষাকেই থাকিতে পারেন। আত্মার বিকাশের তারতম্য লইয়াই অধিকারের বিচার শাস্ত্রকারগণ নির্ণয় করিয়াছেন। পোষাকের তারতম্য লইয়া স্বরূপের ছোট বড় নির্ণীত হয় না। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন, গৃহী ও ত্যাগীর কোন পোষাকই কৃষ্ণভজনকারীর স্বরূপ নহে।

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥

ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতার চিন্তাস্রোত যেন পরমার্থ-মন্দিরের দ্বারের সম্মুখীন হইতে না পারে, তদ্বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকিতে হইবে।

কনক- কামিনী ও প্রতিষ্ঠা-কামনা হইতে অসৎসম্প্রদায়ে যে গৃহী ও ত্যাগীর দল স্বষ্ট হয়, সেরূপ দলাদলি যে পারমার্থিক মন্দিরের ত্রিসীমায় উপস্থিত না হয়। তথাকথিত গৃহী মনে করেন,— "আমি নিজ বাহুবলে অর্থের প্রভু, কামিনীর প্রভু ও প্রতিষ্ঠার প্রভু হইয়াছি। সন্ন্যাসী আমার দ্বারের ভিখারী—আমার মুখাপেক্ষী, আমি তাহার বা তাহাদের পালক বা ভরণ-পোষণকারী! আমি বা আমাদের সমধর্ম্মিগণ পৃথিবীতে না থাকিলে সন্ন্যাসীর জীবিকা নির্ব্বাহই হইত না! আমি বা আমরাই তাহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছি! আমাদের অর্থে মানুষ হইয়া তাহারা আমাদের অপেক্ষাও অধিক প্রতিষ্ঠা পাইবে, ইহা আমরা সহ্য করিতে পারিব না! আমাদের নুন খাইয়া তাহারা আমাদেরই গুণ গাহিবার পরিবর্ত্তে আমাদিগকে 'স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত গৃহব্রত' বলিবে, ইহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না।!"

যখন প্রকৃতিদ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হই এবং আমাদিগকে প্রকৃতির প্রভু অভিমান করি, তখন সেইরূপ একদল ব্যক্তি সম-জাতীয় বহির্ম্মুখ সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া এক একটি পৃথক্ গণ্ডি স্বষ্টি করিয়া ফেলি; তখনই অবস্থানুসারে হয় গৃহীর দল না হয় ত্যাগীর দলের অন্তর্ভুক্ত হই ও একদলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আর এক দলকে নিন্দা করি।

ঐরূপ অন্যাভিলাষের দ্বারা অভিভূত তথাকথিত ত্যাগীও তখন গৃহীর দলের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া মনে করেন, "আমরা স্ত্রী-পুত্র-সংসার ত্যাগ করিয়াছি, আর গৃহিগণ সংসার-নরকে লুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। আমরা মধুমক্ষিকা, আর গৃহিগণ বিষ্ঠার কৃমি। আমরা তাহাদের মঙ্গলকামী উপদেষ্টা, সুতরাং আমাদের সম্মান সর্ব্বতোভাবে অধিক।" যখন এইরূপ পৃথক্ দুইটি দল স্বষ্টি হইয়া পড়ে, তখন উভয়েই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিজ নিজ দলকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সমর্থন করিবার চেষ্টা করেন। গৃহীর দল বলেন, আমরা অন্যান্য তিন আশ্রমকে পালন করি বলিয়া আমরাই শ্রেষ্ঠ, ত্যাগীর দল বলেন সন্ন্যাস-আশ্রমকে ভগবান্

নিজে মস্তকের সহিত তুলনা করিয়াছেন, সুতরাং তাহাই সর্ব্বশীর্ষ আশ্রম।

এখানে আবার আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া এই দুই দলের বিবাদকে আরও অধিকতর জটিল করিয়া দেন। তাঁহারা বলেন, "আজকালকার গৃহীও যেমন, ত্যাগীও তেমন। গৃহী বরং ভাল, ত্যাগী গৃহী অপেক্ষা অধিকতর গুপ্ত পাপী। গৃহী—স্পষ্টভোগী, আর ত্যাগী—প্রচ্ছন্ন ভোগী। গৃহী বরং বৈধ স্ত্রী গ্রহণ করিয়া পূণ্য কার্য্য করেন, ত্যাগী গোপনে ব্যভিচার করিয়া পশু অপেক্ষা অত্যন্ত হীন ও কপটতাপূর্ণ পাপ করিয়া থাকেন। এইরূপ যুক্তি দিয়া একশ্রণীর ব্যক্তি গৃহী ও ত্যাগীর দলেন মুখরতাকে স্তব্ধ করাইবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্য বিদ্বেষ লুক্কায়িত অগ্নির ন্যায় অন্তরে অন্তরে বৃদ্ধি পাইতেই থাকে।

অকৈতব পরমার্থ-শিক্ষার আচার্য্য এই সকল ঔপাধিক বিবাদ-বিতর্ক ও যুক্তির কোনটিরই অনুমোদন করেন না। যে মহাজন, শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বতোমুখিনী সুশিক্ষার প্রচারক, তিনি বলেন,—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌর ভগবান্॥

গৌরাশ্রিত গৃহস্থভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তগণের বিচার অনুশীলন করিলেই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। গৃহস্থগণের উহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। প্রতিষ্ঠাকামনা বা নিজমঙ্গলের প্রতি বিমুখতা থাকিলেই অসন্তোষের ধূমায়িতবহ্নি হৃদয়কে দগ্ধ করে। গৃহব্রতগণের মঙ্গল সাধন কিছু ঐকান্তিক ভক্তগণের অকর্ত্তব্য নহে। **কৃষ্ণসেবা ও গৃহপতিত্ব—এই দুইটি বৃত্তি বিপরীত দিকে অবস্থিত। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সহিত শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্কানুসরণকারী মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের পার্থক্য এই যে, তাঁহারা গৃহব্রতগণকে তাহাদের গৃহাসক্তিতে উৎসাহিত করেন না।** যে-সকল ত্যাগী নামধারী

ব্যক্তি গৃহব্রতগণকে গৃহাসক্তিতে উৎসাহিত করিতে পারেন, সেই সকল ছদ্মবেশী ত্যাগীর সাধুত্বের কোন প্রতিবাদ হয় না! বরং ঐরূপ ত্যাগীকে অন্নবস্ত্রের দ্বারা বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে গৃহব্রতগণ গৃহাসক্তিতে অধিকতর মশগুল্ থাকিতে পারেন। 'গৃহাসক্তি' বলিতে মহারাজগণ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসেবকের সেবায় বঞ্চিতাবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

অনেকে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিম্নলিখিত কয়েকটি বাণীর তাৎপর্য্য ধরিতে পারেন না। আমরা আচার্য্যের পাদপদ্ম হইতে যতটুকু শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছি, তদ্দ্বারা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের একান্ত সত্যবাণীর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব। আচার্য্যের পাদপদ্ম আমাদের অনবধানজনিত ভ্রম সংশোধিত করিবেন, এই আশায়ই আমরা এই সকল কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন,—

১। "কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থবৈষ্ণব হওয়াই উচিত। পতনের আশঙ্কা নাই। ভক্তির সমৃদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে। গৃহস্থ বৈষ্ণবের মধ্যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ গুরু আছেন।

২। গৃহস্থভক্তগণের মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হন। জগতে তাঁহাদের সংখ্যা স্বল্প এবং তাঁহাদের সঙ্গ বিরল।

৩। জৈবধর্ম্মের সপ্তদশ অধ্যায়ে ব্রজনাথ বৃদ্ধবাবাজী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'বৈষ্ণবজন' বলিলে কি 'গৃহত্যাগী' বৈষ্ণবকে বুঝিতে হইবে ? বাবাজী মহাশয় সিদ্ধান্ত বা উত্তরে বলিতেছেন,—শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই বৈষ্ণব, গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা চণ্ডালই হউন, ধনীমানীই হউন বা দরিদ্রই হউন, তাঁহার যে পরিমাণে কৃষ্ণভক্তি আছে, সেই পরিমাণে তিনি কৃষ্ণভক্ত।

৪। বৃদ্ধ বাবাজী মহাশয় পুনরায় জৈবধর্ম্মের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—যে পর্য্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার না হয়, সে পর্য্যন্ত মানবগণ গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবে। মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের আদর্শ এবং শেষ চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহত্যাগী-বৈষ্ণবের আদর্শ। এরূপ মনে করিও না যে, গৃহস্থাশ্রম-অবস্থায় কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ হইতে পারে না—মহাপ্রভুর অধিকাংশ কৃপাপাত্রই গৃহস্থ, সেই গৃহস্থদিগের চরণধুলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঐ সকল বাণী শ্রবণ করিয়া অনেকে গৃহব্রত ধর্ম্মের পাকা খাতায় চিরদাসখত লিখাইবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকেন। যখন ভোগের মধ্যে থাকিয়াও সিদ্ধির পরাকাষ্ঠা (?) লাভ হয়, তখন 'এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রাখিয়া দুধের বাটী খাইবা'র প্রযত্ন কোন্ সুচতুর ব্যক্তি পরিত্যাগ করিবেন ? এই জাতীয় মনোভাব হইতেই মনোধর্ম্মী ও ভোগলুব্ধ সম্প্রদায়ে ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগ বা ভোগের সহিত মিশ্রিত করিয়া পরমার্থ অনুসন্ধানের ছলনারূপ প্রাকৃত সাহজিক মতবাদ অনাদিকাল হইতে জগতে প্রবাহিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ ভোগবুদ্ধির দর্পণে শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যকে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত করিলেই ঐরূপ বিচার উপস্থিত হয়। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের আচার্য্যদেব **'গৃহব্রত'** ও **'গৃহস্থ'** এই দুইটি পরিভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিয়াছেন। **যাঁহারা প্রকৃত গৃহস্থ, তাঁহারা গৃহব্রত নহেন—তাঁহারা কৃষ্ণব্রত। আর যাঁহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী, তাঁহারা কৃষ্ণ ও কাষ্ণদেবে ত্যাগী নহেন—তাঁহারা কৃষ্ণ সংসারের সংসারী বা কৃষ্ণ ও কাষ্ণ-গৃহব্রত। বৈষ্ণব গৃহস্থ ও বৈষ্ণব সন্ন্যাসীতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই।**

গৃহব্রত সর্ব্বদাই পতিত এবং অনুক্ষণ পতনের পিচ্ছিল প্রপাতের মুখে বর্ত্তমান, সুতরাং সেইরূপ অবস্থায় পতনের আশঙ্কা নাই, ইহা ভক্তিবিনোদ প্রভুর উপদেশ নহে। ইহা পরের বাক্যের দ্বারাই সমর্থিত

হইয়াছে। গৃহস্থ ভক্তগণই গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় কৌপীন বরণ ও মাধুকরী ব্রতে অন্তরকে দীক্ষিত করাই ভজনের আকাঙ্ক্ষা। একদিন না একদিন সকলকেই এই ভজন বরণ করিতেই হইবে। এই কৌপীন ফল্গুত্যাগী মায়াবাদীর "কৌপীনবন্তঃ খলুভাগ্যবন্তঃ"—বাক্যের উদ্দিষ্ট কৌপীন নহে, বা মাধুকরী ভিক্ষা 'পেটভিখারী'র উদরবেগোত্থ অভাব-বোধের তাড়নাও নহে। গৌড়ীয়ের কৌপীন গ্রহণ—**শ্রীস্বরূপরূপের কৈঙ্কর্য্য, তাহা গোপীর আনুগত্য বা স্বরূপানুভূতি অর্থাৎ ভোক্তা বা পুরুষ অভিযান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোপীর কিঙ্করী অভিমান, আর মাধুকরী**—বিপ্রলম্ভ বা ভজনের সর্ব্বোত্তম অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান, তাহা উদরবেগের ভোগ্য সামগ্রীর অনুসন্ধান নহে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়কেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহা দ্বারা ঠাকুর জানাইয়াছেন যে, গৃহস্থগণ মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিয়া (অনুকরণ করিয়া নহে) সাময়িক গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিলেও সর্ব্বতোভাবে নিষ্কিঞ্চন হইবার জন্য মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলারই অনুসরণ করিবেন। মহাপ্রভু চিরকাল গৃহে থাকিবার জন্যই উপদেশ দেন নাই; বা স্বয়ং সেই আদর্শও প্রদর্শন করেন নাই। রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অনুক্ষণ অবস্থানের জন্য বিষয়ত্যাগলীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সমাবর্ত্তন করেন নাই, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য প্ররোচিত করেন নাই। এজন্য তিনি শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে দার পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আর পারমার্থিক জীবনের নবীন প্রভাতে যে বহির্ম্মুখ মানবের প্রতিষ্ঠাশা-জনিত ফল্গুত্যাগের পিপাসা জাগ্রত হয়, তাহা প্রতিরোধ করিবার আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য তিনি নিজ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি প্রভুকে "ফল্গুবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত

হৈয়া ॥” — প্রভৃতি উপদেশ-প্রদানের কিছুদিন পরেই শ্রীল রঘুনাথকে সর্ব্বতোভাবে গৃহত্যাগ-লীলার অভিনয়কারী ও অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের চরম আদর্শরূপে প্রকট করিয়াছিলেন।

গৃহাস্থাশ্রমে পতনের আশঙ্কা নাই মনে করিয়া গৃহমেধ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়া যাওয়া পারমার্থিকের আদর্শ নহে বা গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণের সংসার করিতেছি, কৃষ্ণের দাসদাসী সৃষ্টি (?) করিতেছি, এরূপ ছলনা করিয়া প্রাকৃত সহজিয়ার ন্যায় ভাবের ঘরে চুরি করিলেও কোনদিনই আত্মমঙ্গল হইবে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই বা তাঁহার নিজের জীবনে কি আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ? নিত্যসিদ্ধ গৌরজন হইয়াও তাঁহার অন্ত্যলীলায় তিনি কৌপীন-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারাও তাঁহার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় ও বাণীর তাৎপর্য্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতে পারে।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় গৃহব্রত থাকিয়া ত্যাগিসম্প্রদায়ের দ্বারা আপনাদিগকে পূজা করাইয়া লইবার উচ্চ আশা পোষণ করেন। ত্যাগিগণের দ্বারা যদি গৃহব্রতসম্প্রদায় তাঁহাদের স্ব স্ব পূজা, বন্দনা, চরণার্চ্চন প্রভৃতি সেবা করাইয়া লইতে পারেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদের গৃহব্রত ধর্ম্মকে আরও উচ্চতার শিখরে স্থাপন করিবার সুযোগ পান। এজন্য ঐরূপ গৃহব্রতগণের এক শ্রেণী পরমহংস বেষী অর্থাৎ কৌপীনাদি বেষ-গ্রহণকারী (বাবাজী নামধারী সম্প্রদায়-দ্বারা) অনেক সময় ভৃত্যের যাবতীয় কার্য্য যথা—বাহকের কার্য্য, তামাক পান সাজাইবার কার্য্য, জল সংগ্রহ, তৈলমর্দ্দনাদি কার্য্য, এমন কি স্ত্রী পুত্র পরিবারের কার্য্যাদিও করাইয়া লন। তথাকথিত পরমহংসবেষিগণ (আধুনিককালের কোপিনধারী বাবাজী নামে পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি) ঐ সকল গৃহব্রতকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেন, প্রত্যুত্তরে গৃহব্রতগণ আশীর্ব্বাদাদি করিয়া থাকেন। কখনও বা খুব দয়া করিয়া ভদ্রতা-ব্যঞ্জক প্রতি নমস্কারটুকুমাত্র দিয়া থাকেন। সাধু সাবধান। আমাদের গৃহব্রত-ধর্ম্মকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সানন্দের মধ্যে সসম্মানে স্থাপনের জন্য

যে ঐরূপ কৌশল অবলম্বন না করি। আর ত্যাগীর অভিমান করিয়াও যেন আমাদিগকে গৃহব্রত সম্প্রদায়ের প্রতিযোগী করিয়া না তুলি!

বৈষ্ণবজন গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী উভয় পোষাকেই থাকিতে পারেন, এই কথা জানাইয়াও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহব্রত বা ফল্গুত্যাগব্রতের শিক্ষা দেন নাই। তিনি জানাইয়াছেন, যাঁহারা যে পরিমাণে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি আছে, তিনি সেই পরিমাণে কৃষ্ণভক্ত। এখানে **'শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি'** কথাটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি নাই, অথচ গৃহী বা ত্যাগীর দল বাঁধিয়া বৈষ্ণবের অযাচিত প্রাপ্য সম্মান আদায় করিবার পিপাসা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতারই লক্ষণ, ইহা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—

"আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
'অমানী' না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়-গামী॥"

প্রভৃতি উক্তির মধ্যে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যেমন এক শ্রেণীর কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত 'বৈষ্ণবেজাতিবুদ্ধি'র বিচার কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ যদি আমরা বৈষ্ণবকে 'গৃহী' বা 'ত্যাগী' জাতির (?) মধ্যে ফেলিয়া তাঁহাদের বিচার করি, তাহা হইলেও আমরা আমাদিগকে কর্ম্মজড়ের দ্বিতীয় প্রকার সংস্করণরূপে প্রতিপন্ন করিব। এ জন্যই ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং নিষ্কিঞ্চন ও আকুমার ব্রহ্মচারীর লীলাভিনয় করিয়াও গাহিয়াছেন,—

"গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

যিনি 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া ডাকেন অর্থাৎ অকপটে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল অনাবৃত আত্মার দ্বারা ভগবন্নাম অনুশীলন করেন, সেইরূপ গৃহস্থ ও বনস্থ ব্যক্তিতে কোন ভেদ নাই। সেইরূপ গৃহস্থকে 'স্ত্রীসঙ্গী'

বিচার করিলে ঠাকুর মহাশয় স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-স্পৃহা করিতেন না। আবার 'গৃহ' ও 'বন' উভয়ই হরিভজনকারীর পক্ষে সমান—এইরূপ বিচারের ছলনা লইয়া গৃহের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী অর্থাৎ কার্য্যতঃ **গৃহাসক্তির প্রতিই পক্ষপাতী হইয়া উহাকে বৈষ্ণবতার ছদ্মবেশে সাজাইবার জন্য যে চেষ্টা,** তাহাও ভাবের ঘরে চুরি মাত্র।

কতকগুলি লোক সন্ন্যাসীর ছিদ্রানুসন্ধান ও কোন কোন স্বকর্ম্মফলভুক্ ব্যক্তির সন্ন্যাসাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইবার নজিরসমূহ করিয়া 'বুনিয়াদী গৃহব্রত' থাকাই নিরাপদ মনে করেন। ইহা অত্যন্ত বহির্ম্মুখতা ও জড়াশক্তির লক্ষণ মাত্র—যেমন এক শ্রেণীর নাস্তিক হরিভজনে নানাপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা ও 'হাঙ্গামা' আছে দেখিয়া আহার-বিহার ও নাস্তিকতায় রত থাকাই সমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তথাকথিত ব্রাহ্ম-মতবাদে স্ত্রীপুত্রগৃহাশক্তিরূপে নৈতিকতা লঙ্ঘনের বিচার দেখ ইহা গৃহাস্থাশ্রম-ত্যাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত ও দেখাইয়া গৃহস্থাশ্রম-ত্যাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত ও লক্ষিত হয় না। এমন কি, ঐ মতবাদিগণ মনে করেন,—মহাপ্রভু সংসার-ত্যাগের লীলা প্রদর্শন করায় ভার্য্যা-সেবা-নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন! জড়ে অত্যন্ত আসক্তি ও ভগবৎসেবায় আর্ত্তির অভাব হইলেই নীতির প্রচ্ছদ-পটের অন্তরালে ভোগ বা আরামপ্রিয়তার ঐরূপ আদর্শ বিরাজিত থাকে। আমরা একান্ত পারমার্থিক মহাজনের বাণী শ্রবণের অভিনয় করিয়াও যদি সন্ন্যাসীর ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে করিতে 'একান্ত নিষ্কিঞ্চন হইয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট প্রচারের চরম আদর্শ'কে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা করি অর্থাৎ যখন ত্যাগধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া কোন কোন স্বকর্ম্মফলভুক্ ব্যক্তি ত্যাগ ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, ছোট হরিদাস, কালা কৃষ্ণদাসের আদর্শে যখন ত্যাগ-ধর্ম্মের বিপর্য্যয়ভাব লক্ষিত হয়, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁহার পূর্ব্বজীবনে কৌপীন গ্রহণ করিবার পরও যখন ইতরাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাকৃতভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, শাস্ত্রাদিতে এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও

যখন সন্ন্যাস বা সাময়িক বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট বহুলোকের নিদর্শন পাওয়া যায়, তখন অধস্তন বংশের মধ্যে নিষ্কিঞ্চনতা বা কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগের আদর্শে যাহাতে কেহই আকৃষ্ট না হয়, তজ্জন্য বংশে 'তালাক দিয়া যাওয়া সমীচীন মনে করি, এ জন্যই বোধ হয় শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

ন তস্য তত্ত্বগ্রহণায় সাক্ষাদ্ বরীয়সীরপি বাচঃ সমাশন্।
স্বপ্নে নিরুক্ত্যা গৃহমেধিসৌখ্যং ন যস্য হেয়ানুমিতং স্বয়ং স্যাৎ॥
(ভাঃ ৫।১১।৩)

তাৎপর্য্য—স্বপ্নদৃষ্ট ভোগ্যবস্তু মিথ্যাত্ব যেমন স্বতঃই অনুভূত হয়, সেইরূপ গৃহমেধিসুখকে যাহার আপনা হইতেই তুচ্ছ বলিয়া বোধ না হয়, তাহার পক্ষে যথাযথ তত্ত্ব জ্ঞানোদয়ের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদবাক্যসকলও যথেষ্ট নহে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গৃহমেধী থাকিবে স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কর্ণে কখনও নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ ভজনের কথা প্রবেশ করিবে না। সেই ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাস-ধর্ম্মের চরণে অপরাধ করিয়া অধিকতর গৃহব্রত ধর্ম্মেই আসক্ত হইবে এবং ইহা তাহার উপযুক্ত পুরস্কারও বটে।

ভাগবত-ধর্ম্মে গৃহে থাকিয়া হরিভজন করিবার উপদেশ কিরূপভাবে আছে, তাহাও আমরা শুনিতে পাই; (ভাঃ ৫।১।১৮)—

যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো গহেষু নির্ব্বিশ্য যতেত পূর্ব্বম্।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জ্জিতারীন্ ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ॥

তাৎপর্য্য—যিনি শত্রুতুল্য মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—এই ষড়্‌রিপুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাঁহার গৃহাশ্রমে থাকিয়াই তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শত্রুবর্গ নির্জ্জিত হইলে যেরূপ তৎপশ্চাৎ দুর্গে বা তদ্ব্যতীত অন্য যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করা যায়, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ষড়্‌রিপু জয় করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহে বা বনে যে কোন স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। কারণ পুরুষ প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করিয়াই প্রবল বিপক্ষ সমূহকে জয় করিয়া থাকেন।

গৃহ ষড়্‌রিপুর সহিত যুদ্ধ করিবার দুর্গস্বরূপ বটে ; কিন্তু গৃহকে যদি দুর্গ করিতে না পারিয়া উহাকে গৃহ-শত্রুর আগার করিয়া ফেলি, তাহা হইলে উহা বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার স্থান হওয়া দূরে থাকুক, যুদ্ধে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ঐস্থানে গৃহশত্রুর দ্বারা আমরাই বিজিত হইব। গৃহকে শতকরা প্রায় শতস্থানেই আমরা ভোগের আগার করিয়া ফেলিয়াছি। একান্ত অকপট কৃষ্ণ-সেবাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য, ষড়্‌রিপুর সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া ভগবৎসেবায় উহাদিগকে নিযুক্ত করিবার বুদ্ধি লইয়া কয়জন আমরা গৃহস্থ হইয়াছি ? প্রথমমুখে মৌখিকতার কিম্বা কল্পনায় ঐরূপ চিত্র বা বুদ্ধি কাহারও কাহারও হৃদয়ে থাকিলেও সংসারের চক্রে পড়িয়া কয়জন সেই উদ্দেশ্যকে অটুট রাখিতে পারি ?

এ জন্য শ্রীমদ্ভাগবত উপরি-উক্ত শ্লোকের অব্যবহিত পরেই প্রিয়ব্রতের গৃহাশ্রম-বাসের আদর্শ উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াই লোক-শিক্ষা দিতেছেন—

ত্বন্ত্বজনাভাঙ্ঘ্রিসরোজকোশ-দুর্গাশ্রিতো নির্জ্জিতষট্‌সপত্নঃ।
ভুঙ্ক্ষে হ ভোগান্ পুরুষাতিদিষ্টান্ বিমুক্তসঙ্গঃ প্রকৃতিং ভজস্ব ॥
(ভাঃ ৫।১।১৯)

তাৎপর্য্য—হে প্রিয়ব্রত! তুমি শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম কোশদুর্গ আশ্রয় করিয়া ষড়্‌রিপুকে বিশেষভাবে জয় করিয়াছ, অতএব এখন গৃহাশ্রমে অবস্থান করিয়া ভগবৎ প্রদত্ত প্রচুর ভগবদ্ ভোগাবশেষের সেবা কর। পশ্চাৎ পুত্র-কলত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন পূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করিও।

গৃহস্থাশ্রমে ‘যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ’ বাক্য যথাযথ পালনের অধিকার-লাভ কোন্ সময়ে হয়, তাহা ভাগবত, ধর্ম্ম বলিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা গৃহকে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-কোশদুর্গ অর্থাৎ হরিনিকেতন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ষড়্‌রিপুকে জয় করিতে পারেন। তখনই গৃহাশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক যুক্তবৈরাগ্য যাজনের অধিকার হয়।

প্রিয়ব্রতের ন্যায় বিজিতেন্দ্রিয় পরম ভাগবতকেও পশ্চাৎ পুত্রকলত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া শ্রীহরি আরাধনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে শ্রীনারদ যুধিষ্ঠির মহারাজকে গৃহস্থধর্ম্মের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। গৃহস্থ "বনিয়াদী গৃহব্রত" হইবার জন্যই শিক্ষা লাভ করিবেন না। গৃহ-দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া হরিজনময়ী নিষ্কিঞ্চনতালাভের শিক্ষার উত্তরোত্তর অনুপ্রাণিত হইবার জন্যই গৃহবাসের ব্যবস্থা। যেমন স্ত্রীসঙ্গ-স্পৃহা সঙ্কুচিত ও ক্রমে নির্ম্মূল করিবার জন্যই বিবাহিত জীবনে বৈধ স্ত্রীসঙ্গের ব্যবস্থা, স্ত্রীসঙ্গে আসক্তি বর্দ্ধনের জন্য নহে, তদ্রূপ গৃহাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্যই হরিভজনের অনুকূল গৃহবাসের ব্যবস্থা—চিরকাল গৃহবাসের জন্য নহে।

শৃণ্বন্ ভগবতোঽভীক্ষ্ণমবতার-কথামৃতম্।
শ্রদ্দধানো যথাকালমপশান্তজনাবৃতঃ॥
সৎসঙ্গাচ্ছনকৈঃ সঙ্গমাত্মজায়াত্মজাদিষু।
বিমুঞ্চেন্মুচ্যমানেষু স্বয়ং স্বপ্নবদুত্থিতঃ॥

(ভাঃ ৭।১৪।৩-৪)

তাৎপর্য্য—গৃহস্থ ব্যক্তি কালে কালে প্রত্যহ ভগবদ্ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া সৎসঙ্গে শ্রদ্ধার অমৃতস্বরূপ ভগবানের অবতার-কথা শ্রবণ করিতে করিতে জাগরিত পুরুষের স্বপ্নবৎ স্বয়ং মুচ্যমান দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে ধীরে ধীরে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

যাবদ্ভ্রিয়েত জঠরং তাবৎ স্বত্বং হি দেহিনাম্।
অধিকং যোঽভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি॥

(ভাঃ ৭।১৪।৮)

তাৎপর্য্য—যে পরিমাণ অর্থাদির দ্বারা মাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়,

গৃহস্থব্যক্তির তদুপযোগী অর্থাদিতেই অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি চোর অতএব দণ্ডার্হ।

অপ্যেকামাত্মনো দারাং নৃশাং স্বত্বগ্রহো যতঃ॥

(ভাঃ ৭।১৪।১১)

তাৎপর্য্য—গৃহস্থ ব্যক্তি মমতাস্পদ একমাত্র ভার্য্যাকে আত্মসেবায় উপেক্ষা করিয়াও অতিথি সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

জহ্যাদ্‌যদর্থে স্বান প্রাণান্ স্বান প্রাণান্ হন্যাদ্বা পিতরং গুরুম্।
তস্যাং স্বত্বং স্ত্রিয়াং জহ্যাদ্‌যস্তেন হ্যজিতো জিতঃ॥

(ভাঃ ৭।১৪।১২)

তাৎপর্য্য—যাহার জন্য পুরুষ আপন প্রাণ পরিত্যাগ করে, পিতা ও গুরুকে হত্যা করে—যিনি সেই স্ত্রীর স্বত্ত্ব পরিত্যাগ করেন, তাঁহার দ্বারা অজিত ঈশ্বরও বিজিত হইয়া থাকে।

কৃমিবিড়্‌ভস্মনিষ্ঠান্তং ক্বেদং তুচ্ছং কলেবরম্।
ক্ব তদীয়রতির্ভার্য্যা ক্বায়মাত্মা নভশ্ছদিঃ॥

(ভাঃ ৭।১৪।১৩)

তাৎপর্য্য—কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে যাহার শেষ পরিণতি, সেই তুচ্ছ শরীর কোথায়? দেহের সহিত রতিমতী ভার্য্যাই বা কোথায়? আর স্বীয় মহিমাদ্বারা সর্ব্বব্যাপী আত্মাই বা কোথায়?

এই সকল বাক্যের দ্বারা দেবর্ষি নারদ কি গৃহস্থকে অধিকতর গৃহকর্ম্মে আসক্ত হইতে বলিয়াছেন, না গৃহধর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্যই গৃহাবাসের যোগ্যতা জানাইয়াছেন?

অনেক সময় আমরা অন্তরে **অভিমানগর্ভ বাহ্য দৈন্যের ছলে নিজদিগকে 'গৃহমেধী' 'গৃহব্রত' প্রভৃতি বলিয়া বস্তুতঃ ও কার্য্যতঃ গৃহাশক্তিকেই অন্তরের অন্তস্থলে পূজ্যদেবতারূপে স্থাপন করিয়া**

থাকি। ঐরূপ বাহ্য দৈন্য ত্যাগিসম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বা হিংসা চরিতার্থ করিবার একটি প্রচ্ছন্ন অস্ত্র মাত্র। ঐরূপ কপট দৈন্যের দ্বারা গৃহব্রত-ধর্ম্মে আসক্তিই বর্দ্ধিত হয়। উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভাগবতধর্ম্মে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। আবার যদি আমরা ত্যাগী অভিমান করিয়াও হরিভজন-পরায়ণ গৃহস্থমাত্রকেই 'গৃহব্রত' মনে করি বা হরিসেবাপর গৃহস্থ হইতেও আমরা অধিকতর হরিভজন করিতেছি বলিয়া 'ত্যাগী' অভিমানে আমাদের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠতা নিজে নিজেই কল্পনা করি,—যে মুহূর্ত্তে আমাদের ঐরূপ বুদ্ধির উদয় হয়, আমরা নিজকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করায় বা নিজের সহিত সংযুক্ত করিয়া সন্ন্যাসী বা ত্যাগী সম্প্রদায়কে সমজাতীয়ত্বে স্থাপনপূর্ব্বক হরিভজন-পরায়ণ গৃহস্থসম্প্রদায় (?) অপেক্ষা হরিভজনপর সন্ন্যাসিসম্প্রদায় (?)কে প্রতিহিংসা ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বের কক্ষায় প্রতিষ্ঠিত করিতে যাই, সেই মুহূর্ত্তেই প্রকৃত সন্ন্যাস-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়। যে মুহূর্ত্তে 'নিজের শ্রেষ্ঠতা' জ্ঞানরূপ মাৎসর্য্য-ধর্ম্মের উদয় হয়, সে মুহূর্ত্তেই আমি ভাগবতধর্ম্মের ত্রিসীমানা হইতে দূরে সরিয়া পড়ি। ত্যাগিসম্প্রদায় (?) গৃহিসম্প্রদায়কে হীন চক্ষে (?) দেখিতেছেন বলিয়া গৃহিসম্প্রদায়ের গৃহস্থজাত্যভিমানে (?) যে বিদ্বেষপোষণের প্রতিধ্বনি ও তৎপ্রতিযোগিতা, তাহা কেবল জড়ে অধিকতর আসক্ত হইবার পিচ্ছিল পথমাত্র।

সাধু সাবধান! পরমার্থ-মন্দিরে ঔপাধিক দলাদলির স্থান নাই। অবৈষ্ণব-সুলভ বিচার ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ের কোনস্থানে স্থান পায় না।

তাই শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তকার বলিতেছেন—

"গৃহী হউক, ত্যাগী হউক, ভক্তে ভেদ নাই।
ভক্তে ভেদ হইলে কুম্ভীপাক নরকেতে যাই॥

* * * * *

গৃহস্থ বৈষ্ণব সদা নামাপরাধ রাখি দূরে
আনুকূল্য লয়, প্রাতিকূল্য ত্যাগ করে॥

সংসারের গোত্র ত্যজি’ কৃষ্ণ-গোত্র ভজে।
সেই নিত্য গোত্র তার, সেই বৈসে ব্রজে॥”

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনও বলিতেছেন—

“শিখা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই?”

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৬।১৭২)

“গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি।”

(চৈঃ ভাঃ আদি ৮।৯৪)

—প্রভৃতি বাক্য দেখিয়া অনেকেই আমরা গৃহস্থের নামানুকরণে গৃহব্রত বা গৃহমেধী হইতেই রুচিসম্পন্ন হইয়া থাকি। কারণ গৃহব্রত বা ত্যাগব্রত এই দুইটিই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা অর্থাৎ কৃষ্ণব্রতের পথ হইতে ভ্রষ্ট জীবের স্বভাবোত্থ নৈসর্গিক ধর্ম্ম। কিন্তু যাঁহার চিত্ত কৃষ্ণগৃহের সেবার প্রতি উন্মুখ, তাঁহার চরিত্র এইরূপ—

“গৃহে আইলেও গৃহ-ব্যভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে॥”

(চৈঃ ভাঃ আদি ৭।৬৯)

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ বিবাহিত ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, —বেশ * * বাবু বিবাহ করিয়াছেন ত’ ভালই, এখন তিনি প্রত্যহ নিজ হস্তে বিষ্ণুনৈবেদ্য রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদনের পর সেই প্রসাদ সহধর্ম্মিণীকে সেবন করাইয়া ‘বৈষ্ণব’ বুদ্ধিতে সহধর্ম্মিণীর অবশেষ গ্রহণ করিবেন, তাঁহার প্রতি ভোগবুদ্ধির পরিবর্ত্তে নানাবিধ সেবা গুরুবুদ্ধি করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার মঙ্গল হইবে। সমস্ত জগৎ—পৃথিবীর সমস্ত ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগের বস্তু। তিনি কৃষ্ণের বস্তু কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া দিন, স্ত্রীকে নিজ সেবিকা না করিয়া কৃষ্ণের সেবিকা-বুদ্ধিতে সম্মান করুন।

অতএব 'গৃহস্থ' হওয়া সোজা নহে, বরং উহা সন্ন্যাস অপেক্ষাও অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ ও বিঘ্নবহুল। মোট কথা আদর্শ গার্হস্থ্য ও আদর্শ সন্ন্যাসে কোন ভেদ নাই। আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম্মই পারমহংস। জনকাদি, পৃথু-পরীক্ষিৎ আদি পরম ভাগবতগণ সেই আদর্শ গার্হস্থ্য বা পারমহংস্য ধর্ম্ম যাজনের উপমান-স্বরূপ। যদিও আদর্শের উচ্চতম পদবীতে সাধারণ জীব প্রথম হইতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না, তথাপি আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া যে হিংসামূলক উচ্চ বিচারের বিতর্ক, তাহা ভগবদ্‌ভজনের পরিপন্থী।

—❖—

প্রাদেশিকতা ও হরিসেবা

হরিসেবার রাজ্যে অসংখ্য প্রকার কণ্টক ও ছলনা উপস্থিত হয়। প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি তন্মধ্যে অন্যতম। পার্থিব সৎকার্য্যানুষ্ঠানে যেরূপ অনেকে প্রাদেশিকতা-বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন, হরিসেবানুষ্ঠানকালেও অনেককে সেই বুদ্ধিতে আক্রান্ত দেখা যায়। বস্তুতঃ ঐরূপ বুদ্ধিতে আক্রান্ত দেখা যায়। বস্তুতঃ ঐরূপ বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইলে প্রকৃত হরিসেবানুষ্ঠানের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। প্রাদেশিকতা-বুদ্ধিজাত চেষ্টাসমূহ কোন কোন সময় বাহ্যাকারে হরিসেবার ন্যায় দেখাইলেও তাহা ফলভোগপর কর্ম্মেরই অন্যতম।

যাঁহারা স্ব-স্ব দেশ বা প্রদেশাবদ্ধ বুদ্ধি লইয়া হরি সেবার কার্য্যে (?) উৎসাহ ও উদ্যম প্রদর্শন করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি বা সেবার অনুসন্ধিৎসু নহেন—ন্যূনাধিক আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি বা নিজ-সুবিধাবাদেরই ভিক্ষুক। প্রাদেশিকতা বা স্বজাতীয়তা-বুদ্ধি কুকর্ম্মী বা সৎকর্ম্মি সম্প্রদায়ে 'স্বদেশ-প্রেম' ও 'স্বজাতিপ্রেম' বলিয়া বহুমানিত

হয়; কিন্তু ঐরূপ পার্থিব প্রেম (?) অপার্থিব নির্ম্মল প্রেমভক্তির রাজ্যে অত্যন্ত হেয় 'কাম' বলিয়াই পরিগণিত ও নিন্দিত।

ভগবদ্ভক্তি-যাজনের অভিনয় করিতে আসিয়াও অনেকে অন্তরে প্রাদেশিকতা-বুদ্ধির দ্বারা এইরূপ পরিচালিত হন যে, পূর্ব্বাশ্রম বা পূর্ব্ব বহির্ম্মুখ জীবনের দেশ, সমাজ, জাতির লোক দেখিলেই যেন তাঁহাদের প্রতি অধিকতর দয়া পরবশ (?) হইয়া পড়েন! বহির্ম্মুখদেহ ও স্মৃতি-সম্পর্কিত দেশ বা সমাজের লোকের মঙ্গলচিন্তা (?) যেন অধিকতর প্রবল ও সহজভাবে তাঁহাদের হৃদয়ে আসন প্রতিষ্ঠিত করে। ঐ সকল লোকের নিকট স্বয়ং হরিকথা কীর্ত্তন বা তাঁহাদিগকে অধিকতর উল্লাস ও উৎসাহের সহিত অপরের দ্বারা হরিকথা শ্রবণ (?) করাইবার ও তাঁহাদিগকে সোৎসাহভরে আদর যত্ন অভ্যর্থনা পরিচর্য্যা প্রভৃতি সেবা করিবার জন্য তাঁহারা এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, অনেক সময় নিরপেক্ষ সাধুগণের কটাক্ষের ভয়ে বাহ্যে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত থাকিলেও তাঁহাদের হৃদয়ের আবেগ বহু চেষ্টায়ও বহির্ম্মুখ স্বদেশ ও স্বজন-প্রীতিকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। কারণ যাহা হৃদয় হইতে স্বাভাবিকভাবে উচ্ছলিত ও অনুপ্রেরিত হয়, তাহাকে বাহ্য সঙ্কোচের আবরণ কতক্ষণ আত্মগোপন করিয়া রাখিবে?

কেহ কেহ আবার স্বপ্রদেশস্থ বা স্বদেশস্থ লোক দেখিলেই সেই দলের দলভুক্ত হইয়া বা সেই দলের একজন প্রতিভু বা নেতৃরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া হরি সেবানুষ্ঠান (?) যথা হরিসংকীর্ত্তন, শ্রীধামপরিক্রমা, শ্রীধামবাস, হরিকথা-শ্রবণাদি হরিসেবাকার্য্যে আনুকূল্যাদি করিবার অভিনয়ে উৎসাহিত হন। তাঁহারা সেই দলভুক্ত না হইয়া তত্তৎকার্য্যাদি করিতে সেরূপ উৎসাহিত বা আদৌ প্রবৃত্তই হইতে চাহেন না।

কেহ কেহ আবার মনে করেন, যদি তাঁহাদের স্বদেশে বা স্বপ্রদেশে ভগবন্নিকেতন বা মঠায়তন প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়, তবেই তাঁহারা আনুকূল্য প্রদান বা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইবেন।

অপর প্রদেশে মঠমন্দিরাদি নির্ম্মাণ বা ভগবৎকথা-প্রচারে তাঁহাদের সহানুভূতি সঙ্কুচিত, অনেক সময় সম্পূর্ণ স্তব্ধ, এমন কি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। লণ্ডনে বা জার্ম্মাণীতে মঠ-নির্ম্মাণ বা তথায় হরিকথা প্রচারের জন্য কোন কোন ভারতবাসী বা বঙ্গবাসী অর্থানুকূল্য করিতে প্রস্তুত নহেন, আবার হয়ত' পশ্চিমবঙ্গবাসী বা উত্তরবঙ্গবাসী পূর্ব্ববঙ্গে হরিকথা-প্রচার বা হরিনিকেতন নির্ম্মাণের জন্য অর্থানুকূল্য প্রদান কিংবা পূর্ব্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গ বা উত্তরবঙ্গে হরিকথা-প্রচারে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নহেন।

কেহ কেহ আবার স্বপ্রদেশকেও আরও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করিয়া বলেন যে, যদি আমাদের স্বগ্রামে হরিনিকেতন নির্ম্মিত না হয়, হরিকথা প্রচারিত না হয়, তাহা হইলে আমরা কোনও সহানুভূতি বা সাহায্য করিব না। এমন লোকও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, যাঁহারা হরিকথা-প্রচারের জন্য (?) পূর্ব্বে বিশেষ উৎসাহ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা যখন শুনিলেন যে, কোন হরিনিকেতন বা মঠায়তন তাঁহাদের পল্লী হইতে অর্দ্ধমাইল ব্যবধানে অন্য পল্লীতে অধিষ্ঠিত হইবে, তখন আর সেই সকল ব্যক্তির হরিনিকেতনের জন্য সহানুভূতি নাই! এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি যুক্তি-দ্বারা বলিয়া থাকেন,—'আমাদের পল্লীতে যদি মঠায়তন থাকিত, তাহা হইলে আমাদের গৃহললনাগণ পদব্রজেই ঠাকুর দর্শনার্থ যাইতে পারিতেন। হরিগৃহ কিঞ্চিৎ দূরে নীত হইবার প্রস্তাব হওয়ায় গৃহলক্ষ্মীগণের সে সুযোগের অভাব অনুভব করিতেছি। কাজেই ঐরূপ মঠ-নির্ম্মাণের জন্য কোনও প্রকার আনুকূল্য বা সহানুভূতি আমরা প্রদর্শন করিতে পারি না।' ঐরূপ যুক্তিদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়, পূর্ব্বের যে উৎসাহ, অধ্যবসায়, তাহা অপ্রাকৃত কৃষ্ণ বা কৃষ্ণজনের প্রীতির জন্য নহে; উহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য, ভোগ্য বা ভোগ্যপণ্যের সুখসুবিধার জন্য। হরিসেবার ছলনা কেবল বাহ্য প্রচ্ছদপট মাত্র, তাহার অন্তরালে হরি বা অপ্রাকৃত হরিজনগণের দ্বারা স্ব-স্ব পার্থিব সুখসুবিধা বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদির অভিসন্ধিকে চরিতার্থ করাইয়া লইবার চেষ্টা।

সদ্‌গুরুপাদপদ্মের সমীপে উপস্থিত হইবার অভিনেতা কোন কোন ব্যক্তির মধ্যেও ঐসকল চিত্র অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের কেহ কেহ স্বপ্রদেশস্থ অর্থ অপরপ্রদেশস্থ মঠমন্দিরাদির সেবায় নিযুক্ত করিবার প্রতিপক্ষ দণ্ডায়মান হইয়া পরম নৈতিক নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অপরপ্রদেশে হরিকথা-প্রচারেও তাঁহাদের সহানুভূতি নাই, এমন কি, অপরপ্রদেশ যদি হরিকথায় অধিকতর আকৃষ্ট হয়, বা তথায় অধিক প্রবলভাবে হরিকথা প্রচারিত হয়, তাহা হইলে কেহ কেহ যেন অন্তরে ম্লান হইয়া পড়েন! এইরূপ চিত্তবৃত্তি বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজনীয়তা এই যে, ঐরূপ চিত্তবৃত্তিকে হরিসেবার আগ্রহ অপেক্ষা স্বভোগানুসন্ধিৎসাই প্রবল। একান্ত মঙ্গলকামী ঐরূপ চিত্তবৃত্তিকে পরিহার করিবার জন্য নিরন্তর হরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপা প্রার্থনা করিবেন, নিরন্তর নিষ্কপটে গুরুবৈষ্ণবের নিকট একান্ত ক্রন্দন করিতে করিতে যাহাতে নিরুপাধিকা অহৈতুকী কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণলালসায় চেতনের বৃত্তি জাগরিত হয়, তজ্জন্য প্রার্থনা জানাইবেন প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি হরিসেবা নহে, স্বদেশপ্রীতি বা স্বজাতি প্রীতি পার্থিব কর্ম্মরাজ্যে নীতির চরম শিখরে স্থাপিত হইলেও বা পৃথিবীর বহির্ম্মুখ জনমতের দ্বারা বহুমানিত হইলেও তাহা হরিপ্রীতির বিরুদ্ধ ব্যাপার। হরিপ্রীতির একান্ত অভাব ও দেহগ্রেহ-প্রীতি বা আসক্তি হইতেই ঐ সকল অন্তরায় বহির্ম্মুখ অন্যাভিলাষী বা সাধকগণের হৃদয় অধিকার করে।

প্রাদেশিকতা—জীবে দয়া নহে। ‘জীবে দয়া’ দেশ-কাল-জাতি-পাত্র—সর্ব্বনিরপেক্ষ। জীবে দয়ার নিজ সুবিধার অনুসন্ধান নাই—নিজ দেহগেহ দেশ সমাজাদি পার্থিব বস্তুর প্রতি আসক্তি নাই। একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে যাঁহার চেতনের বৃত্তি দীক্ষিত হইয়াছে, তিনিই জীবে দয়ায় অনুপ্রাণিত হন। গৃহব্রতা বুদ্ধিই উদারতার ছদ্মবেশে-সাজিয়া প্রাদেশিকতার মোহিনী মূর্ত্তিতে জগতের রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়। তাহা আবার সময় সময় পরমার্থের নামাবলি পরিয়া, সর্ব্বাঙ্গে ধর্ম্মের ছাপ মারিয়া সাধারণ লোকের চক্ষে চটক লাগাইয়া থাকে; কিন্তু

পরমার্থবিদ্‌গণ সেই কপটতা ও ছলনা ধরিয়া ফেলেন। সাধকগণ ইহাতে সাবধান হইবেন।

আবার প্রাদেশিকতার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া ব্যতিরেকভাবে তৎপ্রতিই আসক্ত হইয়া পড়াও সাধক জীবনের দ্বিতীয় প্রকার বিপদ্। কোনও বিশেষ প্রদেশ—নিজেরই হউক আর পরেরই হউক, তৎপ্রতি জাতক্রোধী হওয়াও হরিভজন-চতুরের কর্ত্তব্য নহে। উপাধিক বিচার পরিত্যাগ করিয়া—নিজের ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া—কোনও প্রকার আত্মবঞ্চনা বা পরবঞ্চনাতে অভিমত না হইয়া নিরুপাধিকা চেতনবৃত্তিতে হরিসেবায় উৎসাহিত হইতে হইবে, সকল প্রদেশেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর আরতি করিতে হইবে, সর্ব্বত্রই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নাম প্রচার করিতে হইবে, প্রাণ, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, বাক্য, সর্ব্বস্ব অহৈতুকভাবে সকলদেশকালপাত্রের হরিসেবার সাহায্যের জন্য উৎসর্গ করিতে হইবে। বঙ্গবাসীর অর্থে (?) আমেরিকায় যদি হরিকথা প্রচারিত হয়, হরিনিকেতন নির্ম্মিত হয়, তাদ্দ্বারা হরিরই সেবা হইবে, আর আমেরিকার অর্থে যদি বঙ্গের কোন পল্লীতে হরিসেবকগণের হরিভজনস্থল নির্ম্মিত বা বঙ্গভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ প্রচারিত হয়, তদ্দ্বারা শ্রীহরিই বিস্তৃত হইবেন, তাঁহারাই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি হইবে, এই বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া আমাদিগকে হরিসেবা করিতে হইবে। অর্থের মূল মালিক পূর্ব্ববঙ্গবাসীও নহেন, কিংবা আমেরিকানও নহেন, ভারতবাসীও নহেন; অর্থের মূল মালিক পার্থিব রাজাও নহেন, প্রজাও নহেন। কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট নির্দ্দিষ্ট অর্থ গচ্ছিত রহিয়াছে মাত্র। সকল অর্থ, সকল বিদ্যা, সকল প্রাণের একচ্ছত্র মালিক—শ্রীহরি। তাঁহার সন্ধান এই পার্থিব জগতে একমাত্র অপ্রাকৃত শব্দরূপেই পাই। শ্রীঅর্চ্চা ও অপ্রাকৃত শব্দই এই জগতে তাঁহার অবতার। সেই শ্রীহরিনামের সেবা যাহাতে হয়, শ্রীহরিনাম প্রভুর যাহাতে যাহাতে প্রীতি হয়—দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র যাহাতে শ্রীচৈতন্যনাম বিস্তৃত হয়, শ্রীহরিনাম প্রভুর যাহাতে যাহাতে প্রীতি

হয়—দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র যাহাতে শ্রীচৈতন্যনাম বিস্তৃত হয়, সেরূপ কার্য্যেই সকল দেশের, সকল প্রদেশের সকল জাতির অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রাণ নিয়োগ করিতে হইবে। তাহাতে প্রাদেশিকতার যবনিকা টানিয়া হরিসেবাময় দর্শনকে, 'ঈশাবাস্য' জগৎ দর্শনকে প্রতিহত করিতে হইবে না। সাধু সাবধান!

প্রাদেশিকতা-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া অনেকে নিজদেশ, নিজজাতি ও নিজের দৈহিক বংশগত ধর্ম্ম ব্যতীত পারমার্থিক নিত্যধর্ম্মের বার্ত্তাও শ্রবণ করিতে প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা ঐরূপ বুদ্ধি-প্রণোদিত, তাঁহারা একান্ত অকৈতব আত্মধর্ম্মের কথা শ্রবণের অভিনয় করিয়াও কর্ণে সেই সকল কথা গ্রহণ এবং হৃদয়ে সেই সকল কথা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন না। ঐরূপ বুদ্ধি হইতেই লৌকিক ও কৌলিক ধর্ম্মে নিষ্ঠার নামে গোঁড়ামি, স্বজাতীয় বা স্বদেশীয় ধর্ম্মে প্রীতির নাম আত্মমঙ্গলের প্রতি ঔদাসীন্যের পরিচয় পাওয়া যায়। 'আমাদের বংশের ধর্ম্ম শাক্তধর্ম্ম বা আমাদের সমাজ বা জাতির ধর্ম্ম শৈব-ধর্ম্ম, আমাদের প্রদেশের ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম বা নানাপ্রকার মনোধর্ম্ম, কিংবা আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চোপাসনার অন্তর্গত তথাকথিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা প্রাকৃতসহজিয়াধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং 'তাতস্য কূপঃ' এই ন্যায়ানুসারে আমরাও সেইরূপ মনোধর্ম্মেরই অনুসরণ করিয়া বংশ, জাতি, সমাজ বা দেশের প্রতি শ্রদ্ধাতর্পণ বিধান করিব,—এইরূপ বিচার প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু বা আত্মমঙ্গলকামীর বিচার নহে। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার আছে, এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আছে, ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে মায়াবাদ, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তমতবাদ, ভূতপ্রেত উপাসনা, সহজিয়ামতবাদ, অতিবাড়ী মত প্রভৃতি আছে বলিয়া সেই সকল প্রদেশের লোক যদি স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রত্যেকেই অকৈতব অদ্বিতীয় নিত্য আত্মধর্ম্মকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে বঞ্চিত হইবে কে? "উড়িষ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমাকে অতিবাড়ী মতকেই

সমর্থন করিতে হইবে, বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া সহজিয়া-মতেরই স্তাবক হইতে হইবে, রাজা রামমোহন রায়ের সমাজে বর্দ্ধিত হইয়াছি বলিয়া যে কোন ভাবে ঐ মতকেই স্থাপন করিতে হইবে বা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া খৃষ্টীয় মতবাদের পরিপুষ্টি ও পরিশিষ্টরূপে যদি আরও অনেক উচ্চতর বিচারের কথা থাকিয়া থাকে, তাহা নিরপেক্ষভাবে শ্রবণই করিব না, "এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সত্যানুসন্ধিৎসা বা সত্যপ্রীতি নহে। আবার সত্যানুসন্ধিৎসা বা সত্যপ্রীতির ছলনায় আধ্যাক্ষিকতা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মধর্ম্মকে পরিমাপ করিবার চেষ্টারূপ যে দ্বিতীয় প্রকার প্রাদেশিক অর্থাৎ পার্থিব বুদ্ধির উদয় হয়, তাহাও সত্যানুসন্ধিৎসা নহে। সত্যানুসন্ধানের আবরণে নিত্যকল্যাণপ্রদ আত্মধর্ম্মকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় রাজা রামমোহনের তিব্বতে অভিযান বা দেশবিদেশীয় ধর্ম্মের আলোচনাও প্রাদেশিক বুদ্ধির প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। পার্থিব বুদ্ধি বা মাটিয়া বুদ্ধি প্রাদেশিক বুদ্ধিরই জননী। কোনও এক মনোধর্ম্ম প্রচারক শিবলিঙ্গের ঘরে মুষিককে ঘৃতসিক্ত প্রদীপ অপহরণ করিতে দেখিয়া বিচার করিয়াছিলেন, "যে ভগবানের নিজের নৈবেদ্য রক্ষা করিবারই সামর্থও নাই, সেই ভগবান্ আবার অপর কাহাকে রক্ষা করিবেন?" হয়ত' তিনি সেই বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নিজ প্রাদেশিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও সত্যানুসন্ধিৎসার অভিনয় করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা প্রাদেশিকধর্ম্মবর্জ্জন নহে, প্রাদেশিকবুদ্ধি-বিসর্জ্জনও নহে—অন্য আকারে, অন্য প্রতীকে প্রাদেশিক অর্থাৎ মাটিয়া বুদ্ধিরই প্রতি অধিকতর নিষ্ঠা প্রদর্শন বা সর্ব্বতোভাবে বরণ। তিনি প্রাদেশিক চক্ষু লইয়া যে প্রাদেশিক মাটিয়া বস্তুই দেখিয়াছিলেন, একথা তিনি ধরিতে পারেন নাই। তাঁহার মনীষা, তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার বিচক্ষণতা প্রাদেশিক বুদ্ধিকেই সত্যানুসন্ধিৎসার আত্মবঞ্চক প্রচ্ছদপটে সাজাইয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলন। সেরূপ সত্যানুসন্ধিৎসার অভিনয় পার্থিব বুদ্ধিরই অধিকতর নিন্দিত মূর্ত্তি। আবার ঐরূপ সত্যানুসন্ধিৎসার অভিনয়ে পার্থিব বুদ্ধিকে অধিকতর আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনার দিকে পরিচালিত করিবার জন্য তথাকথিত

সমন্বয়বাদের এক অভিনয় মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। সকলের সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিক বুদ্ধিকেই সমর্থন করিবার অভিনয়ে গোঁজামিল দিয়া সর্ব্বচিত্তরঞ্জক তথাকথিত সমন্বয়বাদের আবির্ভাব হইয়াছে। 'একমাত্র আত্ম-ধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মই পরমধর্ম্ম', এই কথা বলিলে সকল প্রাদেশিক বুদ্ধিজাত ধর্ম্মমতবাদসমূহ সমভাবে মস্তক উঁচু করিয়া রাখিতে পারে না, এজন্য 'যেখানে যত প্রাদেশিক মতবাদ স্বষ্ট হইয়াছে, সকলই সমান', এই মৌলিকতার লোক ভুলাইয়া নিজের প্রাদেশিক বুদ্ধিজাত মতবাদকে প্রবল করিবার যে কৌশল, তাহাই জনমনোরঞ্জক সমন্বয়বাদ।

প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু প্রাদেশিক বুদ্ধির অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন নিন্দিত-সংস্করণ ঐ সকল মতবাদ হইতে সতর্ক থাকিবেন। "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং", "এতাবানের লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥", "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে", "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" প্রভৃতি বিচার হইতে যে সর্ব্বপ্রকার প্রাদেশিক-বুদ্ধি-বিবর্জ্জিত নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমোপাস্য সর্ব্ববিধ কপটতা-লক্ষণ-রহিত নিত্য আত্মধর্ম্মের অবস্থান, তাহা যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে প্রকাশিত হউক না কেন, সেখান হইতেই গ্রহণ করিতে হইবে। পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশেচ্ছু নিত্যমঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি এবং সত্যপ্রিয় সাধক মাত্রেই এ বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন—প্রাদেশিকবুদ্ধি হইতে যে সকল মতবাদ স্বষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা আত্মধর্ম্মের বিরোধী এবং অনাত্ম ধর্ম্মের আপাত-মিত্র—এই লক্ষণ দেখিয়া সর্ব্বদা সেই সকল মতবাদ হইতে দূরে থাকিবেন। ঐ সকল মতবাদী নিত্য আত্মধর্ম্মকে প্রাদেশিক বা একঘেয়ে ধর্ম্ম নামে কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু নিরপেক্ষভাবে, সুস্থচিত্তে এ সকল কথা বিচার করিতে হইবে, বিচার করিবার কালে পরমেশ্বরের নিকট নির্ম্মল অন্তঃকরণে আর্ত্তি ও নিবেদন জানাইতে হইবে অর্থাৎ

সতত যুক্ত, প্রীতিপূর্ব্বক ভজনশীল চিত্তে যে বিচার ও বুদ্ধিযোগ, তদ্দ্বারাই প্রাদেশিক বুদ্ধি হইতে জীব নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন। কোন প্রকার পার্থিব বা মাটিয়া বুদ্ধিতে আসক্ত থাকিলে অকৈতব সত্যের সন্ধান লাভ হইতে পারে না। সাধু সাবধান!!

—❖—

অপরাধী

আধুনিক চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদের আখড়া হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি একটি অনধিকারচর্চ্চামূলক মূর্খতাব্যঞ্জক কটাক্ষপাত হইয়াছিল। তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মকে দোষারোপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মে যেমন পাপের "শুচিবাই" আছে, তেমন বৈষ্ণবধর্ম্মেও প্রতি পদবিক্ষেপে অপরাধের আতঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রত্যেক কথায় কথায় অপরাধের ভয়! ঠাকুরের সেবা করিতে যাইবে, পান হইতে চূণ নড়িলেই সেখানেও অপরাধ—সেবাপরাধ, ধামাপরাধ—কত কি অপরাধ!

চিজ্জড় সমন্বয়বাদীর ঐ উদারতার উক্তিতে যথেচ্ছাচারিতাই ধর্ম্ম বলিয়া সমাদৃত হইতেছে। অপরাধ ও পাপের বাস্তব অস্তিত্বকে অন্ততঃ মুখে ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া না দিলে যথেচ্ছাচারিতার ধর্ম্ম অবাধগতিতে চলিতে পারে না। যাহাদের মতে মুড়ি ও মিশ্রি, সাধু ও অসাধু, সত্য ও মিথ্যা, বিষ্ঠা ও চন্দন উভয়ই এক, তাহাদের মুখে ঐরূপ বিচার কিছু অযৌক্তিক নহে। কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গোমাংস—ভক্ষণকে 'ধর্ম্ম' বলিয়া থাকেন। চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী 'সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়' করিতে গিয়া উভয়কেই সমান আসনে স্থাপন করেন, অর্থাৎ গো-খাদক ও তাহা হইতে নিবৃত্ত ব্যক্তিগণ উভয়েই তাঁহাদের মতে বিভিন্ন পথে ধর্ম্মই যাজন করিতেছেন, কাজেই তাঁহাদের বিচারে সে ক্ষেত্রে

পাপ বলিয়াও কিছুই নাই। এই সকল চিন্তাস্রোত পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় আধুনিক নারী-প্রগতির দিনে কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'স্ত্রী-জাতি কোন একটি বিশেষ পুরুষে আবদ্ধ হইয়া না থাকিলে তাহার অধর্ম্ম হইবে, এরূপ গোঁড়ামির ধর্ম্ম আমরা স্বীকার করিব না,—ইহা সেকেলে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি-মাত্র। ধর্ম্ম হইবে সার্ব্বজনীন ও উদার, অর্থাৎ যথেচ্ছাচারিতা।

পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন সান্ধ্য-ভ্রমণের ময়দানে বা পার্কে নারী-প্রগতির ঐরূপ উদার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্য-চক্ষু ঐরূপ পরপুরুষ ও পররমণীয় প্রকাশ্য মিলনকে অধর্ম্মের চক্ষে দেখিতে সেখানকার উদারধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন, উহা 'স্বর্গীয়প্রেম'।

যাহা হউক, ঐরূপ উদার ধার্ম্মিকগণ পাপ ও অপরাধ, স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠ, এই উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারায় সাত্বত-ধর্ম্মবিদগণের ভাণ্ডারে সাত্বতধর্ম্মের গুহ্য সম্পদ সংরক্ষিত রহিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মে কোন পাপের আবাহন নাই। পাপ ও পুণ্যের অতীত না হইলে বৈষ্ণবধর্ম্মে সুষ্ঠু দীক্ষালাভ হয় না। ভগবদ্ভক্ত স্বভাবতঃই নিষ্পাপ ও পরম পবিত্র। পাপ ও পুণ্যের সহিত প্রকৃতির সম্বন্ধ আছে, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব অপ্রাকৃত। স্বর্গ-প্রাকৃত ভোগময় নশ্বর স্থান; আর বৈকুণ্ঠ—অপ্রাকৃত হরিসেবাময় অবিনশ্বর ধাম। অপর-ধর্ম্মের পাপবিচার ও শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের হরিসেবার প্রতিবন্ধক দূরীকরণাভিলাষে 'অপরাধ' বা অনর্থবিচার সম্পূর্ণ পৃথক।

পাপ হইতে অপরাধ স্বতন্ত্র বস্তু, অপরাধ জিনিষটি আত্মধর্ম্মযাজনে অনর্থ বা বাধা; কাজেই সাধনাবস্থায় যাঁহারা অপরাধকে গায়ের জোরে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদের যথেচ্ছাচারিতা ভুবনমোহিনী মায়ারানীরই চেড়ী মাত্র। সম্ভোগবাদী বা কৃষ্ণাপরাধী মায়াবাদী বস্তুতঃ অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী হইয়াও আপনাকে "অপরাধী" ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু বিপ্রলম্ভভজনবিজ্ঞগণ সর্ব্ব অপরাধ

হইতে নিত্যসিদ্ধভাবে চিরবিমুক্ত হইয়াও দৈন্যভরে আপনাদিগকে "অপরাধী" জ্ঞান করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভুর "জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ" প্রভৃতি উক্তিই ইহার প্রমাণ।

আমার নিত্য অর্থ বা প্রয়োজন যে কৃষ্ণসেবাসুখতাৎপর্য্যরূপ ভগবৎপ্রেম, সেই প্রেমের পথে যে সকল অর্গল, যবনিকা বা প্রতিবন্ধক আমি চেতনজীবসূত্রে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া নিজেই আনয়ন করিয়াছি, তাহাই আমার অপরাধ। আমি অপরাধী—ভোগী ও ত্যাগী সাজিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি। অপকট সেবক হইতে পারিলে আর সেই অপরাধ বা প্রতিবন্ধক নাই।

কর্ম্মমার্গের লোক নিত্য পঞ্চসূনা পাপ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি ভক্তিমার্গ-প্রবেশের ছলনা করায় পাঁচ প্রকার অপরাধ করিতেছি। কৃষ্ণের গরু, কৃষ্ণের ভোগের বাতাস, জল, ফল বা পঞ্চভূত এগুলিকে কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত না করিয়া মাঝপথে আমি আমার নিজের ভোগের জন্য আটক করিয়াছি। কৃষ্ণের গরুর দুধ পান করিয়া—কৃষ্ণের ভোগ্য আকাশ, বাতাস, আলোক উপভোগ করিয়া আমি কৃষ্ণসেবা—বিমুখ জীবন নির্ব্বাহে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছি, সুতরাং আমি কৃষ্ণের শান্তরসের সেবক গো-বেত্রাদির নিকট অপরাধী।

সকলেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্য দাস, দেবদেবীগণও স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্য ভৃত্য, কিন্তু আমি কৃষ্ণের সেবকসম্প্রদায়কে নিজের বহির্ম্মুখ দাস্যে নিযুক্ত করিয়াছি। ভগবানের গৃহের ভৃত্য আমার পদপ্রক্ষালনের জল যোগাইতেছে, আমি তাহাদিগের নিকট হইতে নানাভাবে পরিচর্য্যা আদায় করিতেছি, দেবদেবীগনকে দিয়া আমার বহির্ম্মুখ সংসারের সুখ-সুবিধার নফরগিরি করাইয়া লইতেছি, সুতরাং আমি রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদির চরণে অপরাধী।

কতকগুলি লোককে আমার সখা বা বয়স্য সাজাইয়া লইয়াছি। প্রহ্লাদের আদর্শের আনুগত্যে বয়স্যগনকে হরিকথা—শ্রবন-কীর্ত্তন-

সেবার সুযোগ দানের পরিবর্ত্তে তাহাদিগের সহিত গ্রাম্য-রহস্যে দিন কাটাইতেছি। তাঁহারা আমার ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের ইন্ধন যোগাইতেছে, আমি কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পন-যজ্ঞ ভুলিয়া গিয়াছি, কাজেই আমি শ্রীদাম, সুদামাদির চরণে অপরাধী।

কোন মাতা বা পিতার সন্তানরূপে পৃথিবীতে আসিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে আমার বর্হির্মুখ জীবন-যাপনের উপযোগী স্তন্য ও দ্রবিণ অনুক্ষণ দোহন করিতেছি, নিজে কৃষ্ণসেবায় সমর্পিতাত্মা হইতে পারি নাই বলিয়া তাঁহাদিগকেও কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছি। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পোষণের জন্য তাঁহাদেরও অন্যাভিলাষকে পোষণ করিতেছি, সুতরাং আমি শ্রীযশোদা ও শ্রীনন্দের চরণে অপরাধী।

আমি গৃহস্থ সাজিবার ইচ্ছায় বৈধপত্নী গ্রহণ করিয়াছি, মনে করিতেছি যে, আমি যখন অবৈধ ইন্দ্রিয়-চালনায় রত নহি, তখন আমার কোন অসুবিধা নাই, আমি পুণ্যবান ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের কথা ভুলিয়া গিয়াছি,—হরিসেবার অন্যমনস্ক ব্যক্তির নিকট বৈধপত্নীরূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি ছলে ধীরে ধীরে স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পুরুষাভিমানীর পাতিত্য সঙ্ঘটন করায় ; যেমন পথিক পথে তৃণাচ্ছাদিত কূপের অস্তিত্ব জানিতে না পারিয়া সুকোমল নবদুর্ব্বাদল-শোভিত তৃণের উপর পদসংস্পর্শলালসায় চলিবার সময় অকস্মাৎ অজ্ঞাতসারে অন্ধকূপে পতিত হইয়া যায়, হরিসেবায় অন্যমনস্ক আমারও সেই অবস্থাই হইয়াছে। আমি বৈধপত্নীর পুণ্যময় সহবাস ও শুশ্রূষা গ্রহণ করিতে গিয়া একপত্নীব্রতধর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অপরাধী হইয়াছি। আবার পরোঢ়া ও অনূঢ়া কামিনীগণের দর্শনে যখন আমার চিত্ত সম্ভোগরসের প্লাবনে উদ্বেলিত হয়, তখন আমি অদ্বিতীয় – গোপবধূ-লম্পট শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধ করিয়া বসি। ভুলিয়া যাই আমার স্বরূপ, ভুলিয়া যাই আমার নিত্যধর্ম্ম, আর ভুলিয়া যাই আমার নিত্য-সেব্য বস্তুর কথা। একচেটিয়া যাঁহার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণ—যিনি

অপ্রাকৃত সম্ভোগরসের অদ্বিতীয় বিগ্রহ, আমি তাঁহার সম্ভোগযজ্ঞের একটি ইন্ধন মাত্র, আমি ত' সম্ভোগী নহি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বীর্য্যবতী বাণী সেবোন্মুখচিত্তে ধারন না করিলেই বলদেবের বলকে হারাইয়া ফেলি; তখন নানাভাবে অপরাধী হইয়া বসি, তখনই সেবকাভিমানের পরিবর্ত্তে সেব্যাভিমান আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক জীব যখন আমাকে সেবা করিবার প্রলোভন দেখায়, তখন যদি আমি তাঁহাদিগের সেই বৃত্তিকে শ্রীগোবিন্দের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধিকা শ্রীমতীর কৃপাবৃত্তিরূপে দর্শন করিয়া তৎপ্রতি আমার নমস্কার বিধান না করি, অর্থাৎ আমাকে হরিকীর্ত্তনময়ী ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া সকলকে হরি-কথা-শ্রবন-কীর্ত্তনের সহায়করূপে বরণ না করি, তাহা হইলে আমার অমঙ্গল ও পতন অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা আমার প্রতি সেবার প্রলোভন দেখান, তাঁহারা বস্তুতঃ আমার ন্যায় পশুপ্রকৃতিকে কষাঘাত করিয়া – আমার চক্ষে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া আমার অনর্থগুলিকে দেখাইয়া দিতেছেন। তাঁহারা এই শিক্ষাই দিতেছেন, - "পঞ্চ-প্রকারে কৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইও না, তুমি স্বরূপতঃ হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্যদাস, তোমার স্বরূপের সেবাব্রত গ্রহণ কর।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি অকপটে কবে নিবেদন করিতে পারিব ?—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী ক কশ্চন।
পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥
ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম।
ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো॥

উক্তাভিমান বা ভজনকারীর অভিমান আর আচার্য্যাভিমান বা আচার্য্যাদাসাভিমানর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে। ভজনকারীর অভিমানে 'আমি দয়ার প্রার্থী' এইরূপ বিচার আর আচার্য্যাভিমানে 'আমি জীবে দয়া করিয়া ভগবানের প্রীতিবিধান করিব' —এই বিচার প্রবল। যদিও উভয়-বিচারই কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-তাৎপর্য্যপর, তথাপি

একটি মাধুর্য্য ও অপরটি ঔদার্য্যভাব-প্রধান। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীরূপ-সনাতনাদি বিষয়-বিগ্রহ ও আশ্রয়বর্গ ভক্তাভিমান করিয়া গোবর্দ্ধনে আরোহণ করেন নাই। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ আচার্য্যাভিমানে গোপালদেবের আদেশে তাঁহার সেবার জন্য গোবর্দ্ধনে আরোহণ করিয়াছেন। চটকপর্ব্বতে আচার্য্যগণের আসন হইয়াছে। **তাঁহাদের সেবকাভিমানে তথায় আচার্য্য ও আচার্য্যসেবকগণ আরোহণ করেন।"**

—❖—

নরক

অনেকেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, "নরক" বা "স্বর্গ" নামক কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বা দেশ-বিদেশের অস্তিত্ব আছে কি না, অথবা পৃথিবীতে যে সকল যাতনা এবং সুখৈশ্বর্য্য-ভোগের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐগুলিই নরক ও স্বর্গ?

আধুনিক জড়বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে অনেকে নরক ও স্বর্গকে ধর্ম্মভীরু লোকের প্রতি "সেকেলে" শাস্ত্রকারগণের প্রদর্শিত "জুজুর ভয়" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা মনে করেন, বিংশ শতাব্দীতে নরক বা স্বর্গের গল্পগুলি অচল মুদ্রা মাত্র। আধুনিক যুগেই যে কেবল এই জাতীয় চিত্তবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে; পূর্ব্বযুগের চার্ব্বাকাদি দার্শনিকগণও 'নরক' ও 'স্বর্গের' অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। নরকের অস্তিত্বকে ধামাচাপা না দিলে যথেচ্ছ ও অপ্রতিহত ভোগ ও নানাপ্রকার লাম্পট্যে কোমর বাঁধিয়া নামা যায় না। দস্যুতস্কর বা ব্যভিচারী ব্যক্তিগণ রাজার বিচারলয় বা রাজদন্ডসমূহকে যে ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিবার ইচ্ছা করিবে, ইহাতে যুক্তিবিরুদ্ধও কিছুই নাই। বদ্ধমানবের নির্জীব বিবেক পাপের প্রতি সময় যে অতি ক্ষীণ যুযুৎসা প্রকাশ করে, সেই বিবেক-

বুদ্ধিটুকুকে নির্য্যাতিত ও সম্পূর্ণ চলচ্ছক্তি-রহিত দিতে হইলে নরকের অস্তিত্ব অস্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর নাই। শাস্ত্র নরকাদির ভয় দেখাইয়া অত্যন্ত ভগবদ্বহির্ম্মুখ ও পাপকার্য্যে রুচিবিশিষ্ট ভোগী ব্যক্তিগণকে যে শাসন করিয়াছেন, সেই শাসন অমান্য করিতে হইলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সুযোগ লইয়া নরকাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করাই ভোগী শাস্ত্রবিদ্রোহীগণের একমাত্র অস্ত্র। নাস্তিকতা ও জগতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি আস্থা এবং ভোগপিপাসার প্রবৃত্তি যতই প্রবল হইবে, ততই ঐ সামান্য শাস্ত্র–শাসনটুকুর প্রতিও মানুষ বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে অর্থাৎ নরকাদির অস্তিত্বকে অস্বীকার করিবে।

ভগবদ্ভক্তের কিন্তু ‘নরক’ বা ‘স্বর্গ’ লইয়া গবেষণা করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। নরক বা স্বর্গের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব তাঁহার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার নহে। কারণ, অহৈতুক ভগবদ্ভক্ত নরকাদির ভয়ে ভীত হইয়া ভগবদ্ভজনে রুচি-বিশিষ্ট কিম্বা স্বর্গের লোভে লুব্ধ হইয়াও ধর্ম্ম যাজন করিতে ধাবিত হন না। নরক, ভয়ে ভীত ও স্বর্গ-সুখে লুব্ধ হইয়া মানবজাতির হৃদয়ে যে—সকল ধর্ম্ম-যাজনের স্পৃহা উদিত হয়, তাঁহাকে ‘শুদ্ধ-ভক্তি-ধর্ম্ম’ বলা যাইতে পারে না; তাহা ‘লৌকিক ধর্ম্ম’ মাত্র। ভগবদ্ভক্ত পাপ বা পুণ্য এই কোন বস্তুকেই চাহেন না, বা তাহাতে প্রবৃত্ত হন না। পাপ-ফলে নরকভোগ ও পুণ্য-ফলে স্বর্গ লাভ হয়। যাঁহারা পাপী অথচ কথঞ্চিৎ পরিমাণে পাপভয়েও ভীত, তাঁহারাই নরকভয়ে ভীত হইয়া পুণ্য-জনক কর্ম্মে প্ররোচিত হন। অনেক সময় নরকভয়ে ভীত হইয়া অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ হৈতুকী ভক্তি-যাজনে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ ব্যক্তিগণের যদি অহৈতুক শুদ্ধভক্তের সঙ্গ অর্থাৎ তাঁহার শ্রীমুখে একান্ত ভগবদ্ভক্তির বাণী-শ্রবন ও তদনুশীলন করিবার উত্তরোত্তর অকপট স্পৃহা ও প্রচেষ্টা বৃদ্ধি হয়, তবেই তাঁহাদের হৃদয় হইতে নরকভয়-জন্য ভগবদ্ভক্তি-যাজনের হেতুমূলা স্পৃহা বিদূরিত হইতে পারে এবং হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণের সহিত ভগবদ্ভক্তি—যাজনই যে নির্ম্মল আত্মার ধর্ম্ম, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন। এইরূপ

ক্ষেত্রে ঐসকল ব্যক্তির যে প্রাথমিক নরকভয় ও তাহা হইতে পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া সামান্য-ভক্তিজীবনে প্রবেশের অভিলাষ ও চেষ্টা, তাঁহাকে শুভজনক বলা যাইতে পারে। কিন্তু, নরকভয় যদি কেবল পাপ-পথ মাত্র পরিত্যাগ করাইয়া লৌকিক পুণ্যপথে প্ররোচিত করে, তাহা হইলে সেইরূপ পুণ্য-কামনা মন্দের ভালো মাত্র; তাহা কোন আত্যন্তিক বা নিত্যমঙ্গলজনক ব্যাপার নহে। নরক ও স্বর্গ উভয়ই কর্ম্মের নাগরদোলার নিম্ন ও ঊর্দ্ধ অবস্থান মাত্র। নরকের কঠোর হস্ত কখনও দন্ডযোগ্য ব্যক্তিকে দুঃখের অগাধ-জলে নিমজ্জিত করে, আর স্বর্গের সুকোমল হস্ত ঐ ব্যক্তিকে কিছু সময়ের জন্য সেই যাতনা হইতে হাঁপ ছাড়িবার অবকাশ দেয়। কিন্তু, স্বর্গসুখের পশ্চাতেই আবার নরক-যোগ্য-দণ্ড-প্রদানের নির্ম্মম হস্ত অপেক্ষা করিতে থাকে। স্বর্গ-সুখ যেন নরকযাতনারই অগ্রদূত।

চার্ব্বাক তাঁহার প্রত্যক্ষ—জ্ঞানের দ্বারা নরকলোকের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও এই জগতের প্রত্যক্ষ দুঃখরূপ নরককে অস্বীকার করিতে পারেন নাই, বলিতে বাধ্য হইয়াছেন,—

"কন্টকাদি-জন্যং দুঃখমেব নরকম"

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাক্-দর্শন, ১২)

তাৎপর্য্য—কন্টকাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখই নরক।

নরকের কোন বিশিষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে কি না, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুকদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"শ্রীরাজোবাচ—নরকানাম ভগবন কিং দেশবিশেষা অথবা বহিস্ত্রিলোক্যা অহোস্বিদন্তরাল ইতি।"

মহারাজ পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করিলেন,— "হে ভগবন, নরকসকল এই পৃথিবীর কোন স্থান-বিশেষে, অথবা ত্রিলোকের বহির্ভাগে কিম্বা অন্তরালে অবস্থিত? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন,—

"শ্রীঋষিরুবাচ— অন্তরাল এব ত্রিজগত্যাস্তু দিশি দক্ষিণস্যামধস্তাদ ভূমেরুপরিষ্টাচ্চ জলাদ যস্যামগ্নিস্বাত্তাদ্যঃ পিতৃগণা দিশি স্বানাং গোত্রাণাং পরমেণ সমাধিনা সত্যা এবাশিষ আশাসানা নিবসন্তি। যত্র হ বাব ভগবন পিতৃরাজ্যে বৈবস্বতঃ স্ববিষয়ং প্রাপিতেষু স্বপুরুষৈর্জন্তুষু পরেতেষু যথা— কর্ম্মাবদ্যং দোষামেবানুল্লঙ্ঘিত – ভগবচ্ছাসনঃ সগণো দমং ধারাযতি।"

শ্রীঋষি (শুকদেব) কহিলেন,— নরকসমূহ-ত্রিলোকীর অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে ভূতলের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরকসমূহের অবস্থান। ঐদিকে অগ্নিস্বত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ পরম সমাধি-যোগে ভগবানের ধ্যান এবং স্ব-স্ব-গোত্রোদ্ভব ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া বাস করিতেছেন।

ঐস্থানে পিতৃরাজ ঐশ্বর্য্যশালী রবিপুত্র যম সপার্ষদে পরমেশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া মৃত্যুর পর (তাঁহার দূতগণের দ্বারা) তাঁহার অধিকার-মধ্যে আনীত প্রাণীগণের স্ব-স্ব-কর্ম্মানুসারে দোষাদোষের বিচার-পূর্ব্বক দন্ড প্রদান করিতেছেন।

বিভিন্ন নরকের বিভিন্ন সংস্থান ও তাহাদের নাম ও সেই সকল নরকে পাপিব্যক্তিকে যে যে যাতনা প্রদান করা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহারও বিস্তারিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়—

"তত্র হৈকে নরকানেকবিংশতিং গণয়ন্তি। অথ তাংস্তে রাজন নামরূপলক্ষণতোহনুক্রমিষ্যামঃ। তামিস্রোহন্ধতামিস্রো রৌরবো মহারৌরবঃ কুম্ভীপাকঃ কালসূত্রমসিপত্রবনং শূকরমুখমন্ধকূপঃ কৃমিভোজনঃ সন্দংশস্তপ্তশূর্ম্মির্বজ্রকন্টকশাল্মলী বৈতরণী পূয়োদঃ প্রাণরোধো বিশসনং লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমবীচিরয়ঃ পানমিতি। কিঞ্চ ক্ষারকর্দ্দমো রক্ষোগণভোজনঃ শূলপ্রোতো দন্দশূকোহবটনিরোধনঃ পর্য্যাবর্ত্তনঃ সূচিমুখ-মিত্যষ্টাবিংশতির্নরকা বিবিধযাতনাভূময়ঃ।"

সেই স্থানে কেহ কেহ নরকের সংখ্যা একবিংশতি বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ, আমি নাম, রূপ ও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া আপনার নিকট সেই সকল নরকের কথা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন;—'তামিস্র', 'অন্ধতামিস্র', 'রৌরব', 'মহারৌরব', 'কুম্ভীপাক', 'কালসূত্র', অসিপত্রবন', 'শূকরমূখ', 'অন্ধকূপ', 'কৃমিভোজন', 'সন্দংশ', 'তপ্তশূর্ম্মি, 'বজ্রকন্টকশাল্মলী', 'বৈতরণী', 'পূয়োদ', 'প্রাণরোধ', 'বিশসণ', 'লালাভক্ষ', 'সারমেয়াদন' 'অবীচি' ও 'অয়ঃপান',—এই একবিংশতি নরক। এতদ্ভিন্ন 'ক্ষারকর্দ্দম', 'রক্ষোগণভোজন', 'শূলপ্রোত', 'দন্দশূক', 'অবটনিরোধন', 'পর্য্যাবর্ত্তন' এবং 'সূচিমুখ' নামে আরও সাতটি নরক আছে। সর্ব্বসাকুল্যে এই অষ্টাবিংশতি নরক—নানাবিধ যন্ত্রণার স্থান।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে (৩/৩০/২৯) শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে জানাইয়াছেন,—

অত্রৈব নরকঃ স্বর্গ ইতি মাতঃ প্রচক্ষ্যতে।
যা যাতনা বৈ নারক্যস্তা ইহাপ্যুপলক্ষিতাঃ॥

হে মাতঃ এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ—

তত্ত্ববিদগণ ইহাই কহিয়া থাকেন। নরকে যে সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এইজগতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত বাক্যের দ্বারা কপিলদেব জানাইয়াছেন যে, নরক ও স্বর্গের নির্দ্দিষ্ট লোক বা স্থান আছে, তদ্রূপ এই পৃথিবীতেও নানা যাতনা ও ভোগ সুখের মধ্যে সেইসকল নরক ও স্বর্গ লোকের ক্লেশাদির চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা মাতৃকুক্ষিতেই নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, কেহ বা মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণকালে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়া আজন্ম উপদংশ, গলিতকুষ্ঠ বা নানা ক্লেশকর ব্যাধিতে পীড়িত হয়, কেহ বা জ্ঞান লাভ করিয়া মানসিক তাপে চিরকাল

তপ্ত থাকে, কেহ বা অত্যন্ত দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া খাদ্যাদির অভাবে শিশুকালেই ক্লেশ পাইতে থাকে, কেহ বা পেগু ও কোয়েটার ভূমিকম্পে, কেহ বা হিংস্রজন্তুর মুখ-বিবরে, কেহ বা জলপ্লাবনে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে, এরোপ্লেন ও ট্রেন, মোটরযানাদির সংঘর্ষে নানা প্রকারে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে।

কর্ম্মফলবাধ্যজীব মাতৃকুক্ষিতেই নরক ভোগ করে। মাতৃগর্ভে কিরূপে নরক-ক্লেশ ভোগ হয়, তৎসম্বন্ধে দেবহূতিনন্দন কপিল দেবহূতিকে এবং শচীনন্দন গৌরহরি শচীমাতাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত (ম ১ / ২০৩-২৪০) বর্ণিত আছে;—

মাতুর্জগ্ধান্নপানাদ্যৈরেধদ্ধাতুরসম্মতে।
শেতে বিণ্মূত্রয়োর্গর্ত্তে স জন্তুর্জন্তুসম্ভবে॥
কৃমিভিঃ ক্ষতসর্ব্বাঙ্গঃ সৌকুমার্য্যাৎ প্রতিক্ষণম।
মূর্চ্ছামাপ্নোত্যুরুক্লেশস্তত্রত্যৈঃ ক্ষুধিতৈর্মুহুঃ॥
কটুতীক্ষ্ণোষ্ণলবণ—ক্ষারাম্লাদিভিরুল্বণৈঃ।
মাতৃভুক্তৈরুপস্পৃষ্টঃ সর্ব্বাঙ্গোত্থিতবেদনঃ॥
উল্বেন সংবৃতস্তস্মিন্নন্ত্রৈশ্চ বহিরাবৃতঃ।
আস্তে কৃত্বা শিরঃ কুক্ষৌ ভুগ্নপৃষ্ঠশিরোধরঃ॥
অকল্যঃ স্বাঙ্গচেষ্টায়াং শকুন্ত ইব পঞ্জরে॥
তত্র লব্ধস্মৃতির্দৈবাৎ কর্ম্ম জন্মশতোদ্ভবম।
স্মরন দীর্ঘমনুচ্ছ্বাসং শর্ম্ম কিং নাম বিন্দতে॥
আরভ্য সপ্তমান্মাসাল্লব্ধবোধোহপি বেপিতঃ॥
নৈকত্রাস্তে সূতিবাতৈর্বিষ্ঠাভূরিব সোদরঃ॥

(ভাঃ ৩।৩১।৫-১০)

সেই জীব মাতৃভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং তাঁহার অনভিপ্রেত হইলে তাঁহাকে প্রাণিগণের উৎপত্তিস্থান মলমূত্রগর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। সেই গর্ত্তমধ্যে তত্রস্থ ক্ষুধার্ত্ত কৃমি-সকল সুকুমার দেহখানি পাইয়া ঐ জীবের সর্ব্বাঙ্গ নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে; তাহাতে সে নিরতিশয় ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া মুহুর্ম্মহুঃ মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। গর্ভধারিনী দুঃসহ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ, অম্লাদি যেসকল রস ভক্ষণ করেন, সেই সকলের সহিত গর্ভস্থ জীবের দেহ সংযুক্ত হওয়াতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মে। সে ভিতরে জরায়ু-দ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ী-দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষিদেশে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করে। সুতরাং পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গর্ভ-মধ্যেই বাস করিয়া থাকে। ঐ গর্ভ মধ্যে ঐ জীবের দৈবক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কৃতকর্ম্মের স্মৃতি উদিত হয়। তখন ঐ জীব শত শত জন্মের পাপকর্ম্মসমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। এইরূপে জীব যখন সপ্তমমাসে পদার্পণ করে, তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু প্রসব-কারণ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া সমানোদর-জন্মা বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় একস্থানে স্থির হইয়া অবস্থিত হয় না।

জন্মের পূর্ব্বে বদ্ধজীবের মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে যেরূপ নরক ভোগ করিতে হয়, হরিসেবাবিহীন ও জড়বিষয়ে আসক্ত হইয়া এই জগৎ হইতে চলিয়া যাইবার কালে সেইরূপ যাতনা ভোগ করিতে করিতে নরক গমন করিতে হয়। জড়াসক্ত জীব কিরূপে প্রেরিত হয়, তাহার চিত্রও শ্রীমদ্ভাগবত প্রদান করিয়াছেন,—

এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ॥
যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ।
স দৃষ্ট্বা ত্রস্তহৃদয়ঃ শকৃন্মূত্রং বিমুঞ্চতি॥

যাতনা — দেহ আবৃত্য পাশৈর্ব্বদ্ধা গলে বলাৎ।
নয়তো দীর্ঘধবানং দন্ড্যং রাজভটা যথা ॥
তয়োর্নিভিন্নহৃদয়স্তর্জ্জনৈর্জাতবেপথুঃ।
পথি স্বভির্ভক্ষ্যমাণ আর্ত্তোহঘং স্বমনুস্মরন ॥
ক্ষুত্তৃটপরীতোহর্কদবানলানিলৈঃ
সন্তপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে।
কৃচ্ছেণ পৃষ্ঠে কষয়া চ তাড়িত —
শ্চলত্যশক্তোহপি নিরাশ্রমোদকে ॥
তত্র তত্র পতন শ্রান্তো মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিত।
পথা পাপীয়সা নীতস্তমসা যমসাদনম ॥
যোজনানাং সহস্রাণি নবতিং নব চাধবনঃ।
ত্রিভির্মুহূর্ত্তৈর্দবাভ্যাং বা নীতঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ ॥
আদীপনং স্বগাত্রাণাং বেষ্টয়িত্বোল্মুকাদিভিঃ।
আত্ম মাংসাদনং ক্কাপি স্বকৃত্তং পরতোপি বা ॥
জীবতশ্চান্ত্রাভ্যুদ্ধারং শ্বগৃধ্রৈর্যমসাদনে।
সর্পবৃশ্চিকদংশাদ্যৈর্দশদ্ভিশ্চাত্মবৈশসম।।
কৃন্তনঞ্চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম।
পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো রোধনঞ্চাম্বুগর্ত্তয়োঃ ॥
যাস্তমিস্রান্ধতামিস্র-রৌরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ ॥
ভুঙক্তে নরো বা নারী বা মিথঃ সঙ্গেন নিম্মিতাঃ ॥
(ভাঃ ত/৩০/১৮-২৮)

কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত ব্যক্তি এই অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয় স্বজনের সাতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অধীর হয়; অবশেষে সে নষ্ট-বুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

তাহার মৃত্যু-সময়ে সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদুতদ্বয় আসিয়া

উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ত্রস্ত হৃদয় হয় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে।

অনন্তর ঐ যমদূতদ্বয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূল দেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষেরা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে।

যমদূতগণের তিরস্কার বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুক্কুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতেরা তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতপ্ত বালুকা পরিপূর্ণ; তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা পানীয় জল নাই; ঐব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতেরা তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে; সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়।

শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পদস্খলিত ও বারম্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; আবার চেতনাতা লাভ করিয়া পাপ-বহুল অন্ধকারময় পথদ্বারা যমসদনে নীত হয়।

যে পথে যমগৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ নিরানব্বই সহস্র যোজন। যমদূতেরা কোন কোন ব্যক্তিকে বা দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সুতরাং সেই পাপী ব্যক্তি যখন যমসদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায় – কোথায়ও জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা গাত্র বেষ্টিত করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথায়ও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথায়ও বা আপন মাংস আপনিই ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ

কুক্কুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ নাড়ী সকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে; কাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল খন্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—এই সকল যাতনা সে ভোগ করিয়া থাকে।

অন্ধতামিস্র, রৌরব প্রভৃতি যতপ্রকার নরক-যন্ত্রণা পরস্পরের পাপ-সংসর্গ জন্য নির্মিত হইয়াছে, ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি পুরুষই হউক আর নারীই হউক, সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

—❖—

ভক্তভাব

জড় জগতে অস্থায়িভাবের আদর্শসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। আর অপ্রাকৃত রাজ্যে নিত্যসিদ্ধ স্থায়িভাব সেবকগণে প্রকাশিত হয়। সেবকের দিক হইতে যে ভাব, তাহা ভক্তভাব। আর সেবক হইতে সেব্যের সেবাগ্রহণের জন্য যে নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহা ভগবদ্ভাব।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ঔদার্য্যময়ী লীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া ভগবানের সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি পঞ্চতত্ত্বাত্মক ঔদার্য্যবিগ্রহ গৌররূপে স্বয়ং দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিরসে কিরূপে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হয়, তাহা তত্তদরসের বিভিন্ন ভক্তগণকে জানাইয়াছেন। তাহাঁরই প্রকাশতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বাৎসল্য, দাস্য ও সখ্য—এই তিনভাবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহায় হইয়া নিজ অনুগত ভক্তবৃন্দের নিত্যসিদ্ধভাবের ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছেন। অবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তাবতার শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দাস্য ও সখ্য এই দুইভাবে নিজ অনুগবৃন্দকে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীবাসাদি

শুদ্ধভক্ত, শ্রীগদাধর পণ্ডিতাদি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ নিজ নিজ বিশিষ্ট এক একটি রসে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছেন। অতএব ভক্তলীলা অঙ্গীকারকারী স্বয়ংরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর চারিটি ভক্তভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর; স্বয়ংপ্রকাশ প্রভুতত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দের দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য—তিন ভক্তভাব এবং ভক্তবতার প্রভুতত্ব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর দাস্য, সখ্য—এই দুইটি ভক্তভাব। ইহারা তিনজনেই ভগবদ্বস্তু হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর—মহাপ্রভু বা স্বয়ংরূপ এবং দুইজন প্রভু যথাক্রমে স্বয়ংপ্রকাশ ও স্বাংশ মহাবিষ্ণুর অবতার। পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম শক্তিতত্ত্ব ও ভক্ততত্ত্ব শক্তিমজ্জাতীয় বা বিষয়জাতীয় তত্ত্ব নহেন, তাঁহারা আশ্রয়তত্ত্ব। শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরামানন্দ, শ্রীরূপাদি শক্তিতত্ত্বসমূহ মধুররসে কৃষ্ণসেবা করেন। তাঁহাদের প্রত্যেকরই একটি রস, মহাপ্রভু বা প্রভুতত্ত্বের ন্যায় একাধিক রস নাই। শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তের একমাত্র দাস্যরস, তাঁহাদেরও একাধিক রস নহে।

শুদ্ধভক্ত ও অন্তরঙ্গ ভক্ত বলিতে ইহা মনে করিতে হইবে না যে, শ্রীবাসাদি বহিরঙ্গ ভক্তমাত্র। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি শ্রীমতী রাধিকা মধুররসের মূর্ত্ত্যবিগ্রহ। গদাধর, স্বরূপ, রামানন্দ, শ্রীরূপাদিত সেই শ্রীরাধিকার অনুরূপ বা অনুগত মধুর রস নিত্যসিদ্ধভাবে বর্ত্তমান বলিয়া তাঁহাদিগকে অন্তরঙ্গভক্ত মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। আর শ্রীবাসাদির শুদ্ধ দাস্যরস বলিয়া তাঁহারা শুদ্ধভক্তের আদর্শরূপে গণিত হইয়াছেন।

মহাপ্রভু বা নিত্যানন্দপ্রভু বিষয়তত্ত্ব হইলেও তাঁহারা যথাক্রমে চার, তিন ও দুই "ভক্তভাব" দেখাইয়াছেন। ঔদার্য্যময়ী লীলায় ভগবদ্ভাবে ভক্তগণের নিকট হইতে রসাস্বাদনের লীলা অর্থাৎ মাধুর্য্যময়ী কৃষ্ণলীলার আদর্শ প্রকাশ না করায় মহাপ্রভুকে, গৌরনাগরী সাজাইবার ভোগবুদ্ধি নিরস্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ, রাম-নৃসিংহ-বরাহ রূপপ্রদর্শন-

প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া শ্রীচৈতন্যাবতারের ভক্তভাবময়-লীলার কথা জানাইয়াছেন। সুতরাং অবতারী স্বয়ংরূপের রাসাদি লীলা বা পারকীয়া রসাস্বাদনলীলা ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলায় প্রকাশিত হয় নাই, তাহা মাধুর্য্যময়ী কৃষ্ণলীলারই বৈশিষ্ট্য। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

যশোদানন্দন হইলা শচীর নন্দন।
চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করে আস্বাদন॥
* * * *
বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য – তিন ভাবময়।
সেই নিত্যানন্দ – কৃষ্ণচৈতন্য-সহায়॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি ভক্ত অবতার।
কৃষ্ণ অবতারিয়া কৈলা ভক্তির প্রচার॥
সখ্য, দাস্য – দুইভাব সহজ তাঁহার।
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার॥
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ।
নিজ নিজ ভাবে করেন চৈতন্য-সেবন॥
পণ্ডিত – গোসাঞি আদি যাঁর যেই রস।
সেই সেই রসে কৃষ্ণ হয় তাঁর বশ॥
তিঁহ শ্যাম, - বংশীমুখ, গোপবিলাসী।
ইঁহ গৌর, - কভু দ্বিজ, কভু ত' সন্ন্যাসী॥
অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি'।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে "প্রাণনাথ" করি"॥
(চৈঃ চঃ আ ১৭শ ২৭৫, ২৯৫-৯৬, ২৯৮-৩০৩)

শ্রীগৌরসুন্দর পারকীয় গোপললনাগণের কামোদ্দীপক শ্যামরূপ, বংশীমুখ বা বিলাসিনাগর নহেন। পরন্তু তিনি সেই অপ্রাকৃত কামদেবের মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধিকার স্বাভাবিক গৌররূপ এবং সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতাবর্জ্জিত দ্বিজ ও সন্ন্যাসীরূপধারী। তাঁহার এই

নিত্যরূপের ও নিত্যভাবের বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইতেই গৌরকৃষ্ণে ভোগ বুদ্ধিময় অশ্রৌত 'গৌরনাগরী' মতবাদ কল্পিত হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রী অদ্বৈতপ্রভু পরমেশ্বর বা বিষয়তত্ত্ব বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে একাধিক ভাবের আদর্শ আছে। কিন্তু শক্তিতত্ত্ব বা আশ্রয়তত্ত্বের একাধিকভাবের যুগপৎ অবস্থান সম্ভব নহে। আশ্রয়তত্ত্বগণ যাঁহাদের যেই ভাব, সেই ভাবই পূর্ণ ও সর্ব্বোত্তম—এই উপলব্ধিতে সেই ভাবাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চারিটি ভক্তভাবের আদর্শ আছে বলিয়া তাঁহার অনুগত ভক্তগণে চারিটি সেবকোচিত নিত্যসিদ্ধভাব দেখিতা পাওয়া যায়। যেমন, শ্রীবাসাদিতে দাস্যভাব, শ্রীনিত্যানন্দাদিতে সখ্যভাব, পুরীগোস্বামী প্রভৃতিতে বাৎসল্যভাব, গদাধর–স্বরূপ–রামানন্দাদিতে মধুরভাব। শ্রীনিত্যানন্দে তিনটি ভাব আছে বলিয়া তাঁহার অনুগমণ্ডলীতে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য—এই তিনরসে ভগবৎসেবার আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অনুগমণ্ডলীর মধ্যে দাস্য ও সখ্যরস দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর শাখায় প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহাতে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ মধুররসে কৃষ্ণসেবার আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্রজের সখা ও দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দের শিষ্যসূত্রে সখ্য ভাব এবং শ্রীরূপানুগ শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর গণে প্রবিষ্ট হওয়ায় মধুর ভাব যুগপৎ শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর সেবা-আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে ঈশ্বরকোটির মধ্যে গণ্য করা হয়। এ জন্য তাঁহাতে যুগপৎ একাধিক ভাবের অবস্থান অসম্ভব নহে।

জড়বিশেষরহিত যে শান্তভাব নির্ব্বিশেষবাদী ব্যক্তিগণে দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা ভগবদপরাধী অসুরগণ যে প্রস্তরাদি অচেতনগতি

লাভ করে, শান্তভাবের ভক্তগণের গতি তদ্রূপ নহে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ লীলার বিরোধী; কিন্তু শান্তভাবাপন্ন ভগবদ্ভক্তগণ লীলার অনুকূল। চিন্মাত্রবাদী মায়াবাদী বা অচিন্মাত্রবাদী বৌদ্ধের প্রাপ্য অবস্থার সহিত শান্তভাবের ভক্তগণের অবস্থাকে সমান মনে করিলে বিশেষ অপরাধে পতিত হইতে হইবে এবং তাহা সিদ্ধান্ত ও যুক্তিসম্মতও নহে। যমুনার জল, যমুনার বালি, কৃষ্ণের হাতের বেত্র, বলদেবের শিঙ্গা প্রভৃতি জড় বা অচিৎ পদার্থ নহে। তাঁহারা চিন্ময় ও কৃষ্ণেরইন্দ্রিয়তর্পণসেবার অনুকূল। দাস্যরসে যে মমতা, তাহা শান্তরসে পরিস্ফুট নহে—ইহাই পার্থক্য। কিন্তু মমতা পরিস্ফুট না হইলেও তাঁহারা অখন্ডকালে অনুক্ষণ কৃষ্ণসেবার আনুকূল্য বিধান করিতেছেন। তাঁহাদের পদবী অত উন্নত বলিয়াই ব্রহ্মা, উদ্ধবাদি ব্রজে তৃণগুল্মলতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার অভিলাষ করিয়াছেন।

আসামহো চরণ-রেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য পথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দ-পদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম।।
(ভাঃ ১০।৪৭।৬১)

যাঁহারা দুস্ত্যজ পতিপুত্রাদি আত্মীয়জন এবং লোকমার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতিসমূহের অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণ পদবীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, অহো, আমি বৃন্দাবনে সেই গোপীগণের চরণ-রেণুভাক গুল্মলতাদির মধ্যে কোন একটি স্বরূপে জন্ম লাভ করিব।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার ব্রজবিলাসস্তবে বলিয়াছেন—

যৎ কিঞ্চিৎ তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হই তৎ
সর্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরম।
শাস্ত্রৈরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টঙ্কিতং যাঞ্চয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেণ তদিদং সর্ব্বং ময়া বন্দ্যতে॥

(ব্রঃ স্তব ১০২)

গোষ্ঠে যাহা কিছু তৃণ-গুল্ম-কীট-পতঙ্গাদি, তৎসমস্তই সর্ব্বানন্দময়,

মুকুন্দের প্রিয় ও তাঁহার লীলার বিশেষ অনুকূল। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে ব্রহ্মা উদ্ধবাদির প্রার্থনাতে ইহা পুনঃ পুনঃ সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমি তৎসমস্ত বস্তুর বন্দনা করি।

গোলোকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চভাব এবং বৈকুণ্ঠে শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্য—এই আড়াই প্রকার রস আছে। সখ্যের দুইটি ভাগ—একটি গৌরব সখ্য, অপরটি বিশ্রম্ভ সখ্য। গৌরব সখ্যে সখা ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ বা নিজ উচ্ছিষ্টাদি প্রদান করিতে পারেন না—গৌরব বুদ্ধিতে সখ্যভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ জন্য সখ্যের উত্তরার্দ্ধ একমাত্র গোলোক বা ব্রজেই দেখা যায়, বৈকুণ্ঠের সখাগণে তাহা নাই। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করিবার পর কৃষ্ণকে সখা প্রভৃতি বলায় বা তাঁহার দ্বারা সারথ্য করায় অর্জ্জুনের অপরাধ হইয়াছে—বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজের সখাগণের কৃষ্ণের প্রতি সেরূপ গৌরবভাব উদিত হয় না। বৈকুণ্ঠের শান্ত-দাস্য হইতে ব্রজের শান্ত-দাস্যের বৈশিষ্ট্য আছে। ব্রজের শান্ত-দাস্য অধিকতর চমৎকারিতাময় ও ঐশ্বর্য্য-গন্ধহীন। নারায়ণের বহু ঐশ্বর্য্য আছে দেখিয়া বৈকুণ্ঠের দাসগণ নারায়ণের দাস্যে আকৃষ্ট। কিন্তু গোপেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের গোধনের সেবা ও অন্যান্য ঐশ্বর্য্য-বিহীন সেবাকার্য্যে রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি ব্রজস্থ দাসগণের কৃষ্ণদাস্যের স্বাভাবিক অনুরাগ। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যহীন ব্যক্তিত্বই আকর্ষক—অন্য কিছু নহে।

বৈকুণ্ঠ ও গোলোকে কিম্বা ব্রজের মধ্যেই বিভিন্ন রসের ও ভাবের যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা তত্তদরসিকগণের প্রত্যেকের নিকটই পূর্ণ। কেবল তটস্থ হইয়া বিচার করিলে অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট তারতম্যের অনুভব হয়। বৈকুণ্ঠে অপ্রাকৃত দেহের নাভির ঊর্দ্ধদেশ হইতে উন্নতাঙ্গের দ্বারা নারায়ণের সেবা এবং ব্রজে অপ্রাকৃত দেহের নাভির নিম্নাঙ্গ প্রদেশের দ্বারাও সেবা, অর্থাৎ অপ্রাকৃত আনখকেশাগ্র সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণ সেবার বৈশিষ্ট্য বিচার থাকিলেও ইহা মনে

করিতে হইবে না যে, বৈকুণ্ঠের সেবকগণ নাভির নিম্নদেশ হইতে পদদেশ পর্য্যন্ত অঙ্গসমূহ নিজের ভোগকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। যেখানে কুণ্ঠ-ধর্ম বিগত হইয়াছে, সেখান আত্মভোগের কোন কথা নাই। তবে বৈকুণ্ঠের সেবকগণের মর্য্যাদা-বিচারের মধ্যে নিম্নাঙ্গের দ্বারা সেবার আদর্শ প্রকাশিত নহে। যাহারা জড়মায়াবদ্ধ কর্ম্মফলবাধ্য জীব, তাহাদের জন্যই বৈকুণ্ঠস্থ সেবকগণ নিম্নাঙ্গের দ্বারা বা সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা আত্মভোগের আদর্শ কুণ্ঠরাজ্যে সংরক্ষিত করিয়াছেন। যাহারা স্বরূপবিভ্রান্ত হইয়া গোলোকে স্বরূপের অবস্থান বিদিত নহে, তাহারাই সর্ব্বাঙ্গকে মায়িক জগতের ভোগকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে।

—❖—

গৃহস্বার্থ ও মঠস্বার্থ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহার ‘তত্ত্ববিবেক’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“নিঃস্বার্থপরতা আকাশ-কুসুমের ন্যায় একটি নিরর্থক বাক্যবিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, ইহাদ্বারা অক্লেশে নিজসুখ সাধিত হয়। ‘নিঃস্বার্থ’ শব্দ শুনিয়া অন্য স্বার্থপ্রিয় লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয়–সাধন সহজ হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রীপুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর ? যদি এই সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আত্মানন্দ-লাভের জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। সমস্ত ধর্ম্মসুখই স্বার্থ। ভগবৎ প্রীতিও-স্বার্থ। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ; যেহেতু ‘স্বভাব’ শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই স্বভাব, নিঃস্বার্থ অত্যন্ত অস্বাভাবিক।”

উক্ত বিচার অনুধাবন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, স্বার্থই যখন আমাদের নিত্যস্বভাব, তখন আমরা হয় নিজের দেহ ও দেহসম্পর্কিত বস্তুসমূহের যথা স্ত্রী, পুত্র, অর্থ, গৃহ প্রভৃতিভোগ্যবস্তুর ক্ষণভঙ্গুর

স্বার্থের অনুসন্ধান করিব, না হয় পরম নিত্যবস্তু বা তৎসম্পর্কিত বস্তু ও ব্যাপারসমূহের যথা অধোক্ষজ ভগবান ও তদনুগত সেবকবৃন্দের স্বার্থের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিব।

যাঁহারা কৃষ্ণৈকশরণ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাধুর সঙ্গ লাভ করেন নাই বা তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণের স্বার্থসাধন-ব্রতে দীক্ষিত হন নাই, তাঁহারা স্বস্ব দেহগেহাদির স্বার্থকেই বহুমানন করেন। যে স্থানে ভগবান বাস করেন, যেখান ভগবানের সেবার অনুশীলন হয়, যথায় ভগবৎসেবকগণ নিরন্তর হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করেন ও অপরকে নানাপ্রকার সেবার সুযোগ দিয়া থাকেন, যেস্থান হরিকীর্ত্তনকারীগণের সঙ্ঘারাম, সেই ভগবৎগৃহ বা মঠাদির সর্ব্বপ্রকার স্বার্থের জন্য একমাত্র পরমসৌভাগ্যবস্তু দীক্ষিত ব্যক্তিগণের অকৃত্রিম ও অপ্রতিহতা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়।

সদগুরুর পাদপদ্মের নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয় করিয়াও যদি আমাদের গৃহস্বার্থই মুখ্য এবং মঠস্বার্থ গৌণ বা লোক দেখাইবার মত ব্যাপারবিশেষই হয়, তাহা হইলে আমরা মঙ্গলের পথে এখনও প্রবিষ্ট হই নাই জানিতে হইবে। কেহ কেহ মন করিতে পারেন যে, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থগণই মঠের স্বার্থ দেখিবেন, আমরা গৃহস্থ, গৃহের স্বার্থ দেখাই আমাদের কার্য্য, সময় সময় গৌণভাবে মঠের জন্য কিছু সেবা(?) করিয়া দেওয়া কিম্বা কোন অন্যাভিলাষ চরিতার্থ বা প্রতিষ্ঠাদি লাভের জন্য মঠের সেবার অভিনয় করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, ইহা অপেক্ষা বেশি কিছু আন্তরিক চেষ্টা দেখাইলে আমাদের ও গৃহস্থ-পরিজনের স্বার্থের বিশেষ ক্ষতি হয়। এইরূপ বিচার তাঁহাদেরই হৃদয়ে প্রবল—যাঁহারা কেবল শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াছেন, বস্তুতঃ গুরুপাদপদ্মের নিকট উপনীত হন নাই এবং তাঁহার চিত্তবৃত্তির অনুসরণের পথ হইতে বহু দূরে বিক্ষিপ্ত আছেন।

আমরা গৃহী হই, আর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীই হই, মঠস্বার্থই আমাদের ধ্যান, ধারণা, ধ্রুবানুস্মৃতি ও যথাসর্ব্বস্ব না হইলে কিছুতেই আমাদিগকে

মায়ার সংসার পরিত্যাগ করিবে না এবং কৃষ্ণপাদপদ্মেও আমাদের প্রীতি হইবে না। যিনি যতটা অকৃত্রিম মঠস্বার্থপর, তিনিই ততটা হরি-গুরুবৈষ্ণবে প্রীতিবিশিষ্ট। যাঁহার মঠস্বার্থপরতা নাই অথচ তাঁহার গুরুভক্তি বা কৃষ্ণভক্তি আছে,—ইহা বলিতে যাওয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র।

'সন্ন্যাসী', 'ব্রহ্মচারী' ও 'বানপ্রস্থ', এমন কি, 'মঠবাসী'নাম ধারণ করিয়াও বা মঠের বিবিধ কার্য্যে বিপুল আড়ম্বরপূর্ণ চেষ্টা ও তৎপরতা দেখাইয়াও আমরা আন্তরিকভাবে মঠস্বার্থকে গৌণ ও দেহ-গেহ-স্বার্থকেই মুখ্য করিয়া ফেলিতে পারি, অথবা লোক-দৃষ্টিতে মঠস্বার্থপরতার অভিনয়কে বাহন করিয়া স্ব-স্ব অপস্বার্থ পূরণ করিয়া লইতে পারি। অতএব ঐরূপ 'ভাবের ঘরে চুরি' থাকিলে আমাদের মঙ্গলের পথ চিররুদ্ধই থাকিল। 'মঠস্বার্থ বলিতে ইহাই বুঝায় যে, সমস্ত অন্যাভিলাষ হইতে মুক্ত হইয়া বা মুক্ত হইবার আন্তরিক চেষ্টা করিয়া একান্ত শরণাগত হয়ে প্রবৃত্তির সহিত শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি-সাধন। সাংসারিক কার্য্য হইতে বিরাম লাভের পর একবার করিয়া মঠে হাজিরা দিয়া গেলাম, অথবা মনে করিলাম,—"আমি মঠের একজন শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছি, ইহাই ত' যথেষ্ট, কিংবা আমি নিজের গৃহে থাকিয়া সদাচারাদি পালন করিতেছি, তাহাতেই ত' মঠের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে, অথবা আমি মাসিক কিছু চাঁদা প্রদান করিতেছি, না হয়, কিছু কিছু কার্য্য করিয়া দিতেছি, ইহাতেই ত' মঠের স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে" প্রভৃতি আচার ও বিচারগুলি প্রকৃত মঠস্বার্থ ব্যক্তির আদর্শ নহে। গৃহব্রত ব্যক্তি যেরূপ সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া চিরদাসখত লিখিয়া দিয়া অত্যন্ত আসক্তি ও স্বাভাবিক রুচির সহিত গৃহের সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ অনুক্ষণ অনুসন্ধান করে, তদপেক্ষাও অধিকতর স্বাভাবিক আসক্তি ও রুচি লইয়া মঠের স্বার্থানুসন্ধানই মঠের সত্য সত্য সেবা। মঠের জন্য 'আঠা' না জন্মিলে, স্বাভাবিক মমতা না জন্মিলে এবং তাহাই প্রধানরূপে সমগ্র জীবন ও আন্তরিকতাকে আত্মসাৎ না

করিলে কেবল মঠসেবার বাহ্য অভিনয় গুরু-বৈষ্ণবকে ফাঁকি দিবার বা কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার চেষ্টার ন্যায় আত্মবঞ্চনা মাত্র।

অকপট ও একান্ত পূর্ণ মঠস্বার্থপর ব্যক্তিকেই আমরা 'মুক্ত' বলিব, আর গৃহস্বার্থপর ব্যক্তিকেই 'বদ্ধ' বলিব। খুব বেশী সৌভাগ্য না থাকিলে জীবের এই মঠস্বার্থপরতা জীবনের ব্রত হইতে পারে না। যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব ও ভগবানকে ফাঁকি দিয়া চালাকি করিয়া 'ভগবানের সেবক'—নাম আদায় করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট শুদ্ধকীর্ত্তন সঙ্ঘারাম মঠের সেবকগণ হয় ত' মঠসেবার কিছু আনুকূল্য চাহিলে তাঁহারা অনেক সময় বলিয়া থাকেন,—"আমাদের গৃহেই গৌরাঙ্গের সেবা, নারায়ণের সেবা প্রতিষ্ঠিত আছেন, আমরা তোমাদিগকে ভিক্ষা দিব কেন?" যদিও তাঁহারা কোন কোন সময়ে কিছু কিছু দ্রব্য প্রদান করিয়া মঠ সেবকগণকে বিদায় দেন, তাঁহাদের সেই দান (?) মঠস্বার্থের চতুঃসীমানার মধ্যেও প্রবেশ করে না; তাঁহারা কেবল চক্ষুলজ্জায় বা হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য মঠসেবকগণকে কিছু প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দান পূর্বক গৃহের স্বার্থে অভিনিবিষ্ট হইতে পারিলেই যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। নরকভাক্ ব্যক্তিগণেরই গৃহস্বার্থের প্রতি আকর্ষণ এবং বৈকুণ্ঠযাত্রিগণের মঠে স্বার্থের প্রতি স্বাভাবিক অকৃত্রিম রুচি হয়।

আমরা অর্চ্চনকারী গৃহস্থের গৃহস্থের অভিনয় করিয়া যদি আমাদের গৃহদেবতার সেবার নামে মঠের শ্রীগুরুপাদপদ্ম-মনোহভীষ্ট-সেবাকে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলি, তাহা হইলে গৃহে অর্চ্চনের অভিনয় করিবার নামে আমাদের কার্য্যতঃ গৃহসেবা বা গৃহস্বার্থপোষণই হইয়া যায়, মঠস্বার্থ অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবসেবা-স্বার্থত বহু দূরে পড়িয়া থাকে; আমরা গৃহেই বদ্ধ হইয়া পড়ি, মুক্ত বৈকুণ্ঠপথের পথিক হইতে পারি না। গৃহস্থের অর্চ্চন একান্ত অবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু গৃহে অর্চ্চনের আড়ম্বর বাড়াইয়া গৃহভোগের প্রচ্ছন্ন প্রবৃত্তি বা গৃহস্বার্থপরতা প্রবল করিয়া ফেলিলে অনর্থ মুক্তির উপায় ও উপেয়স্বরূপ মঠস্বার্থপরতায় শৈথিল্য আসিয়া যায়। গৃহস্থ অর্চ্চন পরিত্যাগ করিবেন না, কিম্বা

গৃহস্থের সন্তান-সন্ততিগণ অর্চ্চনবিমুখ হইয়া সদাচারহীন হইবেন না; কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই মনে রাখিতে হবে ও প্রতি কার্য্যের মধ্যে কার্য্যতঃ ইহাই অনুশীলন করিতে হইবে যে, মঠস্বার্থের অনুকূল্য করিবার জন্যই তাঁহাদের অর্চ্চনাদি কার্য্য। যে অর্চ্চন, যে ভজন, যে হরিনাম গ্রহণ ও যে সকল তৎপরতা গৃহস্বার্থপরতাকে সঙ্কুচিত করিয়া মঠস্বার্থপরতায় অধিকতর উৎসাহী করিয়া না দিবে, সেরূপ অর্চ্চন, ভজন, তৎপরতা বা হরিনাম গ্রহণাদি অভিনয়ে নিশ্চয়ই অপরাধ প্রবেশ করিয়াছে।

গৃহস্থই হই, আর সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীই হই, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তনস্থলী, শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত বৈষ্ণবগণের হরি-গুরু-বৈষ্ণব-নিকেতন শ্রীমঠে অকৃত্রিম আপনবুদ্ধিই আমাদের পরম মঙ্গলের সেতু। মঠে আপনার বুদ্ধি স্বাভাবিক না হইলে বলিয়া কহিয়া, মারিয়া ধরিয়া কাহাকেও তৎপ্রতি প্রেম শিক্ষা দেওয়া যায় না; কেন না, প্রেমজিনিষটি—স্বাভাবিক, স্বার্থও—স্বাভাবিক। স্বার্থকে প্ররোচনা-দ্বারা শিক্ষা দেওয়া যায় না, স্বার্থ স্বয়ং প্রকাশিত ও বিকশিত হয়।

পরলোকগত শ্রীপাদ সন্তোষ কৃষ্ণ প্রভুর সেবা অনেকের নিকট অপরিজ্ঞাত এবং তিনি নিজেও তাঁহার প্রকটকালে আপনাকে এরূপভাবে প্রদর্শন করিতেন যে, যেন তিনি একজন নগণ্য মঠসেবকও হইতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেবা-কার্য্যের মধ্যে মঠ-স্বার্থপরতার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ দেখা যাইত যে, তাহা দেখিয়া আমাদের জীবনে এখন ধিক্কার আসিতেছে। তিনি তাঁহার গৃহের বিষয়-সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ একদিনের জন্যই দেখেন নাই; কিম্বা সম্পত্তির আয়ের এক কপর্দ্দকও বৃদ্ধি হউক, এরূপ চেষ্টা করেন নাই, অথচ সেই ব্যক্তিই মঠের চাঁদা ও ভিক্ষা বৃদ্ধির জন্য কিরূপ আন্তরিক চেষ্টাই না দেখাইয়াছেন। কেহ তাঁহাকে আদেশ না করিলেও বা কোনরূপে প্ররোচনা না দিলেও তিনি যেন পাকাগৃহকর্ত্তার ন্যায় মঠের বিভিন্ন দ্রব্যাদি স্বেচ্ছায় গুছাইয়া রাখিতেন, মঠের একটা না একটা স্বার্থের

জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত দেখা যাইত, অথচ একদিনও তিনি সে সকল সেবা-কার্য্য ঘুণাক্ষরেও লোককে জানাইয়া করেন নাই। আমরা কেহ কেহ মঠের প্রচারের আনুকূল্যে কিছু অর্থাদি সাহায্য বা শারীরিক পরিশ্রমাদি করিয়া পারমার্থিক সংবাদপত্রের স্তম্ভে, অথবা ধামপ্রচারিনী সভায়, কিংবা শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের প্রশংসাসূচকে বাক্যের মধ্যে আমাদের কথার উল্লেখ দেখিতে না পাইলে "মঠের সেবা করিয়া কোন লাভ নাই, মঠ নিরপেক্ষ বিচারক নহেন, আমাদের জয় গান করেন না, সুতরাং কোমর বাঁধিয়া গৃহের স্বার্থই দেখিব, আর মঠের স্বার্থে সময়, অর্থ ও জীবন নষ্ট করিব না"—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া থাকি। কিন্তু যে মহাত্মার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি 'জয়শ্রী'র সেবা-কার্য্যে কত প্রকারে যে অর্থ দিয়াছেন, মুটে-মজুরের ন্যায় নিরন্তর কত যে খাটিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু সংবাদপত্রের স্তম্ভে তাঁহার প্রশংসা দেখিবার জন্য, এমন কি, মঠ সেবকের তালিকার মধ্যে তাঁহার নামটি উঠাইবার জন্য তিনি ঘুণাক্ষরেও কোন কথা বলেন নাই, অথচ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি,—মঠের স্বার্থ দেখিবার চেষ্টা ক্রমশঃই তাঁহার বাড়িয়া যাইতেছিল।

অনেক সময় আমরা কেহ কেহ মঠের নানা গুরুভার, কার্য্যের জটিলতা, কিংবা নানালোকের নানাপ্রকার গঞ্জনা ও কানাকানি শুনিয়া মঠের সংস্রব পরিত্যাগ করাকেই সমীচীন মনে করি; কিন্তু আমাদের হৃদয়ে অকৃত্রিম মঠ স্বার্থপরতা থাকিলে আমরা জীবনে-মরণে মঠসেবা ছাড়িয়া অন্য কোন অবস্থানে অবস্থিত হইবার স্বপ্নকেও ক্লেশকর মনে করিব। মঠ ছাড়া আমার আর একটি অবস্থান আছে, আমার গৃহ আছে, আমার আশ্রয়-স্থান আছে, আমার দ্বিতীয় অবলম্বন আছে, এরূপ বুদ্ধির আভাসও বর্হিন্মুখতা হইতেই উদিত হয়। মঠসেবাসর্ব্বস্ব ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও ঐরূপ দুর্ব্বদ্ধির উদয় হইতে পারে না।

বাহিরের সাধারণ লোক অর্থাৎ যাঁহারা ভক্তি রাজ্যে প্রবিষ্ট হন নাই, তাঁহারা গৃহস্বার্থ না দেখিয়া মঠস্বার্থ দেখিবার আদর্শকে নৈতিক অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারেন,—কিংবা হয় ত' ঐজাতীয় বহিন্মুখ

লোক বলিতে পারেন,—"স্বাবলম্বনবৃত্তি, আত্মনির্ভরতা, পরার্থিতা প্রভৃতির অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবদের পিত্ত বৃদ্ধি করিবার বা পিত্ত দমন করিবার 'আড্ডা'স্বরূপ মঠাদির প্রতি আসক্তিদ্বারা কি শুভফল হইবে? যাঁহারা হরিসেবার স্বরূপ বুঝেন নাই, যাঁহারা গ্রাম্য পশুর ন্যায় ভোগ ও ত্যাগ বৃত্তি বিশিষ্ট, মায়াদেবীর লগুড়ই যাঁহাদের প্রাপ্য বস্তু, সেইরূপ ব্যক্তিগণের ন্যায় বুদ্ধি ও বিচার সদগুরুপাদপদ্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের চরিত্রে কিছুতেই বহুমানিত হইতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পীঠস্বরূপ তাহাঁরই কীর্ত্তনস্থলী, সৎসঙ্গের দুর্গস্বরূপ মঠের সেবা যদি 'বাস্তব সত্য' বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া তাহাঁরই স্বার্থের জন্য আমাদিগকে চিরব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী—সকলেরই গুরুসেবা।

প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায়,—যাঁহারা মঠস্বার্থপর নহেন, মঠের সহিত যাঁহাদের সংযোগ দৃঢ় হয় নাই বা নাই, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিতও তাঁহাদের সংযোগ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিত্তবৃত্তি কোন দিকে চলিয়াছে, তাঁহার সিদ্ধান্ত কি, তাঁহার প্রকৃত আচার-প্রচার কি, তাঁহার মনোহভীষ্ট কি, তাঁহার আদর্শ কি, মঠস্বার্থে উদাসীন ব্যক্তি তাহা কিছুই ধরিতে পারেন না। সেইরূপ ব্যক্তি যেন বাহিরের লোকের মত, পরের মত, চোরের মত—সময় সময় মঠে বেড়াইতে আসেন বা গৃহের কোন স্বার্থ-সাধনোদ্দেশ্যে সময় সময় মঠে আসিয়া চকিত-দর্শন দেন এবং মঠস্বার্থপর গুরু-বৈষ্ণব-বৃন্দের ক্রিয়া—কলাপের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অপরাধী হইয়া পড়েন ও সামান্য পূর্ব্বসুকৃতিটুকুও একেবারে হারাইয়া ফেলেন। মঠস্বার্থপর ব্যক্তিগণ অনেক সময় গৃহস্বার্থপর ব্যক্তিগণকে সেরূপ আদর অভ্যর্থনা ক্রিয়া বঞ্চনা করিতে পারেন না বলিয়া গৃহস্বার্থপর ব্যক্তিগণ দুঃখিত ও হত শ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। অল্প কথায় বলিতে গেলে মঠস্বার্থপর না হইতে পারিলে কোনদিনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুপ্রসন্নতা লাভ করিতে পারিব না। শ্রীগুরুপাদপদ্মবের সুপ্রসন্নতা লাভ না হইলে আমাদের মঙ্গলোদয়ও হইবে না।

মঠস্বার্থপরতা যাহার যতটা কম তাহার ততবড় অনর্থের ছিদ্রে মায়াদেবী নানাপ্রকার তাণ্ডব রচনা করিবে। কখনও হয় ত' হৃদয়দৌর্ব্বল্য আনিয়া অসৎসঙ্গে আসক্তি ও সদাচারভ্রষ্ট করাইবে, কখনও হয় ত' অধিকতর কপট করিয়া তুলিয়া গুরু- বৈষ্ণবের চ'ক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার কুবিদ্যা শিক্ষা দিবে, কখনও হয় ত' পঞ্চায়িতী ভক্তি ও পাঁচমিশালি ধর্ম্মের সুবিধাবাদে প্রলুব্ধ করিয়া তুলিবে এবং ক্রমে ক্রমে নারকী গৃহব্রত, না হয় 'পাষণ্ড'—ত্যাগিব্যক্তিগণেরই অন্যতম করিয়া তুলিবে।

যাঁহারা মঠস্বার্থ অপেক্ষা স্বতন্ত্র স্বার্থ অধিক পোষণের জন্য দীক্ষার অভিনয়, ত্যাগের অভিনয় বা সেবার অভিনয় করিয়া থাকে, তাঁহারা অচিরেই পতিত হইয়া স্ব-স্ব-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথকভাবে অপরাধের তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ করে।

মঠের কোন না কোন প্রকার সুযোগ লইয়া নিজের দেহ গেহের সুবিধা করিয়া লইব,—এরূপ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিই গৃহস্বার্থপর। এরূপ ব্যক্তি অন্যাভিলাষী,—হরি-গুরু বৈষ্ণবসেবাভিলাষী নহেন। হৃদয়ে ঐরূপ অপস্বার্থপর প্রবৃত্তি দেখা যাইবা-মাত্রই সাধকের সতর্ক হওয়া উচিৎ, তজ্জন্য শ্রীগুরু–বৈষ্ণবের চরণে প্রতিনিয়ত অকপট আর্ত্তির সহিত বিজ্ঞপ্তি করিয়া নিজের মঙ্গল বাঞ্ছা করা কর্ত্তব্য। মঠসর্ব্বস্বতা – মঠস্বার্থপরতাই আমাদের প্রকৃত পারমার্থিক জীবন, আর গৃহসর্ব্বস্বতা বা গৃহস্বার্থপরতার দিকে একটি মাত্র পদবিক্ষেপও মৃত্যুর দিকে অভিযান।

—❖—

সংসার ও ভক্তি

অনেকে সংসারে অনাসক্তভাবে বাসের উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বা বহির্ম্মুখ-সংসারকেই ভগবানের আদিষ্ট কর্ত্তব্য-পালনের স্থান মনে করিয়া মুখে ভগবানের দোহাই মাত্র দিয়া মনকে সান্তনা প্রদান

পূর্ব্বক সংসারের নানা প্রকার জ্বালা-যন্ত্রনা-সত্ত্বেও সংসার ভোগেই প্ররোচিত করিয়া থাকেন। লৌকিক ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সংসারে অধিকভাবে অভিনিবিষ্ট হইবার উপদেশের ছলে এই সকল প্ররোচনা পাওয়া যায়। আবার মায়াবাদি-সম্প্রদায় সংসারের সকল জিনিষের অনিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণসংসারেরও অনিত্যতা প্রচার করিয়া থাকে। যাহারা এই উভয় প্রকার চিন্তাস্রোতের ঘূর্ণিপাকে পতিত, তাহারা সংসারবর্ত্ত হইতে কোন দিন উদ্ধার লাভ করিতে পারে না, তাহাদের ভক্তিলাভ ত' হয়ই না। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় ব্যথিত হইয়া খট্টাভঙ্গে ভূমি-শয্যা অবলম্বনের ন্যায় কেহ কেহ যে সাময়িক সংসার-বৈরাগ্য বা শ্মশান বৈরাগ্য প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহার প্রতিক্রিয়া সংসারের প্রতি প্রবল আসক্তিই জন্মাইয়া দেয়। সৌভরি প্রভৃতি ঋষি সংসারে বৈরাগ্য প্রদর্শন করিবার পরও সংসার ভোগের পুনরাসক্তি দেখাইয়াছিলেন। কৃষ্ণে আসক্তি ব্যতীত—কৃষ্ণের সহিত নিত্যসম্বন্ধ-স্থাপন ব্যতীত অনাসক্তির ছলনাও দ্বিতীয় প্রকার সংসার বা নাস্তিকতা। নিরীশ্বর নাস্তিকগণ বা তথাকথিত সেশ্বর কর্ত্তব্য-পালন-বাদিগণ সংসার আবর্ত্তে পতিত দুর্গত জীব।

সংসারসক্তি জীবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; সংসার প্রবৃত্তি প্রত্যেক জীবেই স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক বৃত্তি বা স্বাভাবিক ধর্ম্মকে কখনও উচ্ছেদ করা যাইতে পারে না। স্বভাবের যে বিকৃতি বা বিপথ-গমন, তাহারই মোড় ফিরাইয়া দিলে অকৃত্রিম স্বভাব নিত্য স্বাস্থ্য ও মঙ্গল আনয়ন করে। আমাদের চেতনের বৃত্তিতে যে কৃষ্ণ-সংসারের সংসারী হওয়ার—কৃষ্ণ-সংসারে আসক্ত হওয়ার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহাই বর্ত্তমানে বিকৃত ও অনিত্যবস্তুতে নিযুক্ত হইয়া বদ্ধদশার উদয় করাইয়াছে। মুক্তগণই কৃষ্ণ-সংসারে আসক্ত বা কৃষ্ণ-সংসারে আসক্তিই প্রকৃত মুক্তি।

ঈহা যস্য হরের্দ্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাষু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নিত্য যোষিৎ গোপীগন কৃষ্ণ-সংসারে আসক্ত। তাঁহাদের সংসারে ভৃত্যানুভৃত্য হইবার জন্য মহাযোগী শিব-ব্রহ্মাদি দেবতা, এমন কি উদ্ধব পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করেন। সেই গোপীগণ কুরুক্ষেত্রের স্যমন্তপঞ্চকে কি বলিয়াছিলেন ? (ভাঃ ১০।৮২।৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

গোপীগণ ধ্যানযোগিগণের ন্যায় কৃত্রিম ধ্যানপরায়ণ নহেন; কেন না, কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট দূরের বিষয় নয় তাই তাঁহারা কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

চিত্ত কাঢ়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাঢ়িবারে।

গোপীগণের দেহ-স্মৃতিই নাই, তাঁহাদের আর কিরূপে সংসার থাকিবে ? দেহই ত' সংসারের মূল। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ চেষ্টাই তাঁহাদিগকে আত্মসাৎ করিয়াছে। তাই তাঁহারা বহুদিনের পর স্যমন্তপঞ্চকে কৃষ্ণকে পাইয়া বলিয়াছিলেন,—

দেহ-স্মৃতি নাহি যা'র, সংসার-কূপ কাঁহা তা'র,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।
বিরহ-সমুদ্রে-জলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে,
গোপীগণে নেহ' তা'র পার॥

কৃষ্ণ-সংসার-সেবায় সুতীব্র বাসনা ও নিষ্ঠাই—ভক্তি, আর তৎপ্রতি উদাসীনতা, নিরপেক্ষতা বা বিরাগই—অভক্তি বা মায়ার সংসার। সাধারণের নিকট 'ভক্তি' শব্দের বিকৃত অর্থ প্রচারিত। ভক্তির

সংজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া কোন কোন জড়সংসার-বদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ভক্তিকে কাম-ক্রোধের ন্যায় বৃত্তি বিশেষ বলিয়াছেন। কাম-ক্রোধাদি যেরূপ হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনা, ভক্তিও সেইরূপ কোন উচ্ছ্বাস-বিশেষ বা ভাব-প্রবণতাবিশেষ বলিয়াই অভক্তি-রাজ্যে পতিত গণ-মতের ধারণা। ভাব-প্রবণতা-ব্যঞ্জক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ বা মানসিক ব্যাপারগুলি সাধারণের নিকট ভক্তি বলিয়া বিদিত; কিন্তু ভক্তিদেবী অব্যভিচারিনী। এক অখিলরসামৃতসিন্ধু কৃষ্ণপাদপদ্ম ব্যতীত উত্তমা ভক্তি আর কাহাকেও স্বীকার করে না। ভক্তির মূল মহাজন শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তির এই সংজ্ঞা দিয়াছেন,—

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবং ভক্তিরুচ্যতে॥

সমস্ত জড় উপাধি হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্তি, কৃষ্ণপরতাহেতু নির্ম্মলতা, সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণই ভক্তি। অনেকে কৃষ্ণদাস্যাভিমানকেও উপাধি মনে করিয়া থাকেন এবং কৃষ্ণদাস্যাভিমান পরিত্যাগ করিতে যাঁহারা প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকে জড়-উপাধিতে অভিনিবিষ্ট মনে করেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস্যাভিমানকে জড় উপাধির ন্যায় জ্ঞানই মায়ার সংসার ও অভক্তি। কৃষ্ণপর না হইয়া যে নির্ম্মলতার অভিনয়, তাহারও কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণ-সেবকই প্রকৃত-প্রস্তাবে নির্ম্মল।

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু উত্তমা ভক্তির লক্ষণে বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা ব্যতীত অন্য অভিলাষ-শূন্যতা, নির্বেদজ্ঞান, স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যাভ্যাস

প্রভৃতি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অনুকূল-ভাবে যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাই উত্তমা ভক্তি।

ভক্তির সহিত কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির মিশ্রণ-চেষ্টা বা গোঁজামিল দিবার যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহাদের উদারতার ছলনা অনর্থযুক্ত দুর্ব্বল পক্ষের ওকালতী মাত্র। বস্তুতঃ ভক্তি নিরপেক্ষা, সবলা, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা ও নিত্যা। তাহা নিত্য, মুক্ত, শুদ্ধ আত্মার অহৈতুকী বৃত্তি, জীবের পরম ধর্ম্ম।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুম্প্রসীদতি ॥ (ভাঃ ১।২।৬)

দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ চুণগোলা বা ভেজাল মিশাইবার পক্ষপাতিত্ব করিয়া ভেজাল-দুগ্ধ-বিক্রয়কারিগণের প্রতি উদারতা দেখাইলে খাঁটি দুগ্ধ-পানের ফল দেখা যাইবে না।

জয়দেব কবি গীতগোবিন্দে গাহিয়াছেন,—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধ-শৃঙ্খলাম।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা—যাহা অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সম্ভোগের জন্য বিহিত, সেই রসের মূল আশ্রয়ই শ্রীরাধা। 'সং' অর্থে-সম্যক, সারভূতা যে রাসলীলা বাসনা, তাহা দ্বারা আবদ্ধ যে শৃঙ্খলরূপ শ্রীরাধিকা, তাঁহাকেই হৃদয়ে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ব্রজসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ-সেবার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ যিনি, সেই শ্রীমতী বৃষভানু নন্দিনীর আনখকেশাগ্র কৃষ্ণসেবার উপায়ন। তিনি কৃষ্ণময়ী, অন্তরে বাহিরে তাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি-বাঞ্ছা; এই জন্যই তাঁহার নাম রাধা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় বলা যায়,—

কৃষ্ণবাঞ্ছা–পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পূরাণে বাখানে॥

এই কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্ত্তিই যাহার একমাত্র ব্রত, তাঁহার অনুগত জনগণের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণ-সংসারে প্রবেশ, তাহাই রূপানুগ-গণের ভক্তি।

বহির্ম্মুখ-সংসারে 'সং' অর্থাৎ অভিনয়ই সার, তথায় বাস্তবতা কিছুই নাই। এই সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অনেকে ইহাকে 'দিল্লীর লাড্ডু'র সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহার তিক্ত অভিজ্ঞতার অনেক ছড়াও রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণের সংসার সম্যক সারভূতা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-চেষ্টায় পরিপ্লুত। তাহাতে তাহা পরম বাস্তব বস্তু। শ্রীরূপানুগবর গুরুপাদপদ্মের কৃপায় একান্ত সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিরই শ্রীরাধাগোবিন্দের কুঞ্জসেবার সংসারে প্রবিষ্ট হওয়া যায়।

যাঁহারা কৃষ্ণসেবার সংসারে সন্ধান পান নাই, সেই সকল অন্যাভিলাষিব্যক্তি নিরীশ্বর ও সেশ্বরনৈতিক হইয়া এই সংসার ভোগ করিবার জন্য নানাপ্রকার পাটোয়ারী বুদ্ধি আঁটিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন,—নীতি-পালন বা কর্ত্তব্য-পালনই ধর্ম্ম, ইহাই ঈশ্বরের সেব্য; সুতরাং সংসারে সুখে বাস করিতে হইলে অর্থাৎ অন্য ভাষায় বলিতে গেলে—সংসার ভোগ করিতে হইলে সামাজিক নীতিগুলি পালন না করিলে অপরের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তদ্দ্বারা সংসারিক সুখ-ভোগের বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং তাঁহারা কর্ত্তব্য ও নীতিপালনকে সংসারভোগের বাহন করিয়া নিরীশ্বরনৈতিকরূপে সংসারের অবশ্যম্ভাবী শত শত বাধা-বিঘ্নগুলির সহিত সংগ্রাম করিয়া জীবনের অবসান করিয়া থাকেন।

আর একশ্রেনীর ব্যক্তি সেশ্বরনৈতিক সাজিয়া বলিয়া থাকেন, —এই সংসার ভগবানই দিয়াছেন। স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, লৌকিক আত্মীয়-স্বজন, দেশ, সমাজ—সকলই ভগবানের সৃষ্টি। সেই সকলের সেবা না করিলে— সেই সকল রক্ষা না করিলে ভগবানের আদেশ ও ইচ্ছা অমান্য

করা হয়। কেহ কেহ প্রবৃত্তিধর্ম্মের বশীভূত হইয়া বলেন,—"যাঁহারা নিবৃত্তজীবন লাভ করিয়াছেন বা যাঁহারা লৌকিক সংসারে উদাসীন, তাঁহারা ভগবানের অভীপ্সিত স্বষ্টিরক্ষাকার্য্যে বাধাপ্রদানকারী"; স্থতরাং ঈশ্বরের দোহাই দিয়া সংসারধর্ম্ম পালনের নামে সংসারভোগ, ঈশ্বরের স্বষ্টিরক্ষা বা সংসার প্রবাহরূপ ব্রহ্মা বা দক্ষের কার্য্যসংরক্ষণরূপ ধর্ম্ম পালন করিবার দোহাই দিয়া তাঁহারা স্ত্রীসঙ্গাদি কার্য্যে লিপ্ত হন। সংসারের ঘূর্ণিপাকে পতিত হইলে নানাপ্রকার ক্লেশ ও আশঙ্কা আছে দেখিয়া ইহারা সেই ক্লেশ এড়াইয়া সংসারভোগের আকাশ–কুস্থমের উদ্যান রচনা করিবার জন্য অনেক প্রকার নীতি ও মতলব অবলম্বন করেন। কেহ কেহ জনকরাজার দোহাই দেন, কেহ বা হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিবার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেন ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল চিত্তবৃত্তির অন্দরমহলে হানা দিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—সংসার ও ভোগ–পিপাসাই সেখানে পাটরানী হইয়া বিরাজিত রহিয়াছে। সংসারভোগ-ব্রতই ইহাদের চরম লক্ষ্য, সংসারকে চিরদিন বজায় রাখিতে হইবে,—এই গৃহমেধী বুদ্ধিই ইহাদের মূল মন্ত্র; এই জন্য তাঁহারা 'সংসারে থাকিয়া কিরূপে ভক্তি করা যায়'—এইরূপ এই ছলনাময়ী কথা-দ্বারা আত্মবঞ্চনা ও লোকবঞ্চনা করিয়া থাকেন। তাই এই সকল লোকের মুখেই 'গৃহীর ব্রহ্মচর্য্য' 'সংসারীর সাধনা' প্রভৃতি অনেক প্রকার অন্যাভিলাষগর্ব্ব ধর্ম্মের উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কপটতাযুক্ত সংসারভোগপিপাসা থাকিলে কোন দিন মঙ্গল লাভ হয় না। এইরূপ কপটব্যক্তি কখনও অনাসক্ত হইতে পারে না। কৃষ্ণসংসারে যাঁহাদের আসক্তি নাই, অথচ যাঁহারা জনক রাজার দোহাই বা হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল ভাঙ্গিবার দোহাই দিয়া তাঁহাদের অনাসক্তির বিজ্ঞাপন প্রচার করেন, তাঁহারা অত্যন্ত কপট, অন্যাভিলাষী, দুর্দ্দমনীয়া সংসারভোগ পিপাসা আক্রান্ত জীব।

ঐ দুইপ্রকার নিরীশ্বর ও সেশ্বর সংসারভোগী ব্যতীত সংসার ত্যাগের অভিনয়কারী কয়েক প্রকার প্রচ্ছন্ন সংসার ভোগী জীবও

আছেন। কেহ কেহ সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ হইয়া ‘খট্টাভঙ্গে ভূমিশয্যা’ - নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক বৈধ সংসার ত্যাগ করেন ; কিন্তু ঐরূপ ত্যাগ কেবল অতৃপ্ত ভোগবাসনার প্রতি ক্রোধ অর্থাৎ সংসারাসক্তিরই বিকার-বিশেষ বলিয়া তাঁহারা বনবাসী হইয়াও গীতার সংসার বা অবৈধ-সংসার পাতিয়া থাকেন। বান্তাশী বা বমনভোজী হইয়া কেহ কেহ সংসারে পুনরায় প্রবেশ করেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের আদর্শে দেখিতে পাওয়া যায়,—কৌপীনধারী বৈষ্ণবের অভিনয় করিয়াও অপক্কাবস্থায় ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ পাঠ করিবার অভিনয় করিয়া জীবের পুনরায় বিদ্ধশাক্তধর্ম্ম অর্থাৎ বহির্ম্মুখ-সংসারভোগ পিপাসায় রুচি হয়। তখন অপ্রাকৃত কামদেবের অপ্রাকৃত আদিরসকে, হৃদরোগবিনাশনী হরিলীলাকে বিকৃত প্রতিফলনে প্রতিফলিত করিয়া জীব সংসারভোগে প্রমত্ত হইয়া পড়ে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় চন্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীসমূহ, রাইকানুর অপ্রাকৃতরসময়ী সংসারলীলা তখন সেই লীলার চরণে অপরাধ—ফলে অবৈধ সংসারভোগের যন্ত্র হইয়া পড়ে। বিদ্ধশাক্ত বা বহির্ম্মুখ শাক্তধর্ম্ম এই সংসারপ্রবৃত্তির প্রেরণা ও উত্তেজনাবর্দ্ধনের জন্যই ভগবন্মায়ার দ্বারা কল্পিত হইয়াছে; আর দেহস্মৃতিরূপ সংসারকূপে পতিত হইয়া অপ্রাকৃত কামদেবের লীলাভোগচেষ্টারূপ অপরাধ হইতে প্রাকৃত-সহজিইয়া ধর্ম্মরূপ সংসার-প্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে।

অনেকে সহধর্ম্মিনীর ভক্তির প্রশংসা ও দোহাই দিয়া এবং তাঁহাকেই ভক্তিশিক্ষার গুরুরূপে বরণ করিয়া কৃষ্ণের সংসারের সংসারী বলিয়া আত্মপ্রচার করিয়া থাকেন ; ইহাতে ভোগি-সম্প্রদায়কে ভোগ্য দেওয়া যায়, নিজের ভোগ-পিপাসাকেও ঐরূপ ভোগ্য দেওয়া যায়, কিন্তু ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানকে ভোগ্য দেওয়া যায় না।

যাঁহারা নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ ভগবৎকথায় জীবন যাপন না করেন—ভগবৎসেবার অনুশীলন না করেন, তাঁহারা যত বড়ই হউন না কেন, সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না। এই কথা শ্রীমদ্ভাগবত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

আর একটি বিষয় জ্ঞাতব্য এই যে, কেবল বহির্ম্মুখ সংসার-নিবৃত্তিই চরম কথা নয়। সংসার-নিবৃত্তির পরে কৃষ্ণসংসার-প্রবৃত্তিই জীবের চরম প্রয়োজন। অন্যান্য ধর্ম্মে সংসার-নিবৃত্তি পর্য্যন্ত প্রয়োজন বা লক্ষ্যের কথা আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতধর্ম্ম বা শ্রীগৌরসুন্দর সংসারনিবৃত্তির পরে কৃষ্ণ-সংসার-প্রবৃত্তির নানাপ্রকার চমৎকারিতার কথা জানাইয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীবাস, রামানন্দ বসু প্রমুখ কুলীনগ্রামবাসিগণ, রঘুনন্দনাদি শ্রীখন্ডবাসিগণ, শিবানন্দ সেনাদি, শ্রীদময়ন্তী দেবী বা বৈষ্ণব–গৃহিণীগণ যে সংসার করিবার আদর্শ জগতে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা বহির্ম্মুখ সংসার-নিবৃত্তির পর কৃষ্ণসংসার-প্রবৃত্তির আদর্শ। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার গৃহস্থ-লীলায় যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও কৃষ্ণ-সংসার-প্রবৃত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। তাঁহার গৃহস্থলীলা বা সংসার-লীলায় আর একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সংসারাশ্রমে চিরদিন জীবের থাকিবারও অধিকার নাই। নিবৃত্ত-জীবনের আদর্শে হরিভজন করিবার আদর্শ জীবের প্রকাশিত হওয়া উচিৎ। সংসার আসক্তিতে জন্ম, আর সংসারাসক্তির মধ্যে—এইরূপ জীবন শ্রেয়স্কামী ব্যক্তির জীবন নহে; তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু লোকশিক্ষাকল্পে সংসারী জীবের আদর্শ প্রকাশ করিয়াও সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কার করিলেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন,—শ্রীজগন্নাথ মিশ্র, শ্রীশচীমাতা বা বসুদেব-দেবকী, কিংবা নন্দ-যশোমতী–ইহারা ত' বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত, এমন কি শেষ জীবন পর্য্যন্ত সংসারেই বাস করিয়াছিলেন? "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ"—এই স্মৃতিবাক্য পালন করিবার প্রয়োজন তাঁহাদের হয় নাই; কেন না, বহির্ম্মুখ সাধক জীবের প্রতি যে দন্ড ব্যবস্থিত, তাঁহারা সেই দণ্ডের আসামী নহেন। তাঁহাদিগের নিত্যসিদ্ধ সংসার। সেইরূপ সংসারের তৃণ-গুল্ম-তা-জীবনও প্রত্যেক জীবের কাম্য। তাঁহারা কি কৃষ্ণকে ছাড়িয়া বনে যাইবেন? কৃষ্ণের সেবা ছাড়িয়া কৃষ্ণবিমুখ জীবের বৈরাগ্য প্রদর্শন করিবেন? তাঁহাদের সেই নিত্যসিদ্ধ ভাবেরই অবৈধ অনুকরণ ও বিকৃত প্রতিফলন এই জগতের ভোগাসক্ত জীবে দেখিতে

পাওয়া যায়। অত্যন্ত ভোগাসক্ত সংসারী জীব অতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এই সংসারেই আসক্ত হইয়া বাস করে। পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র প্রভৃতির বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শেষ নিঃশ্বাস বহির্ম্মুখ গৃহে ও সংসারে নিযুক্ত করিয়া থাকে। তাঁদের ভাব ও ভোগাসক্ত জীবের ভাব এক করিলে চলিবে না। ইহা সেই সকল অপ্রাকৃত বাৎসল্য-রস-রসিক নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-সেবক শ্রীজগন্নাথ মিশ্রে বা শ্রীনন্দে নিত্য প্রকাশিত।

—❖—

প্রশ্ন ও উত্তর

১। প্রশ্ন ঃ ভগবদ্ সেবায় কি ফল ?

উত্তর ঃ ভগবদ্ সেবায় আশ্রয় গ্রহণ করাই আমাদের বিচারে একমাত্র কর্তব্য। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবদ্ কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন। ইহা ছাড়া আপনাদের কাছে আমার অন্য কোন নিবেদন নেই।

২। প্রশ্ন ঃ সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় কি ?

উত্তর ঃ ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উর্ত্তীন হইতে হইলে ভক্তগণের সহিত শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে হইবে।

৩। প্রশ্ন ঃ মায়ার ক্রীয়া কিরূপ ?

উত্তর ঃ অগ্নীতপ্ত জলন্ত লোহা যেরূপ অগ্নীর নিকট দাহিকা শক্তিলাভ করিয়া অপর বস্তুর দহনে সমর্থ হয় মায়াও সেইরূপ ভগবানেরও নিকট হইতে উপাদান লাভ করিয়া ভগবানের সেবা থেকে বঞ্চিত করে।

৪। প্রশ্ন ঃ জীবে দয়া কিরূপে হয় ?

উত্তর ঃ জীবে দয়াই একমাত্র হরিকথা কীর্ত্তন। কৃষ্ণ কীর্ত্তনের ন্যায় জীবে দয়ার আর কোন উপায় হতে পারে না। কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ জীবকে হরি কীর্ত্তনের মাধ্যমে তাদের হরিসেবায় নিযুক্ত করাই হল জীবে দয়া।

৫। প্রশ্ন ঃ সেবা অভিনয় কিরূপ ?

উত্তর ঃ ভগবানের অর্চ্চামুর্ত্তির সেবক যে সে হতে পারে না। দশ টাকা বেতন লইয়া দেবল ভগবানের 'সেবা' করিতে পারে না। বিশ টাকা দিয়া নাম কীর্ত্তন হয় না, পঞ্চাশ টাকার চুক্তি করিয়া 'হরিকথার' বক্তৃতা হয় না বা 'ভাগবত' পাঠ হয় না,—ইহাতে ভাষাবিন্যাস বা লোকরঞ্জক আমোদ প্রমোদ হইতে পারে। ইহা ভক্তি বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে, ইহার নাম ভোগ বা, কর্ম্মমার্গ।

৬। প্রশ্ন ঃ সাধু কে ?

উত্তর ঃ জটা-জুট ধারণ করলে ত্যাগী সাজলে বা বড় গৃহস্থ হলেই তাকে সাধু বলা যায় না। সর্বক্ষণ হরিকথা নিরত ব্যক্তির নামই সাধু। সর্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত ব্যক্তি সাধু, নিত্যকাল সর্বক্ষণ যিনি সকল চেষ্টার মধ্যে কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ত আছেন, সকল চেষ্টাই যাঁহার ভগবানের সেবার জন্য, তিনিই সাধু।

৭। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত মঙ্গল পথ কি ?

উত্তর ঃ যে কাল পর্য্যন্ত জীবে ভগবানের প্রতি সেবাবৃত্তি উদিত না হয়, সেকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কোন কৃষ্ণজ্ঞান হয় নাই জানতে হবে, শ্রী গৌর সুন্দরের কথা আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয় নাই। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তের সেবাই যে আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। যতদিন না পর্য্যন্ত এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি ততদিন পর্য্যন্ত আমরা বঞ্চিত। আমরা আমাদের দুর্বুদ্ধি হতে কখন রেহাই পেতে পারি? যখন আমরা

নিষ্কপটে কৃষ্ণভক্তের শরণাপথ হই। সূর্য্য বহুদূরে অবস্থিত তথাপি সূর্যরশ্মি আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের আলো দান করেন, তদ্রূপ ভগবানও প্রপঞ্চে আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়ে থাকেন। নিরন্তর যাঁহারা ভগবানের উপাসনা করেন তাঁদের আশ্রয়ই তাদের আনুগত্যেই, তাদের হাতে ধরেই উন্মলিত চক্ষেই আমাদের ভগবৎ দর্শন হয়। যিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ ভজনে চেষ্টা বিশিষ্ট, যিনি সর্বত্রভাবে প্রতি পদবিক্ষেপে ভগবানের সেবা করেন—সর্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা ছাড়া কিছুই করেন না এমন শুদ্ধ ভক্তের সেবাই আমাদেরকে শুদ্ধ কৃষ্ণভজন দিতে পারে, কৃষ্ণই সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি। সংকীর্ত্তনরূপী কৃষ্ণ নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়েও অখ, বক, পুতনা প্রভৃতি ধ্বংস করেন। কৃষ্ণ সেবা ব্যতীত আর আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। গৌর সুন্দর স্বয়ং কৃষ্ণ হয়েও কৃষ্ণভক্তের বেশে নানা প্রকারের, নানাভাবে, নানা ভাষায়—একমাত্র 'কৃষ্ণভজন' কর ইহাই শিক্ষা দিয়েছেন।

৮। প্রশ্ন ঃ মনোধর্মে সত্য বস্তু উপলব্ধি আছে কি ?

উত্তর ঃ মনোধর্মে চালিত রূপে রসে আচ্ছন্ন থাকা কাল পর্য্যন্ত যারা ইন্দ্রিয় তর্পণ করে তাদের নিকট সত্য বস্তু কৃষ্ণের উপলব্ধি হয় না, তারা নাম, রূপ, গুণ, লীলা, কীর্ত্তন করলেও ভক্তগণ সেগুলো উপলব্ধি করতে পারে না।

৯। প্রশ্ন ঃ অবৈষ্ণবতায় দোষ কি ?

উত্তর ঃ আমাদের মনে হতে পারে কেউ বা বৈষ্ণব হয়, কেউবা নিজ রুচি অনুসারে অবৈষ্ণব হয়, ইহাতে আর দোষ কি ? অবৈষ্ণব হলে আমাদের নানা অসুবিধা এসে হাজির হয়। আধ্যাত্মিক, আধি দৈবিক, আধি ভৌতিক ইত্যাদি ক্লেশ এসে উপস্থিত হয়। ভগবৎ বিমুখই ক্লেশের একমাত্র কারণ, ভক্তিব্যতীত অন্য কার্য্য করার জন্য আমরা ক্লেশ পাচ্ছি। জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছাক্রমে ভগবানের উপাসনা বাদ দিয়ে মায়াদেবী তার দাসত্ব করাচ্ছে। এই রূপ চেষ্টা নিয়ে আমরা কর্ত্তা

সাজচ্ছি। যেদিন আমরা সাধুসঙ্গ করি সেইদিনই জানতে পারি আমি কর্তা নই, ভগবানের সেবাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

১০। প্রশ্নঃ অবৈষ্ণবের কথা শুনলে কি ফল হবে ?

উত্তর ঃ যদি অবৈষ্ণবের কথা শুনি, অবৈষ্ণবের পরামর্শ নেই, তাহলেই এই দৃশ্য জগতের প্রত্যেক পরমাণুর সেবা করতে করতে মায়াবদ্ধ অবস্থায় আমার অনন্ত কোটি জীবন কেটে যাবে।

১১। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবের পরামর্শ নিলে কি ফল হবে ?

উত্তর ঃ বৈষ্ণবের নিকট শুনতে পাব যে বিষ্ণুর সেবা করলেই সমগ্র চেতন অচেতন পারমাণুর সেবা হয়ে যাবে। মহাপ্রভু বলেছেন 'শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে সুদৃঢ় নিশ্চয়, কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়'।

১২। প্রশ্ন ঃ ভগবানকে কে দিতে পারে ?

উত্তর ঃ যিনি অখণ্ড বস্তুর সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্যের দ্বারাই জীবের মঙ্গল লাভ হয়। কোন ব্যক্তি যদি দাতার বেশ গ্রহণ করে, তাহলে তার যতটুকু সম্পত্তি আছে তা থেকেই সে অপরকে দান করতে পারবে। কিন্তু বৈষ্ণবের নিত্য সম্পত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্। সাক্ষাৎ ভগবান যদি নিজেকে দিয়ে দেন তাহলেও তাঁর কিছু দেওয়া বাকি থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণ ভাবেই ভগবানকে দিয়ে দিতে পারেন। তাতে ভগবানের কিছু ক্ষতি হয় না।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণ্যাৎপূর্ণমুদচ্যতে।
পুর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণামেবাবশিষ্যতে॥

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৫।১)

বিষ্ণু সেবা হইতে বৈষ্ণব সেবা শ্রেষ্ঠ, সেই বৈষ্ণবের সেবা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়।

১৩। প্রশ্ন ঃ মনোধর্ম কি ?

উত্তর ঃ জগতে বহু সাধন প্রণালীর কথা আছে, একমাত্র মঙ্গল হয় যে হরিনাম কীর্ত্তনের দ্বারা, তাহাই আমার ভালো লাগছে না। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা অভিন্ন। ইহাতে যে পার্থক্য স্থাপন করে, সে মনোধর্মী। শ্রীমন মহাপ্রভু বলেছেন—

"দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, সব মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল', 'এই মন্দ' —এই সব ভ্রম ॥"

১৪। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবতা লাভের উপায় কি ?

উত্তর ঃ অনেকে বৈষ্ণবের দাস না হয়েই বৈষ্ণবের সেবা না করেই বৈষ্ণব হতে চায়। কিন্তু বৈষ্ণব দাস্য ব্যতীত বৈষ্ণবতা লাভ অসম্ভব। আমরা অনেকে অভক্ত হয়ে নিজেকে ভক্ত মনে করি। কিন্তু আমি কোথায় ? আমি তো ভক্ত নই—সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করতে পারি না। কোন সময় পুরুষ অভিমান করে স্ত্রী রূপে প্রলুব্ধ হই, কোন সময় স্ত্রী অভিমান করে পুরুষে মুগ্ধ হই, আমার ন্যায় পাষণ্ডী, পাপীষ্ঠ, নরাধাম কখনও ভক্ত হতে পারে ?

১৫। প্রশ্ন ঃ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী সকলেই ভুল পথে চালিত এটা বলা হয় কেন ?

উত্তর ঃ যিনি কর্ম্ম জ্ঞান বা যোগ মার্গ গ্রহন করেছেন, ভাগবত বলেন তিনি ভুল পথ অবলম্বন করেছেন। ভক্তি হলেই ভগবানকে লাভ হতে পারে। প্রেয় বস্তু লাভ হলে শ্রেয় বস্তু লাভ নাও হতে পারে, কিন্তু শ্রেয় বস্তুই প্রেয়ঃ হওয়া উচিত। ভক্ত বলেন আমি আমার ভগবানের সেবাই করব। তিনি গ্রহণ করতেও পারেন নাও করতে পারেন, ইহাই ভক্তি।

১৬। প্রশ্ন ঃ কর্ম্মী ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ কর্ম্মীগণ এ জীবনে ও পরজীবনে নিজের ভোগ চায়।

ভক্তিই হল নির্ম্মল আত্মার বৃত্তি। যদি আমরা প্রকৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি তবেই অনায়াসে আমরা জড়জগৎ হইতে পৃথক হতে পারব।

১৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীনামে অধিকার লাভ কিসে হয় ?

উত্তর ঃ শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের সেবা ফলে শ্রীনামে অধিকার লাভ হয়। যে যে বস্তুর দ্বারা হরিসেবা হয় তাহা সর্বপ্রকার মঠে বা নিস্কপট শুদ্ধ গৃহস্থ ভক্তের বাড়ীতে থাকে, শুদ্ধ ভক্তগণ সর্বদা সর্ব্বত ভাবে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিসেবা করেন। যাঁরা গৃহস্থ তারাও যদি নিজেদের হরিভজন দ্বারা গৃহের প্রতি আসক্তি হইতে মুক্ত হয়ে গোলকে বাস করতে পারেন, গৃহের অধিবাসীগণকে স্বীয় ভোগউপকরণ রূপে না জেনে কৃষ্ণ সেবা উপকরণ জানতে পারেন, তবে তাদের মঙ্গল হবে। আমরা ইন্দ্রিয়গুলোকে যদি বাহ্যজগতে নিযুক্ত রাখি, তবে কখনও শ্রীনামপরায়ণ হতে পারব না।

১৮। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন কি একমাত্র সাধন ?

উত্তর ঃ হরিভজন ব্যাতিত জীবের আর কোন কর্তব্য নাই। বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, পণ্ডিত হউক, মূর্খ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, রূপবান হউক, পূণ্যবান হউক, পাপী হউক, যে যে অবস্থায় থাকে থাকুক, তাদের অন্য সাধন প্রণালী আর কিছুই নাই, “সাধন” একমাত্র “শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন”।

১৯। প্রশ্ন ঃ কর্ম্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডীর অপস্বার্থপরতা কীরূপ ?

উত্তর ঃ ধর্ম্মার্থকাম বা কর্ম্মফলবাদ ও মোক্ষ—যার জন্য জগতের তথা কথিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শতকরা শতজনই লালায়িত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন, সে সকলই কৈতব বা ছলনা। ঐ সকলের প্রয়াস যাদের আছে, তাদের মুখে হরিনাম বেরোবে না। যারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের জন্য নামাশ্রয়ের অভিনয় করে তারা নামের চরনে অপরাধী হয়।

নিজের সুবিধার জন্য ভগবানকে কখনও চাকর করবো না, ভগবানকে কখনও খাটাবো না। যারা ধর্ম্মার্থকাম ইচ্ছা করেন তারাই কর্ম্মকাণ্ডী, আর যারা কর্ম্মফল ত্যাগের বিচার করেন, তাহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডী বলা হয়। তারা উভয়েই স্বার্থপর। ভগবানকে চাকর করার জন্য ব্যস্ত।

কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত বলেন—

'নাহং বন্দে তব চরণেয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ
কুম্ভীপাকংগুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্।
রম্যা-রামা-মৃদুতনুলতা-নন্দনে না ভিরন্তুং
ভাবে ভাবে হৃদয়ভবনে ভাবয়েয়ংভবন্তম্॥

হে হরি, আমি বিষয় সুখের জন্য কিংবা গুরুতর কুম্ভীপাক অথবা নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তোমার চরণ যুগল বন্দনা করি না, কিংবা নন্দনকাননে সুন্দরী সুর-কামিনীগণের সুকোমল তনুলতা সমূহের যোগে সুখ লাভ করিবার জন্য তোমার চরণ যুগল বন্দনা করি না, কিন্তু কেবল ভক্তির প্রতি স্তরে আশ্রিত হইবার জন্যই হৃদয় মন্দিরে তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করি।

২০। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব অপরাধ বা নাম অপরাধের ফল কি ?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব অপরাধ ও নাম অপরাধ দুটো একই জিনিস। নাম অপরাধের ফলে ভোগের চেষ্টা হয়, কর্ম্ম ও জ্ঞানের চেষ্টায় আগ্রহ যুক্ত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন, নাম অপরাধীর মুখে কখনো কৃষ্ণনাম বের হয় না। নাম অক্ষর বের হতে পারে কিন্তু শুদ্ধ নাম হয় না। ভগবানের কাছে অপরাধ করলে বৈষ্ণবগণ সেই অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু সেই বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হলে জগতে ক্ষমা করার আর কে আছে? তাই নাম অপরাধ ও বৈষ্ণব অপরাধ দুটিই পরিত্যাজ্য।

২১। প্রশ্ন ঃ হরিকথা কাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় ?

উত্তর ঃ আমরা যদি সৌভাগ্যক্রমে ভগবানের সেবা করবার জন্য

উদগ্রিব হই তাহলেই আমাদের কানে কথা যাবে। আমরা শুনতে পারবো এবং হৃদয়ে ধরে রাখতে পারবো। যারা ভাগ্যহীন, তারা কথা শ্রবণ করছে মনে করলে কিন্তু প্রকৃত অর্থে শুনলো না, বঞ্চিত হল। যে মুহূর্তে আমাদের রক্ষাকর্তা থাকবে না, সেই সময় আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হয়ে আমাদেরকে আক্রমণ করবে। যে মুহুর্তে আমরা প্রকৃত সাধুর কাছে হরিকথা না শুনবো, নিষ্কপটে সাধুর সেবা না করবো, সেই সেই মুহূর্তটুকুর সুযোগ পেয়ে মায়া আমাদেরকে গ্রাস করবে।

২২। প্রশ্ন ঃ মানবজীবন কিভাবে ব্যায় করা উচিত ?

উত্তর ঃ আমরা শিশুকাল থেকেই যে সমাজে লালিত পালিত তাহাতে এত জড়িয়ে যাই যে, নিত্য জীবনের আলোচনার জন্য এক মুহূর্ত সময়ও দিতে পারি না। বিষয় কাজে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যায় করি। নিজে যে কি বস্তু তা জানিবার জন্য চেষ্টাও করি না। অনন্তকালের মধ্যে শতবর্ষ আয়ু আর কতটুকু ? সুতরাং বুদ্ধিমানের কর্তব্য এই যে শতবর্ষ আয়ু পেয়ে জীবনটাকে ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ব্যায় না করে নিজের মঙ্গল অনুসন্ধান করা উচিত।

২৩। প্রশ্ন ঃ 'অপ্রকট' তিথিকে কিরূপ বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর ঃ সাধারণ লোকে বলে, 'অকপটের' দিন; কিন্তু তাঁর অপ্রকটের দিনই প্রকটের দিন বলে জানি। আমরা সেই অপ্রকট তিথিতেও গুরু সেবা করার সুযোগ পাচ্ছি, কিন্তু কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের শ্রীবিগ্রহকে আলাদা বিচার করবার জন্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে উপদেশ পাই নাই। অর্চ্চা সবসময়ই সকলের উপাস্য বস্তু।

২৪। প্রশ্ন ঃ দুর্গতির কারণ কি ?

উত্তর ঃ 'আমি কে'—এ কথার আলোচনা না হলে আমাদের

দুর্গতি ঘটে। সংসারের নানা প্রলোভন আমাদেরকে ডুবিয়ে দেয়। কোন মুহূর্তে আমরা যদি একটু অসতর্ক হই, সেই মুহূর্তেই মায়া রাক্ষসী আমাদের গলা টিপে আমাদেরকে গ্রাস করে ফেলে। ভাগবত কথা নিয়ত শ্রবণ না করলে এই মায়ার কবল হইতে উদ্ধার পাবার আর কোন উপায় নেই।

২৫। প্রশ্ন ঃ ভক্তি কি?

উত্তর ঃ কর্ম্মবীরদের প্রস্তাবিত উপকারটা লোকে কতদিন পাবে? কে পাবে? কোন স্থানে পাবে? এর জন্য নিজেরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করি। এই সব কথা চিন্তা না করে প্রায় সব লোকই ভুল পথে চালিত হচ্ছে। একমাত্র চৈতন্য পদরেণু সেবা যাদের চেতনে কিঞ্চিতমাত্র উপলব্ধি হয়েছে তাঁরাই ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ইন্দ্রাদি দেবতার আধিকারিক ও তুচ্ছ জ্ঞান করে মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জন করেন। ভুক্তি ও মুক্তিকে প্রতিরোধ করার নামই ভক্তি।

২৬। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত ভক্তদের ত্যাগ ও অন্যদের ত্যাগ শব্দের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ মহাপ্রভুর ভক্তগণের ত্যাগই হল প্রকৃত ভক্তগণের ত্যাগ। ফল্গু, ত্যাগী ভূয়ো ত্যাগের মত ইহা নহে। কেউ বলেন, ইনি দশ হাত কাপড় ত্যাগ করে পাঁচ হাত কাপড় পড়ছেন— কেউ বলেন ইনি জুতা ত্যাগ করে খালি পায়ে হাঁটছেন, কেউ খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করছেন, এসব ত্যাগের চেহারা ভোগীর কাছে বাহাদুরী নিতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের কাছে এগুলির কপটতা ধরা পড়ে।

২৭। প্রশ্ন ঃ ভোগ ও ত্যাগের বিচার কিরূপ?

উত্তর ঃ ভোগ যেমন বস্তুতে ভগবানের প্রকৃত অবস্থা দেখতে দেয় না তেমনি ত্যাগও সকল বস্তুই যে ভগবানের সেবা উপকরণ তা বুঝতে দেয় না; ভগবৎ সম্বন্ধী বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা আনায়ন করেন ত্যাগ বা ভোগ আত্মার বৃত্তি নয়। সেবাই হল আত্মার বৃত্তি।

২৮। প্রশ্ন ঃ শ্রী গৌরসুন্দরের অপূর্ব দান কোনটি?

উত্তর ঃ শ্রী গৌরসুন্দরের যে অপূর্ব দান মানব জাতিকে দিয়েছেন তা হল সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রেম। জগতে প্রেমের বড়ই অভাব, সেজন্যই হিংসা, বিদ্বেষ, কামনা, অন্যান্য কথা এই জীব সকলকেই এত দুঃখকষ্ট প্রদান করছে। আর একটি মহাপ্রভুর দান হচ্ছে তিনি এই কলিযুগে মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধারের জন্য কলির মহামন্ত্র 'হরেকৃষ্ণ' নাম সর্ব জীবের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিয়াছেন এবং তাঁর নিজজনকে এই জগতে গুরুরূপে প্রেরণ করে আমাদের মত পতিত জীব সকলকে উদ্ধারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

২৯। প্রশ্ন ঃ গুরু সেবার অভাবে কুফল কি?

উত্তর ঃ শ্রী গৌরসুন্দরের সেবা করার পূর্বে গুরু সেবা করা দরকার। সেই গুরু সেবাই হচ্ছে স্বপার্ষদ গুরুদেবের সেবা, স্বপার্ষদ গুরু সেবা না হলে আত্মকল্যাণ লাভ হয় না। নিষ্কপট গুরুপাদপদ্মের সেবার অভাবে তোতাপাখি যেরূপে কথা শেখে বুলি আওড়ায় আমরাও সেরূপ শব্দ উচ্চারন করি মাত্র। আমরা বড় বড় লম্বা লম্বা কথা বলি কিন্তু গীতার, "প্রকৃতের ক্রিয়ামানানি", গীতার চরম শ্লোক— "মামেকংশরণং ব্রজ" একবারও স্মরণ করি না। অপ্রাকৃত ভাব লাভ না করিলে কোন মঙ্গল লাভ হবে না, কিন্তু প্রাকৃত অবস্থায় থেকে যদি অপ্রাকৃত ভাব লাভ করেছি বলে মনে করি তা হলে সেইরূপ মনে করা অবৈষ্ণবতা। এই অবৈষ্ণবতার উপলব্ধির নামই হল দৈন্যতা। আর সেই অবৈষ্ণবতা উপলব্ধি না করার নাম হল দম্ভ।"

৩০। প্রশ্ন ঃ 'শ্রীকৃষ্ণ' শব্দটিতে কি গুরু অর্থ নিহিত আছে?

উত্তর ঃ 'শ্রীকৃষ্ণ' —এখানে যে 'শ্রী' কথাটি আছে সেই 'শ্রী' আকৃষ্ট হয়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা, এ জন্যই 'শ্রীকৃষ্ণ'। কৃষ্ণ হল আকর্ষক আর শ্রী হল আকৃষ্ঠা 'শ্রী' মানে পরম সৌন্দর্য্যবতী। পরম সৌন্দর্য্যবতীকে যিনি নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ করতে সমর্থক, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

৩১। প্রশ্ন ঃ পারমার্থিকের মঠ প্রবেশ ও গৃহ প্রবেশের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ পারমার্থিকের মঠ প্রবেশ ও গৃহ প্রবেশের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পারমার্থিক সব সময় সাবধান থাকেন, যে কার্য্য করুন না কেন, তাহাতে যেন তাঁহার পরমেশ্বরের উপাসনা হয় ইহাতে যেন শয়তানের উপাসনা বা নিজের ভোগে না লাগে।

৩২। প্রশ্ন ঃ মনকে কি আত্মার সঙ্গে এক করা যায়?

উত্তর ঃ মনকে আত্মার সঙ্গে এক করা যায় না। মনকে সর্বদা বর্হিজগতে বিচরণশীল। মন বর্হিজগতের স্থূল বস্তু গ্রহণ করিতে পারে আর আত্মা হল নিত্য বস্তু ঈশ্বরের অংশ, তাই আত্মাই ঈশ্বরের সংবাদ রাখতে পারে। ঈশ্বর কি চায়, কি ভালোবাসে তা শুধু আত্মাই জানতে পারে, তাই আত্মার ধর্মই হচ্ছে নিত্য বস্তু পরমাত্মার সেবা করা।

৩৩। প্রশ্ন ঃ ভক্তিলতার বীজকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় ?

উত্তর ঃ আমরা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত থেকে জানতে পারি জল সেচন না করিলে ভক্তিলতার বীজ শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত জমিতে কোন বীজ পুঁতলে জল না দিলে বীজ শুকিয়ে যায় আর অধিক জল দিলে বীজ পচে যায়। এখানে শ্রবণ কীর্ত্তনই হল ভক্তিলতার বীজকে রক্ষা করার উপায় কিন্তু অনধিকারী ব্যক্তি যদি শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ ছলনায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাবতী, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি উচ্চতর বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন তবে তার ভক্তিলতার বীজটুকুও আর অঙ্কুরিত হবে না এবং ইহা অচিরে বিনষ্ট হবে।

৩৪। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের পার্থক্য কি?

উত্তর ঃ সবিশেষ চিৎ বিলাস বিষ্ণুর উপাসকই হল বৈষ্ণব, আর নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসকই হল ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মজ্ঞের নাম 'ব্রাহ্মণ', এবং ব্রহ্মজ্ঞ ভগবৎ উপাসকের নাম হল 'বৈষ্ণব', সম্বন্ধ জ্ঞানময় ব্রাহ্মণই

ভজন করে বৈষ্ণব হতে পারে, বিষ্ণুর কৃপায় মায়াবাদের হাত হতে নিস্তার পেলেই ব্রাহ্মণ 'অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ' বা বৈষ্ণব হতে পারেন। শ্রীজীব গোস্বামী ভক্তি সন্দর্ভ গ্রন্থে শ্রীব্যাসদেবের গরুড় পুরাণোক্ত যে বাক্য উদ্ধার করে বলেছেন তার অর্থ এই যে, সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা সর্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্ত ভক্ত শ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবরাও সকলে ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণতা বৈষ্ণবতার সর্বনিম্ন সোপান। 'বৈষ্ণবতা' ব্রাহ্মণতার চেয়ে অনেক বড় জিনিস। বৈষ্ণবের দাসই হল ব্রাহ্মণ, যেমন এক লক্ষ টাকা যার আছে, তার এক হাজার টাকাও আছে, সেইরূপ যিনি বৈষ্ণব, তিনি ব্রাহ্মণও বটে, বৈষ্ণবতার অন্তর্ভুক্তই ব্রাহ্মণতা।

৩৫। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব দর্শনের বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব দর্শন বাস্তব জ্ঞানের কথা বলেছেন। বাস্তব জ্ঞান অভিজ্ঞতাবাদীর পরিবর্তন যোগ্য জ্ঞানের ন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বীর আক্রমণের বিষয় নহে। ইহাই বৈষ্ণব দর্শনের বৈশিষ্ট্য। সর্বশ্রুতিসার, সর্ববেদান্তসার, ভাগবত শাস্ত্র বাস্তব সত্যের কথা বলেন। এই শাস্ত্র মানব সভ্যতা এবং সর্বপ্রকার নিয়মকানুনের অতীত কিছু কথা কীর্ত্তন করেন এবং আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির কথা বলেন। বৈষ্ণব দর্শনের মূল কথা এই যে, মানুষ যত বড়ই পণ্ডিত, মনিষী হোন না কেন যাঁহার চরিত্র মূর্ত্ত বৈষ্ণব দর্শনস্বরূপ, সেইরূপ আচার্য্যের নিকটে সর্বত্রভাবে শরণাপন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণব দর্শনের সহজ কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। গীতায় একটি শ্লোক আছে—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব দর্শিনঃ"॥

শর্তবিহীন শরণাগতি, সৎ জিজ্ঞাসা এবং সেবা প্রবৃত্তি এই তিনটি বিষয় থাকলে বৈষ্ণব দর্শনের কথা ভালোভাবেই বোঝা যায়।

৩৬। প্রশ্ন ঃ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্য কি ?

উত্তর ঃ শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্য হল ঃ—

(ক) মায়ামুগ্ধ জীব যে কৃষ্ণ ভোগ্যদ্রব্যকে নিজের ভোগ্য মনে করিয়া পাপ ভোজনে রত থাকে, তা হইতে তাদের উদ্ধার করা।

(খ) হরি কথা শুনাইয়া তাহাকে সৎ পথে আনয়ন করাও নিত্য মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দেওয়া।

(গ) বর্হিজগতের লোক নিজের খাওয়া পরার জন্য অনেক কষ্ট করে কিছু ধন উপার্জন করে, তাহারা ভাবে যে নিজের চেষ্টায় তারা সংসারের সুখ সমৃদ্ধিলাভ করছে, তারা অজ্ঞতাবশত ভগবানের জিনিস চুরি করে পাপ ভক্ষণ করছেন। তাই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ ওই অজ্ঞ জীবকে দয়া করার জন্য তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া তার অজান্তে কিছু সুকৃতি সঞ্চয় করিতে সাহায্য করে। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের ভিক্ষাবৃত্তিই হল জীবে দয়া, জীবের উপর ট্যাক্স চাপিয়ে দেয়া নয়।

৩৭। প্রশ্ন ঃ ভক্তদের আদর্শ ও শিক্ষা কি হওয়া উচিত ?

উত্তর ঃ ভগবান শীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ বলেছেন যে, তোমরা ঋণ করিয়াও মহাপ্রভুর কথা প্রচার কর, তাহা হইলে তোমাদিগকে সেই ঋণ পরিশোধ করবার জন্য আরও বেশী করে সেবায় নিযুক্ত হইতে হবে। তোমাদের কাছে যখন ঋণ পরিশোধের তাগাদা আসবে তখন তোমরা বাধ্য হয়ে অধিকতর ভিক্ষা সংগ্রহে নিযুক্ত হইবে। আবার তোমাদের আচার ও চরিত্র সুনির্ম্মল না থাকিলে সৎজ্জন গৃহস্থ ভক্তগণ তোমাদের ভিক্ষা দিবে না। তখন তোমরা বাধ্য হয়ে আচারময় পবিত্র জীবন রক্ষা করিতে যত্নবান হইবে। আমি তোমাদের জন্য এক পয়সাও রাখিয়া যাইব না, যাহাতে তোমরা পরবর্তীকালে অলস হয়ে হরিকীর্ত্তন হরিসেবা ও সদাচারপুণ্য জীবন পরিত্যাগ করিতে না পার।

৩৮। প্রশ্ন ঃ মঠ কি ?

উত্তর ঃ মঠ হল হরিকীর্ত্তনের কেন্দ্র। হরীকীর্ত্তনই জীবন ও চেতনতা। সেখানে যাহাতে কোন প্রকার আলস্য, অসদাচার, গ্রাম্য চিন্তা, গ্রাম্য কথা কিংবা ইতর বাসনা বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়। এজন্য তোমাদিগকে দ্বারে দ্বারে গিয়া সাধারণের নিকট হরিকীর্ত্তনের পরীক্ষা দিতে হবে। জনসাধারণ যখন নিজেকে ভিক্ষাদাতা, আর তোমাদিগকে ভিক্ষা গ্রহীতা মনে করিয়া অর্থাৎ তোমাদের অপেক্ষা তাদের পদবী বড়, তোমরা তাদের কৃপাপাত্র, এইরূপ বুদ্ধিতে তারা তোমাদিগকে সমালোচনা করিবে। কেহ কেহ হয়ত তোমাদিগকে গলাধাক্কা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবে, এর ফলে তোমাদের সহ্য ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং দৈন্যতা ও অপরকে সম্মান করিবার সুযোগ পাবে, তোমাদের মধ্যে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর মতো সহ্য এবং অপরকে সম্মান করার এই গুণ থাকিলে সাধারণ জীবগণ ইহা দেখে উপকৃত হইবে।

৩৯। প্রশ্ন ঃ হরিকীর্ত্তনকারীর আর কি কি বিষয় যত্ন হওয়া উচিত ?

উত্তর ঃ শীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন তোমাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে কেউ কিছু বলিলে তোমরা তাহাতে রাগ করিবে না। কিন্তু তোমাদের গুরুবর্গ, শাস্ত্র মহাজন এরা সম্পূর্ণ নির্দোষ, পরম মুক্ত, নিত্য ভগবৎপার্ষদ। কেউ অজ্ঞানক্রমে তাহাদিগকে কিছু বলিলে প্রকৃত সত্য কীর্ত্তন করিয়া সমালোচনাকারীদের ভুল সংশোধন করিয়া দিবে। ইহাতে তোমাদেরও ওই অজ্ঞ ব্যক্তিদের পরম মঙ্গল লাভ হইবে। তোমরা আলস্যের প্রশ্রয় দিয়া অপরের সমালোচনা হইতে ছুটি পাইবার জন্য নির্জ্জন ভজন করতে চাও তাহাতে তোমাদের চরিত্র সংশোধিত হইবে না এবং তোমরা আচারময় জীবন লাভ করিতে পারিবে না। তোমরা প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য নিজের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও তাহার দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করে ইহাতে তোমাদের অকল্যাণ হইবে এতে আমি বুঝিব তোমরা প্রকৃত

মঙ্গলের পথ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ অমঙ্গলের পথ বরণ করিয়াছো। যেহেতু তোমরা আমার পরম বান্ধব কিছুতেই তোমাদিগকে ইহা আমি করিতে দিতে পারি না।

৪০। প্রশ্ন ঃ সদ্গুরু কে ?

উত্তর ঃ সর্ব কৈতব শূন্যতা লক্ষণবিশিষ্ট একমাত্র আত্মধর্ম বা ভাগবত ধর্মের অকৃত্রিম উপদেষ্টা ব্যতীত 'সদ্গুরু' কথাটি প্রকৃত সার্থকতা আদৌ নেই, কেননা একমাত্র ভাগবত ধর্মই গুরুর নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব স্বীকার করেন। জগতে বিত্তহরণকারীর গুরুর সংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু সন্তাপ হরণকারী পারমার্থিক গুরুর সংখ্যা অনেক কম। যে গুরু মৃত্যুরূপসংসার থেকে মায়াবদ্ধ জীবকে উদ্ধার করে নিষ্কপটভাবে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করতে না পারে সে কখন গুরুপদে বাচ্য নহে।

৪১। প্রশ্ন ঃ অসৎ সঙ্গ ত্যাগ বলতে কি বোঝায়?

উত্তর ঃ জড় জগতে ভোগ বুদ্ধিতে প্রাকৃত দর্শন বা ভোগ্য দর্শনই স্ত্রী সঙ্গ, সেইরূপ প্রাকৃত দর্শন পরিত্যাগের নামই হল অসৎসঙ্গ ত্যাগ। এই ইতর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া কায়মন বাক্যে কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টার নামই হল সন্ন্যাস। বৈষ্ণব মাত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সন্ন্যাস। বৈষ্ণবের অপর নাম পরমহংস। গুরুবর্গের পরমহংস বেশের সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম উপযুক্ত বেশ ধারণ করিয়া হরিসেবায় উন্মুখ হওয়াই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।

৪২। প্রশ্ন ঃ শুদ্ধ কীর্ত্তন দুর্ভিক্ষের কারণ কি?

উত্তর ঃ গুরুবর্গের অবমাননা হেতুই আজকাল কীর্ত্তনের দুর্ভিক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। আজকালের কীর্ত্তন জড়ের কীর্ত্তন, ব্যবসার খাতিরে কীর্ত্তন, কনককামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের জন্য কীর্ত্তন, জড়েন্দ্রিয় তোষণের জন্য কীর্ত্তন। এই কীর্ত্তন কৃষ্ণের প্রীতির জন্য বা হরিতোষনের জন্য নয়।

কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের প্রীতির জন্য ও জীবের মঙ্গলের জন্য যে কীর্ত্তন করেন সেটাই শুদ্ধ কীর্ত্তন।

৪৩। প্রশ্ন ঃ নিজ ও সর্ব্ব উপকারক কে?

উত্তর ঃ একমাত্র ভগবানের শরণাগত সজ্জনই নিজ উপকারক ও সর্ব্ব উপকারক। যারা অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সঙ্গ করে তাদের এই দুঃসঙ্গ ছাড়াইবার জন্য শুদ্ধ ভক্তগণ সব সময় চেষ্টা করেন।

৪৪। প্রশ্ন ঃ প্রকৃত গুরুপদাশ্রয় বলিতে কি বুঝায়?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর নিজ জনগণ ও কৃষ্ণ ভক্তগণ যে সব উপদেশ আমাদেরকে দিয়ে থাকেন তাহা পালন করাই হল প্রকৃত গুরু পদাশ্রয়।

শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব সেবাই সপার্ষদ শ্রীগৌরহরির সেবা।

৪৫। প্রশ্ন ঃ শ্রী ভগবানের সংবাদ কিভাবে পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ ভগবানের নিকট হইতে পত্র পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতি অনুগত ভক্তগণের নিকট হইতেই তাহার সংবাদ পাওয়া যায়, এবং আমাদের সংবাদ ও ভক্তের দ্বারা ভগবানের নিকট পাঠানো যায়।

৪৬। প্রশ্ন ঃ অমঙ্গল হইতে নিস্কৃতি পাবার উপায় কি?

উত্তর ঃ যিনি আমাদের ভোগ করবার বাসনাটা হরণ করতে পারেন, তিনি হচ্ছেন 'হরি'। আমাদের এই ভোগ বাসনাটাই হচ্ছে অনর্থ। ভগবানের ভক্তের সঙ্গ করে যদি কৃষ্ণ স্মৃতি আসে তবে অমঙ্গলের হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায়, নতুবা নয়।

৪৭। প্রশ্ন ঃ 'দরিদ্র নারায়ণ' কথাটা কি?

উত্তর ঃ নারায়ণ কখনো দরিদ্র হতে পারে না। দরিদ্র ব্যক্তি কখনো নারায়ণ হতে পারে না। প্রত্যেক জীবাত্মাই কৃষ্ণের অংশবিশেষ, জীব কখনো ভগবান হতে পারে না, তাই দরিদ্রতাকে নারায়ণ বলা বা নারায়ণ বস্তুতে দরিদ্রতা আরোপ করা খুবই পাষণ্ডতা।

৪৮। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ শাস্ত্রে বলে আছে, "সর্ব্বে বিষ্ণুজাঃ বৈষ্ণবাশ্চ" অর্থাৎ সকলেই সেই পরম পুরুষ বিষ্ণু হইতে জাত এবং বৈষ্ণব। স্বরূপতঃ সকলেই বৈষ্ণব হইলেও যিনি মহামায়ার অধীনতা স্বীকার করেছেন তাহাকে অবৈষ্ণব বলা হয়। পরমেশ্বর বিষ্ণুর ভক্তগণই বৈষ্ণব।

৪৯। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণ সেবায় অধিকার কিসে হয় ?

উত্তর ঃ মুক্ত না হইলে কৃষ্ণ সেবায় অধিকার হয় না। কৃষ্ণতো একমাত্র রাধারাণীর বস্তু। রাধারাণীর সেবা ব্যাতীত কখনো কৃষ্ণ সেবার অধিকার লাভ হতে পারে না। শ্রীগুরুদেব হলেন শ্রীমতী রাধারাণীর স্বরূপ, শ্রীগুরুদেবই একমাত্র কৃষ্ণ সেবায় অধিকার দিতে পারেন।

৫০। প্রশ্ন ঃ মানুষের একমাত্র কর্তব্য কী ?

উত্তর ঃ ভগবানের শ্রীনামকীর্ত্তন ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কোন সাধন ভজন নাই।

৫১। প্রশ্ন ঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, তখন শ্রীমন মহাপ্রভুর ভজন করিলেই তো সব হয়, পৃথক কৃষ্ণ আরাধনার দরকার কী ?

উত্তর ঃ যারা এরকম বিচার করে, তাদের কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদ বুদ্ধি হয়েছে। কতগুলি লোক গৌর আনুগত্যের ছলনা করিয়া এরূপ প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা গৌর ভজন নহে, ইহা কপটতা ও ভণ্ডতা মাত্র। কৃষ্ণ হইতে বড় বস্তুর কল্পনাই মনোধর্ম বা মায়া। সেবকের শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার পূর্বাভাসই গৌর উপাসনা। আর সিদ্ধের গৌর উপাসনাই শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা।

৫২। প্রশ্ন ঃ অনর্থ নিবৃত্তি কিসে হয় ?

উত্তর ঃ হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী

হইয়া যায়, সেইজন্য ভগবানকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। কৃষ্ণনাম উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়।

৫৩। প্রশ্ন ঃ সঙ্গের ফল কী?

উত্তর ঃ সাধু সঙ্গই মানব জীবনের হরিভজনের প্রধান বৃত্তি, আর সাধু সঙ্গের প্রভাবে আত্মা ক্রমে ক্রমে হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানব জীবনে ইহাই একটি সর্ব্ব প্রধান অবলম্বন। কিন্তু আমরা দুর্ভাগা, সাধু সঙ্গ বঞ্চিত হইয়া বৃথা জীবন কাটাইতেছি। এর ফলে অন্যান্য কার্য হরিসেবার জায়গা দখল করে নিয়েছে।

৫৪। প্রশ্ন ঃ 'ধাম' শব্দে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ 'ধাম' শব্দের অর্থ আলোক; যে আলোক আমাদিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেয়, সেই আলোরই অনুসন্ধান হউক। উল্লুকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমরা কত জন্ম-জন্মান্তর কাটাইয়াছি, অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইবার যত্ন করিয়াছি। আমাদের দুরবস্থা দেখিয়াই পুরাণ-সূর্য্য শ্রীমদ ভাগবত শ্লোক ৭।৫।৩১-৩২-এ বলিয়াছেন,—যাঁহারা এই জগতের মনুষ্য জাতির চেষ্টা, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য প্রভৃতিতে মত্ত—আচ্ছন্ন হইয়া আছেন, তাঁহাদের সত্যানুসন্ধানে বাধা ঘটিতেছে। আবার যাঁহারা সত্য জানা কঠিন—অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, এরূপ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদেরও হরিভক্তির বিচার কম। বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে ভক্তিরসপাত্র ভাগবতের নিকটেই ভক্তিরসশাস্ত্র ভাগবত পাঠ করুন। ভাগবত পাঠকের অধ্যাবসায়ের অন্যতম জ্ঞানে যে প্রকার পাঠ হয় বা হইতেছে, তাহাতে জগতের সমূহ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে—বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই অসুবিধা ঘটিতেছে। ভগবানের অনুগ্রহ লাভ ব্যবসায় নহে, আর বাকী সবই ব্যবসায়।

৫৫। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব বিদ্বেষ করিলে কি হয় ?

উত্তর ঃ বৈষ্ণবে বিদ্বেষ দ্বারা মহারৌরবে পতিত হইতে হয়।

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মানাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥

বঙ্গদেশে বৈষ্ণব বিদ্বেষ বহুল পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে। বহুলোক বৈষ্ণব প্রবৃত্ত হওয়ায় অবৈষ্ণবতা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ব্যতীত অবৈষ্ণবগণের দানাপানি রুজু বন্ধ হইয়া যায়, তাই তাঁহাদের এত উদ্যম। এই অভক্তির বিচার—বৈষ্ণব-বিদ্বেষ জগৎ হইতে থামিয়া যাউক। ধর্ম্মজগতের দৌরাত্ম্যের কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হউক।

৫৬। প্রশ্ন ঃ বিষয়ী কাহারা ?

উত্তর ঃ সেই সকল ব্যক্তিই বিষয়ী, যাঁহারা প্রাকৃত স্ত্রীপুত্রাদির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিত্যমঙ্গল লাভের সময়কে বৃথা ব্যয় করেন।

৫৭। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণব হওয়ার কি ফল ?

উত্তর ঃ বৈষ্ণব হওয়াই সর্ব্বোত্তমতা। ব্রাহ্মণ জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বৈষ্ণবতা কোটি কোটি জন্ম বৈদান্তিক হইবার পর লাভ হয়। বাংলায় কেবলদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন—আমরাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু অন্য কাহারও কথা নয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যাসদেব লিখিয়াছেন,—

"সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, যাজ্ঞিক সহস্রের মধ্যে একজন বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এইরূপ কোটি বৈদান্তিকের মধ্যে একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, আবার বিষ্ণুভক্ত সহস্রের মধ্যে একজন একান্তি-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।"

৫৮। প্রশ্ন ঃ নিষ্কপট সেবার ফলে কি হয় ?

উত্তর ঃ যিনি বা যাঁহারা নিষ্কপটে হরিকীর্ত্তন প্রচার বা

চতুর্দ্দশভুবনপতি শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চা ও বানীপূজার সেবানুকূল্য করেন, গৌরজনগণ স্বততঃই তাঁহার বা তাঁহাদের প্রতি স্নেহ-বিশিষ্ট এবং সেই স্নেহ ও কৃপার পারিপাশ্বিকতায় অন্যান্য লোকেরও সেবার সমৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৫৯। প্রশ্ন ঃ ভক্তগণের তথাকথিত অমঙ্গল আছে কি ?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—ভক্তগণের তথাকথিত অমঙ্গল নাই, কিন্তু অভক্তগণের অন্যাভিলাষ ও কর্ম-জ্ঞানাদি স্পৃহাজনিত তথাকথিত শুভ ও মঙ্গলের মধ্যেও অমঙ্গলের খনিই প্রচ্ছন্ন থাকে। তিনি আরও বলেন,—ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত ভগবানের যাবতীয় বিধান অবনত মস্তকে স্বীকার করেন। ভগবানের ব্যবস্থার চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে তাঁহাতে শ্রদ্ধার অভাব ও নিজের অন্যাভিলাষ প্রমাণিত হয়। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ "তত্তেহনু কম্পাং " এই ভাগবতীয় শ্লোক ও "বিরচয় ময়ি দণ্ডং" শ্রীরূপপ্রভুর এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। শ্রীরূপের শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে—বৃষ্টি বজ্রগর্ভই হউক আর সুশীতল বারিগর্ভই হউক, চাতক সেই বৃষ্টির জল ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর স্তুতি করে না। ভগবদ্ভক্তও ভগবৎকৃপা আপাতঃ দৃষ্টিতে দণ্ড বা নিষ্ঠুরতা বলিয়া প্রতীয়মান হউক কিম্বা সম্পদযুক্তই হউক, তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানেই শরণাপন্ন থাকেন। ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত কর্মফল-বাধ্য নহেন। কিন্তু তিনি নিজে দৈন্যক্রমে জানেন যে, আমি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি।

৬০। প্রশ্ন ঃ সেবায় ছলনা এবং গুরুবৈষ্ণবের নিন্দায় কি ফল হয় ?

উত্তর ঃ মহাপ্রভুর বাড়ীতে যে সকল লোক কোনপ্রকার ছলনা করিয়াছে এবং গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা, অবজ্ঞা এবং উদ্বেগ প্রদান করিয়াছে, তাহাদের পতন হইয়াছে, তাহারা যমদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

৬১। প্রশ্ন ঃ সকলকে কি শিষ্য বলা যাইবে ?

উত্তর ঃ অবনত মস্তকে শাসন স্বীকার না করিলে তাঁহাকে শিষ্য

বলা হইবে না। হরিসেবকগন মঠে বাস করেন। মঠবাসীর আচার-বিচার ছাড়িয়া দিলে কমঠভোজী হইয়া পড়িতে হইবে। মঠ-স্বার্থ ও মঠসেবা ছাড়িয়া দিলে বহির্মুখ জীব কমঠবাসী হয়। *কমঠ – কচ্ছপ।

৬২। প্রশ্ন ঃ হরিভজন বাদ দেওয়া যায় কি ?

উত্তর ঃ হরিভজন বাদ দিলেই জীব গৃহমেধী হয়। হরিভজন পরায়ণের গৃহ বৈকুণ্ঠ সদৃশ। মঠের সেবা করিতে হইবে। মঠসেবা গ্রহণ করিতে হইবে না। গৃহকে মঠ করিতে হইবে। কিন্তু মঠকে গৃহে পরিণত করিতে হইবে না।

৬৩। প্রশ্ন ঃ কাহারা বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান করেন?

উত্তর ঃ যাঁহারা হরিভজন করেন, তাঁহারা কখনও বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধান করেন না। ভগবৎপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইলেই জীবের পতন অবশ্যম্ভাবী।

৬৪। প্রশ্ন ঃ আমাদের কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর ঃ সর্বক্ষণ কৃষ্ণের সুখৈষণা-ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য্যই নাই। কৃষ্ণের নামের ভজনে ক্রমে রূপের, গুণের, পরিকরগণের ও লীলার সেবা পাওয়া যাইবে। শ্রীনামভজনই সর্বসিদ্ধি। শ্রীনামের ভজন ব্যতীত নামীর ভজন হয় না। ইহজগতে নানাপ্রকার শব্দ আমাদের কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে, তাহা অপসারিত করিয়া কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিতে হইবে।

৬৫। প্রশ্ন ঃ ভোগী ও ত্যাগী বিষয়ে বিচার কি রূপ ?

উত্তর ঃ ভোগী ও ত্যাগী—ইহজগতের লোক, ভোগ ও ত্যাগ—এ-জগতের বিচার। ভগবদ্ভক্ত এ জগতের ন'ন, তিনি ভোগীও ন'ন, ত্যাগীও ন'ন। ভোগী সর্বদা ভোগাকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি"—বিচারে ভোগীর দুর্দশা দে'খে ত্যাগী মনে করে,—স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত হ'লে—দ্রষ্টা-

দৃশ্য-দর্শন এক হ'লেই বাস্তব-দর্শন। ভক্তিতে কোনপ্রকার তপস্যা নাই। ভক্তের তপস্যা প্রভৃতি নিজ-ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নয়, তিনি নিজের জন্য কোন কাজই করেন না, তাঁর যা' কিছু সবই ভগবৎসেবার জন্য। ভগবান্ ও ভক্তের সেবা ক'রলেই তপস্বীর তপস্যার সার্থকতা, নতুবা তা'র কোন মূল্যই নাই।

৬৬। প্রশ্ন ঃ মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর ঃ মহাপ্রভুর শিক্ষা,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

হরিকীর্ত্তনই একমাত্র কার্য্য। সর্বদা হরিকীর্ত্তন হলেই নিজ ভোগাদির কাজ থামবে। অনুক্ষণ ভগবানের কথা স্মৃতিপথে না থাকলেই জড়ের ভোগ হয়ে যাবে। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে ভগবানের কি সম্বন্ধ না জানলে প্রেমাই প্রয়োজন হবে না। দুর্ব্বুদ্ধিযুক্তের প্রার্থনীয় বিষয়ই—প্রাকৃত ধর্ম্ম, কর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় এগুলি শিশু-শিক্ষার কথা, উচ্চতর ও উচ্চতম শিক্ষার কথা তিনি ব'লেছেন। উপনিষদ, গীতা হল Infant Class-এর পাঠ, Higher Study দরকার—শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা আবশ্যক।

৬৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত-পাঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলেন যে,—যাঁহারা শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতে ভেদবুদ্ধি করেন, তাঁহারা প্রাকৃত বাউল ও প্রাকৃত সাহজিক মতাবলম্বী। গৌর ও কৃষ্ণে ভেদবুদ্ধি হইতেই এই সকল দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। সেই দুর্ব্বুদ্ধি বিনাশের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা ঔদার্য্যময়শিক্ষা গ্রন্থরাজ শ্রীচৈতন্যভাগবতের শিক্ষাই অধিকতর মঙ্গলপ্রদ।

৬৮। প্রশ্ন ঃ বৈকুন্ঠ হইতে মথুরার শ্রেষ্ঠতা কেন ?

উত্তর ঃ বৈকুন্ঠ এ জগতে আসেন না। বৈকুন্ঠ তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সর্বদাই প্রপঞ্চাতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু যে বৈকুন্ঠ পরমকরুণা বিস্তারার্থ তাঁহার সে স্বাতন্ত্র্য শক্তিকে ঔদার্য্যময়ী করিয়া আজ কৃষ্ণের জন্মলীলা বিস্তারের জন্য প্রপঞ্চাতীতভাবে প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মথুরার বৈকুন্ঠ হইতেও বৈশিষ্ট্য আছে।

৬৯। প্রশ্ন ঃ সাধুসঙ্গ কাহাকে বলে ?

উত্তর ঃ অসাধু বা সাধুব্রুবকে সাধু কল্পনা করিয়া সঙ্গ করিলে কিম্বা প্রকৃত সাধুর নিকট স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিবার অভিনয় করিলে তদ্দ্বারা সাধুসঙ্গ হইবে না।

৭০। প্রশ্ন ঃ মথুরাবাস কি প্রকারে হইতে পারে ?

উত্তর ঃ ভোগবুদ্ধিতে মথুরাবাসের অভিনয় মথুরাবাস নহে।

৭১। প্রশ্ন ঃ শ্রীজগন্নাথদেব তত্ত্বতঃ কি বস্তু ?

উত্তর ঃ শ্রীজগন্নাথদেব—পুরুষোত্তম বস্তু—স্বয়ংরূপ সম্বন্ধজ্ঞান তত্ত্ব মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনের নিকটই তাঁহার সেই স্বরূপ প্রকাশিত হয়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আশ্রয়-শিরোমণির ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীজগদীশকে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শনের আদর্শ প্রকট করাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রধাবিত হইয়াছিলেন।

৭২। প্রশ্ন ঃ গুরু কে ?

উত্তর ঃ যিনি সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণবস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনি গুরু। সেতার শেখানোর গুরু বা কসরৎ শেখানোর গুরুর কথা বলছি না, তারা মৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে পারে না। ভাগবতের শ্লোক ৫।৫।১৯-এ পাই—সে গুরু, গুরু ন'ন; সে পিতা, পিতা ন'ন; সে মাতা, মাতা ন'ন; সে দেবতা, দেবতা ন'ন; সে

স্বজন, স্বজন ন'ন ; — যিনি আমাদিগকে মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা করতে না পারেন — আমাদিগকে নিত্য জীবন দিতে না পারেন — এই জড় জগতের অভিনিবেশ-রূপ অজ্ঞান-মৃত্যু হ'তে রক্ষা করতে না পারেন। অজ্ঞতা হ'তেই মৃত্যুমুখে পতিত হই, বিজ্ঞতা হ'তে মৃত্যুমুখে পতিত হই না।

৭৩। প্রশ্ন ঃ কেহ কেহ কালী, কৃষ্ণ, গণেশ প্রভৃতি সমস্তই এক বলেন, ইহা কি সত্য ?

উত্তর ঃ কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি এক নয়। একটা হল জগৎ, আর একটা জগন্নাথ। অধোক্ষজ বস্তু জগন্নাথকে অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা মানুষ ধারণা করতে পারে না। সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবান বিষ্ণু ও তদভিন্ন বস্তুকে যে এক অর্থাৎ সমান মনে করে, সে পাষণ্ডী — নারকী। পদ্মপুরাণ বলেন, — যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকেজলবুদ্ধি। সকল কল্পনাবিনাশী বিষ্ণুনাম মন্ত্রে শব্দসামান্য বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সমবুদ্ধি করে সে নারকী। বৈষ্ণবতন্ত্র-বচন বলেন, — যে ব্যক্তি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতার সহিত বিষ্ণুকে সমান জ্ঞান করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। মায়ামুগ্ধ, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ মর্ত্ত্যজীবকে অনেকে কৃষ্ণ, নারায়ণ, হরি, বিষ্ণু, ঈশ্বর, গুরু প্রভৃতি নামে অভিহিত করে। এরা সব পাষণ্ডী।

৭৪। প্রশ্ন ঃ সাধুসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কীর্ত্তন বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ কি বলেন ?

উত্তর ঃ বড় দরিদ্র আমরা, 'দরিদ্র নারায়ণ' নহি। আমাদের এই দরিদ্রতা কমিয়া যাওয়া দরকার। ধন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কৃষ্ণপ্রেমই সেই মহাধন।

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

—ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। কৃষ্ণপ্রীতি প্রয়োজন হইলে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অপ্রীতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। মহাপ্রভুর আদেশ—

“পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

জগতে মায়িক নামই সর্বত্র চলিতেছে; বৈকুন্ঠনাম প্রচারিত হউক। বৈকুণ্ঠ নামের প্রচারই মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট। আমাদের প্রচার প্রণালী এইরূপ হউক—প্রচুর পরিমাণে Pamphlet করা হউক। মন্দির না হয়, নাই হইল। তাঁহারা দেখুন—উহাদের দেশে দর্শন বা প্রয়োগশাস্ত্রে কতটুকু কি আলোচনা হইয়াছে, আর আমরা কত বড় জিনিষটি বলিতে বসিয়াছি।

৭৫। প্রশ্ন ঃ মনুষ্য জন্মের কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর ঃ ভগবানের চরণে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধা বিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। আমরা কোন দিন মরিয়া যাইব, তাহার স্থিরতা নাই, অতএব আমাদের ক্ষুদ্র অনিত্য নশ্বর বস্তুর সেবা করিবার সময় নাই। যখন মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ছোট অস্থায়ী জিনিষের সেবা করিব না, গৃহব্রত হইব না, কুকুরের সেবা করিয়া ভাঙ্গি হইব না—গোগর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহী হইব না। আমরা সারগ্রাহী হইব। আমরা মক্ষিকার বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন করিব। এ জগতে ক্ষুদ্র বস্তুর ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য বিচার সকলই মনোধর্ম্ম।

‘দ্বৈত’ ভদ্রাভদ্র জ্ঞান, সব ‘মনোধর্ম্ম’।
‘এই ভাল, এই মন্দ’—এই সব ‘ভ্রম’॥

৭৬। প্রশ্ন ঃ শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে না কেন ?

উত্তর ঃ সংসার–বাসনা যখন সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যাইবে,

তখনই শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা কর্ণে প্রবেশ করিবে, তাহার পূর্বে নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণ-সেবার কথা জানাইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার কথা জানাইয়াছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সেবার কথা শ্রীদামোদর-স্বরূপ প্রভু যিনি পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি জগৎকে জানাইয়াছেন। শ্রীরূপ-রঘুনাথও সেই স্বরূপ-দামোদর প্রভুর কথা জানাইয়াছেন। শ্রীল গোস্বামীগণের গ্রন্থপাঠে তাহা জানা যায়।

৭৭। প্রশ্ন ঃ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি বিনোদ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের কি আদর্শ প্রদর্শন করেছেন ?

উত্তর ঃ তিনি বলেছেন,—'চৈতন্যবিমুখ–নিজজনে জানি পর। যত near and dear ones —সকলেরই সঙ্গ ছেড়ে দিতে হবে, যদি তারা চৈতন্য-বিমুখ হন। চৈতন্যবিমুখ কি না, তা' জানবার উপায় প্রকৃত চৈতন্য-ভক্তের মনোহভীষ্ট পূরণে আনুকূল্যকারী ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় উন্মুখ। চৈতন্যভক্তের বিদ্বেষকারী সব কৃমি-জাতীয়; আত্মার পুষ্টিকর খাদ্যরূপে যা কিছু গ্রহণ করা যাবে, তাতে আত্মশরীর পুষ্ট না হয়ে কৃমির শরীর পুষ্ট হবে।

৭৮। প্রশ্ন ঃ পরের দোষ দেখি কেন ?

উত্তর ঃ আমি নিজ মনকে শোধন করিতে না পারায় পরের দোষ অনুসন্ধান করি।

৭৯। প্রশ্ন ঃ তীর্থস্থান কোথায় অবস্থিত ?

উত্তর ঃ এতৎসম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ।"

৮০। প্রশ্ন ঃ একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা কে ?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "যে মুহূর্তে আমাদের রক্ষাকর্ত্তা থাকিবে না, সেই মুহূর্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হ'য়ে

আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। **প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা।"**

৮১। প্রশ্ন ঃ দেহধারণের স্বার্থকতা কিসে ?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"আমরা জগতে বেশী দিন থাকিব না, হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে আমাদের দেহপাত হইলেই এ দেহ ধারণের স্বার্থকতা।

৮২। প্রশ্ন ঃ অন্তরঙ্গ ভক্তের লোভনীয় বস্তু কি ?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ ব'লেন,—"রূপানুগের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই।"

৮৩। প্রশ্ন ঃ জীবের পরম ধর্ম্ম কি ?

উত্তর ঃ শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম।"

৮৪। প্রশ্ন ঃ "যত মত তত পথ"—এই বিচারই সমস্ত ধর্ম্ম বিবাদের মীমাংসা ও ভগবদ দর্শনকারীর কথা। ইহা কি ঠিক ?

উত্তর ঃ "যত মত তত পথ"—এই মতবাদ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতার চরম ও অধর্ম্মের সন্ধানহীন নির্ব্বিশেষ চিন্তাপর-মনোধর্মী-সম্প্রদায়ের লোকরঞ্জন ও মনোরঞ্জনকারিণী কথা।

৮৫। প্রশ্ন ঃ মানুষের সেবা বা জীবের দেহ-মনের সেবাই ঈশ্বর-সেবা কি ?

উত্তর ঃ বদ্ধজীবের দেহ মনের সেবা কে ঈশ্বর সেবা বলা চরম নাস্তিকতা। তাহা অধোক্ষজ ভগবৎ সেবা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। অধোক্ষজ ভগবানের একান্ত সেবক বা মহাভাগবতের সেবা দ্বারা পরমেশ্বরে সেবা বুদ্ধির উদয় হয়, কিন্তু বদ্ধজীবের দেহ মনের সেবার দ্বারা হরিবিস্মৃতি ঘটে।

৮৬। প্রশ্ন ঃ আগে রাজনৈতিক-স্বাধীনতা লাভ করা, পরে ধর্ম্মচর্চ্চা করা, অথবা ধর্ম্ম-রাজনৈতিক সুবিধাবাদ সংগ্রহেরই অস্ত্র—ইহা কি ঠিক?

উত্তর ঃ পার্থিব রাজনীতি প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল। দেশাত্মবোধ দেহাত্ম-বোধেরই সহোদর। পার্থিব রাজনীতি ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভোগবাদ সংগ্রহের জননী। একমাত্র স্বরাট্ লীলা পুরুষোত্তমের ও তাঁহার সেবকগণের অস্মিতায় বাসই প্রকৃত স্বাধীনতা; আর বাদ বাকী সকলই বহুরূপী কারাগার ভোগ।

৮৭। প্রশ্ন ঃ 'জীব ভগবানের দাসানুদাস'—এরূপ অভিমান কি জীবের অধোগতিকারক ?

উত্তর ঃ জীব—ভগবদ্দাসানুদাস,—ইহাই প্রত্যেক নির্ম্মল আত্মার বা পরমমুক্ত পুরুষের স্বরূপের অভিমান। আর 'আমি প্রভু বা জগতের কর্ত্তা'—ইহা প্রকৃতি কবলিত, রিপুতাড়িত মায়াবদ্ধ-জীবের পতনের পতাকা। 'আমিই ব্রহ্ম'—এরূপ অভিমানও আত্মহত্যার পথের যাত্রীর অভিমান।

৮৮। প্রশ্ন ঃ ভোগীরই অর্থের প্রয়োজন, সাধুগণের নিকট অর্থ 'বিষ' বলিয়া পরিত্যাজ্য—ইহাই কি ঠিক ?

উত্তর ঃ ভোগীর নিকটই অর্থ বিষক্রিয়া করে, ভোগীর ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া তাহার নিজের ও সমাজের সর্ব্বনাশ করায়। ভগবৎ-সেবক ভোগী ও ত্যাগী নহেন বলিয়া তিনি নারায়ণের অর্থ বাহ্য ভোগী আত্মসাৎ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ছলে, বলে, কৌশলে গ্রহণ করিয়া ভোগীর ব্যক্তিগত অর্থ মালিকের সেবায় নিযুক্ত করেন। ভগবৎ সেবক কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তুকে ত্যাগ করেন না, তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবা করেন।

৮৯। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম সাম্প্রদায়িক বলিয়া সঙ্কীর্ণ ও হিন্দুধর্ম্ম অসাম্প্রদায়িক বলিয়া সার্ব্বজনীন?

উত্তর ঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষকামের দূঃসঙ্গ-বর্জ্জনপূর্ব্বক

অধোক্ষজ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পনপর সৎসংগ গ্রহণের জন্য সৎসাম্প্রদায়িক। 'সৎসঙ্গ' অর্থে শ্রৌতপথ। আত্মধর্ম্ম শ্রৌতপথেই বিকশিত হয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম। উহা কেবল বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ, ইউরোপ, আমেরিকা বা পৃথিবীর জীবের অনাবৃত নির্ম্মল আত্মার ধর্ম্মমাত্র নহে, পরন্তু অনন্তকোটি বিশ্বের, বৈকুণ্ঠ ও গোলোকের প্রত্যেক জীবাত্মার নিত্য-স্বভাব। অতএব বৈষ্ণব ধর্ম্মই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। কারণ তাহা আত্মনিষ্ঠ; কিন্তু তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম সকল দেশের ও সকল জীবের ধর্ম্ম নহে। প্রত্যেক জীবের পক্ষে সেই ধর্ম্ম খাটিবে না। কারণ তাহা দেহ ও মনের রুচি অনুযায়ী ইষ্ট ও উপাসনা-প্রণালী সৃষ্টি করে।

৯০। প্রশ্ন ঃ যে কোনো ঠাকুর দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাঁহার কাছে কিছু ফুল, তুলসী দেওয়া, ঘন্টা বাজানো, স্তবস্তুতি করা বা সম্মুখে বসিয়া জপ, ধ্যান করাই কি ভক্তি ?

উত্তর ঃ ভগবান অধোক্ষজ অর্থাৎ জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে তিরস্কৃত করিয়া নিত্যসিদ্ধ নিয়ামকত্ব ও স্বতঃ কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্মের নিরঙ্কুশ পরিচালনকারী। সেইরূপ পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা অপ্রাকৃত-স্বরূপের উদয় অনুভবের বিষয় হয়। অতএব জীবের রুচি অনুযায়ী যে-কোন মূর্ত্তির কল্পনা বা ফুল, তুলসী দ্বারা পূজা বা ঘণ্টা বাজাইবার অভিনয় 'ভক্তি' নহে – উহা ভোগ। বহুরূপী প্রচ্ছন্ন ভোগই 'ভক্তি' বলিয়া বাজারে প্রচারিত।

৯১। প্রশ্ন ঃ গুরুই স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ। এই বিশ্বাস অনুসারে যে-কোন লোককে স্বয়ং ভগবান কল্পনা করিয়া গুরু করা যায় কি ?

উত্তর ঃ গুরুদেব স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ বিষয়-বিগ্রহ নহেন; তিনি আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়। কৃষ্ণ রাসলীলা করেন; তিনি গোপীগণের ভোক্তা। কিন্তু আশ্রয়-বিগ্রহ গুরুদেবসেরূপ সম্ভোগ-লীলা প্রকাশ করেন না।

কি করিয়া কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম সেবা করা যায়, তাহা তিনিই (গুরুদেব) জানেন। বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের পাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায়; কিন্তু আশ্রয়বিগ্রহ গুরুপাদপদ্মে তুলসী দেওয়া যায় না। মানুষকে কেহ ‘ভগবান’ করিতে পারে না। ভগবান বা গুরু মানুষ বা শিষ্যের সৃষ্ট বস্তু নহে।

৯২। প্রশ্ন ঃ অনর্থ নিবৃত্তির উপায় কি?

উত্তর ঃ সংখ্যা নির্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হয়, জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে। এমন কি, হরিবিমুখ বহির্ম্মুখগণ আর তখন বিদ্রূপ করিতে পারে না।

৯৩। প্রশ্ন ঃ অত্যন্ত অনর্থগ্রস্ত হওয়ায় এই সকল উপদেশ-পালনে বল কি ভাবে পাওয়া যাইবে?

উত্তর ঃ শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপাশক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নাম প্রভু নামীপ্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।

৯৪। প্রশ্ন ঃ কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণভক্তসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন তিনটি কি পৃথক?

উত্তর ঃ “কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণভক্তসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন—তিনটি পৃথক অনুষ্ঠান হইলেও তিনটিই একতাৎপর্য্যপর। নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তসেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণসেবা হয়। কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব সেবা হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমাদ্ভাগবত পাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটি কার্য্য হইয়া থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়”।

৯৫। প্রশ্ন ঃ আমাদিগকে সেবাকার্য্য করিবার জন্য যে বিষয়ীর ন্যায় কার্য্য করিতে হয়, তাহা কি ভজন প্রতিকূল?

উত্তর ঃ "আমাদের সকলেরই মূল প্রয়োজন—ভগবান ও ভক্তের সেবা। এই সেবা করিতে গিয়ে আমাদিগকে সাধারণ বিষয়ীর ন্যায় যে সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহা ভজন-প্রতিকূল নহে, বরং উহাই ভগবদ্ভজনের অনুকূল জানিবেন। প্রাকৃত ভোগ হইতে অবসর পাইতে হইলে গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী উভয় আশ্রমীরই কৃষ্ণভজন আবশ্যক। কৃষ্ণভক্তগণ ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সমস্ত কার্য্যদ্বারা কৃষ্ণেরই অনুশীলন করেন, তাহাতে মর্য্যাদা পথের সেবা মাত্র না হইয়া সর্বতোভাবে হরিসেবা হইতে থাকে।"

৯৬। প্রশ্ন ঃ মায়াবদ্ধ বিষয়ীদিগের চিন্তা এই যে—হরিভজন করিয়াও আবার দুঃখ কেন?

উত্তর ঃ শ্রীমায়াপুরে মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত খোলাবেচা শ্রীধরের বাস। উনি ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত বলিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি কলা-মুলা-থোড় বিক্রয় করিয়া অতি দরিদ্রভাবে জীবন-যাপন করিতেন। শ্রীধরের শুদ্ধ-ভক্তিতে প্রীত হইয়া মহাপ্রভু সখ্যরসে তাঁহার সহিত কোন্দল করিতেন। মহাপ্রভু তাঁহার কলার মোচা-থোড় কাড়াকাড়ি করিতেন। শ্রীধরের বিচার এই যে—'ঈশ্বরেরই সকল বস্তু'। সকল বস্তু দিয়া তাঁহারই সেবা করিতে হয়। কেননা—He is all-loving centre.

৯৭। প্রশ্ন ঃ খাদ্যের সহিত কি ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে?

উত্তর ঃ ভক্তগণ সতত শরণাগত, তাঁহাদের প্রত্যেক পদবিক্ষেপ, প্রত্যেক আচার-বিচার, প্রত্যেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অধোক্ষজ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অনুকূল। নিজের যে দ্রব্যটি ভাল লাগে—সেই দ্রব্যটি গ্রহণ করিব এবং ভোগ করিয়া উহা 'ব্রহ্মকে আহুতি দিতেছি' কল্পনা করিব—এরূপ অভক্তিপর নির্ব্বিশেষ বিচার ভক্তগণের

নহে। মায়াবাদিগণের উপাস্য—ঠুঁটোরাম। কাজেই ইন্দ্রিয়গণ-রূপে অধোক্ষজ ভগবান কোন বস্তু গ্রহণ করিতে না পারায়(?) ভোগের হেয়তা দশায় কবলিত করে, কিন্তু ভগবান যে সকল প্রিয় দ্রব্য শাস্ত্রদ্বারা তাঁহার ভোগ্য নৈবেদ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল বস্তুর কৃষ্ণ ভোগাবশেষ—যোগ্যতানুসারে সম্মান করিয়া ভগবদ্ভক্ত-গণ জীবনধারণ করিয়া থাকেন। 'তাম্বুলাদি দ্রব্য ভগবানের ভোগ্য হইলেও তাহাতে অনর্থযুক্ত আমার যোগ্যতা নাই'—এই বিচারে অনেকে তাহা নমস্কার করিয়া রাখিয়া দেন। কৃষ্ণের উত্তম ভক্তগণের উচ্ছিষ্টই সেবকগণ শরণাগত কুকুরের ন্যায় গ্রহণ করিয়া হরিভজন অনুকূল জীবন ধারণ করেন।

৯৮। প্রশ্ন ঃ বিষ্ঠা ও চন্দনে যাহার সমজ্ঞান, মাটি ও টাকায় যাহার সমজ্ঞান, চণ্ডাল ও ব্রাহ্মণে যাহার সমজ্ঞান, বেশ্যা ও সতীতে যাহার সমজ্ঞান, জীবে ও ব্রহ্মে যাহার সমজ্ঞান, চেতন ও অচেতনে যাহার সমজ্ঞান—তিনিই কি পরমহংস?

উত্তর ঃ যিনি চেতনাচেতন সর্বজীবে অর্থাৎ অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামে পরমাত্মা ভগবানের ভাবসমূহ দর্শন করেন, চেতনাচেতন সর্ব্বভূতকেই ভগবৎ-পরমাত্মায় অবস্থিত দেখেন, সেইরূপ মহাভাগবতই পরমহংস। ব্রজদেবীগণের "বনলতাস্তরব আত্মনি" (ভাঃ ১০।৩৫।৯), নদ্যস্তদাতদুপধার্য্য (ভাঃ ১০।২১।১৫) ও 'কুররি বিলপসি' (ভাঃ ১০।৩০।১৫) ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ভাবই পরমহংস মহা ভাগবতের লক্ষন, যিনি স্বীয়হৃদয়ে প্রণয়রসন দ্বারা ভগবৎপাদপদ্ম সর্ব্বদা আবদ্ধ করিয়াছেন, সাক্ষাৎ হরি যাঁহার হৃদয়কে কখনও পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপ মহা ভাগবতই পরমহংস। সনক, সনন্দন, শুকাদি পরমহংস–শিরোমণিগণ ব্রহ্মজ্ঞানাদি বা আত্মরাম তাকেও বর্জ্জন করিয়া অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনকেই সম্বল করিয়াছিলেন। অতএব পরমহংসের সকল বস্তুতেই সেব্যজ্ঞান থাকায় তিনি সকলকেই গুরুবস্তুরূপে দর্শন করেন। তাহা নির্ব্বিশেষবাদী বা কৃত্রিমপন্থীর (যোগী, জ্ঞানীর) বিষ্ঠা ও চন্দনে, বেশ্যা ও সতীত্বে সমজ্ঞানের আদর্শ নহে।

৯৯। প্রশ্ন ঃ পূর্ণবস্তুর লীলাভূমি কোথায়?

উত্তর ঃ জাগতিক লোকের মন সঙ্কল্প-বিকল্প সন্দেহের ভাণ্ডার, আর যে মন ভোগ ও ত্যাগের সঙ্কল্পকে বিসর্জন দিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত—তাহাই পূর্ণবস্তুর লীলাভূমি।

১০০। প্রশ্ন ঃ কাশীর পণ্ডিতগণ কি শ্রীমদ্ভাগবতকে স্বীকার করেন না?

উত্তর ঃ তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় একটি মনে করেন। এইটিকে অন্যান্য পুরাণাদির মধ্যে এক পুরাণ বিশেষ বলিয়া মানেন। তাঁহারা এই মহান গ্রন্থটিকে পুরাপুরি মানেন না। আমাদের মনে হয়, ভাগবত ব্যতীত অন্য কোনও গ্রন্থের প্রয়োজন নাই। একমাত্র যে গ্রন্থগুলি ইহাকে মানিয়া লইয়া কিছু বলেন সেইগুলি মাত্রই স্বীকার্য্য। যেগুলি ইহার বিপক্ষে কিছু বলে সেইগুলি পারমার্থিক পদবাচ্য হইতে পারে না।

১০১। প্রশ্ন ঃ 'অনর্থ' শব্দের অর্থ কি?

উত্তর ঃ যাহা 'অর্থ'কে (প্রধান প্রয়োজনকে) মূলেতেই অবরুদ্ধ করে, তাহাই অনর্থ (অমঙ্গল)। এই অনর্থ আমাদিগকে এক দল 'সেবকে' রূপান্তরিত করিতেছে।

১০২। প্রশ্ন ঃ কখন এই অনর্থের ইতি হইবে?

উত্তর ঃ যাহা আমরা আমাদের অক্ষ বা ইন্দ্রিয় দ্বারা মাপিয়া লইতে পারি, তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভুতিতে ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহা আমাদের বুদ্ধির বিচারে 'প্রেয়ঃ বা আমাদের বাঞ্ছিত বস্তু ও সেইগুলি কর্ত্তব্যের আকারে, সেইগুলি অক্ষজ বা অর্জিত। বৃক্ষ, পশু, কিছু লোক, দেশের প্রতি এবং বুদ্ধিমান বলিয়া পরিগণিত হইবার বাসনা এবং সাধু বলিয়া সম্মানপ্রাপ্তির ইচ্ছা—এইগুলি অক্ষজের বা ইন্দ্রিয়বস্তুর সেবা। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্যান্য ইচ্ছাযুক্ত ব্যক্তির এই

সকল প্রচেষ্টা সবই অক্ষজের সেবা; আর এই সমস্তই ভগবান কৃষ্ণের প্রতি বৈমুখ্য।

১০৩। প্রশ্ন ঃ আমাদিগকে সকল প্রকার পেশা ও দৈনন্দিন কর্ত্তব্য-কর্ম্মাদি ত্যাগ করিতে হইবে কি?

উত্তর ঃ আমরা বৈষ্ণবগণের ন্যায় সব কিছুই করিব, কিন্তু কর্ম্মের পথ অবলম্বন করিব না। আমাদিগের পূর্বতন গুরুদেব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।৮৫) ঃ "যাহার সকল চেষ্টা কায়-মন বাক্যে শ্রীহরির সেবা করা, তাঁহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলা হয় অর্থাৎ 'জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত', তা' তিনি জীবনের যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন।" যখন কেহ পার্থিব আমোদ-প্রমোদ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং যাহা কৃষ্ণসেবার অনুকূল তাহা স্বীকার দ্বারা তিনি অতিশয় আকুলভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত, এই প্রকৃতির লোকেরই প্রকৃত ত্যাগ আছে।"

১০৪। প্রশ্ন ঃ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি?

উত্তর ঃ পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই প্রকার ধর্মনিরপেক্ষ ও বৈদিক ক্রিয়াদি করিবেন যাহা হরিসেবায় অনুকূল। পঞ্চরাত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে, হরিসেবার জন্য শাস্ত্রে যাহা যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সমস্ত ক্রিয়াদিকে সাধুগণ 'ভক্তি' নামে উল্লিখিত করিয়াছেন ও ইহার অনুষ্ঠানে উন্নততর প্রকার ভক্তি ক্রমশঃ জাগরিত হয়। নৈষ্কর্ম্মের (কর্ম হইতে বিরতির) মতবাদ ইহাই। আমরা যাহা কিছু করি না কেন, তাহা যেন হরিসেবার অনুকূল হয়। মুক্তিকামীর আকাঙ্ক্ষা সকল প্রকার কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি, হরিসেবা হইতে অব্যাহতি।

১০৫। প্রশ্ন ঃ কায়, মন ও বাক্য দ্বারা কি প্রকার সেবা করা যাইতে পারে?

উত্তর ঃ কি ভাল শিক্ষা সে লাভ করিয়াছে এই প্রশ্ন পিতা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন (ভাঃ ৭।৫।২৯-৩১):

"ভগবান বিষ্ণুর প্রতি নিবেদিত নবধা ভক্তি যথা,—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, স্তোত্রাদি দ্বারা বন্দন, সেবকের ন্যায় সেবা, সখ্য ভাবে আচরণ ও আত্মনিবেদন—এইগুলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলিয়া গণ্য হওয়ার যোগ্য। "হিরন্যকশিপু নিজ পুত্রের নিকট হইতে সেবা বিষয়ে ধারণা শ্রবণ করিয়া বলেন, 'তুমি এক নূতন ধরণের ধারণা শুনাইতেছ যাহা অভিজ্ঞতা বলে অর্জিত জ্ঞানীর সম্প্রদায়ের লোক আমরা জানি না।"

১০৬। প্রশ্ন ঃ যাঁহারা হরি সেবা করিবেন, তাঁহারা কি জীব-সেবা করিবেন?

উত্তর ঃ হরিই পূর্ণবস্তু; হরিঃ সেবকগণই প্রকৃতপক্ষে জীবের সেবা করেন। যাঁহারা জীবের বাহ্যিক আকৃতিতে মুগ্ধ হইয়া মনে করেন যে, হরির বহির্দেহের সেবাই হরির সেবা অথবা জীবের সেবা তাঁহারা 'বিবর্ত্তবাদী' অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টিই মায়া এই মতবাদের পরিপোষক; তাঁহারা জীবসেবা করেন না, তাঁহারা কেবল 'মায়ারই সেবা করেন, যে মায়া হরির বহির্দেহ মাত্র। এইভাবে মায়ার সেবা করিয়া নিজের উপকারও হয় না, অন্যেরও না। আপনি যদি নারায়ণের উপর দরিদ্র আরোপ করেন, তাহাতে আপনি কেবল মায়ারই সেবা করেন, নারায়ণেরও না, তাঁহার (নারায়ণের) সেবক জীবগণেরও না। বিবর্ত্তের (মায়ার) সেবা মায়ার মরীচিকার সেবা, প্রকৃত বস্তুর সেবা নহে। প্রকৃত (বাস্তব) বস্তু একমাত্র কৃষ্ণ; জীবগণ তাঁহার আনুসাঙ্গিক প্রতিরূপ। আমাদিগকে সেবা করিতে হইবে হরির, আমাদিগকে সেবা করিতে হইবে হরিজনের (অর্থাৎ হরির ভক্তগণের) এবং যাঁহারা প্রকৃত হরিজনকে বুঝিতে পারে না তাঁহাদিগেরও, যাহাতে তাহাদের হরিজন সম্বন্ধে প্রকৃত বোধ আসে; আমাদের কর্ত্তব্য তাহাদিগকে মানসিকভাবে ও শারীরিক ভাবেও সাহায্য করা। যাহারা হরিজনের বিপক্ষে তাহাদিগকেও সেবা করিতে হইবে, কিন্তু উদাসীন ভাবে। আমাদিগের শ্রেষ্ঠ বান্ধব ভগবানের সেবকরা মহাবিশ্বের সহিত

আমাদের মৈত্রী, আমার এই প্রকার মিত্রদিগের নিকট হরির সেবার কথা বলিব, যাঁহাদের বোধশক্তি কম আছে এবং তাঁহারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ত্তব্য সকল গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যাহারা বিরোধিতা করবে তাহাদের সহিত আমাদের সহযোগিতা থাকিবে না, যথা যাহারা জাত খোয়াইয়াছে, অজ্ঞেয়বাদিগণ, দৈহিক সুখভোগিগণ ও চার্ব্যকের অনুগামিগণ যাহারা মনে করে দৈহিক সুখভোগই জীবনের চরম কল্যাণ, ইত্যাদি।

১০৭। প্রশ্ন ঃ জীবের দয়া বা জীবগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন বলিতে কি বুঝানো হয়? অন্ন-বস্ত্র যোগান দ্বারা সাহায্য করা নয় কি?

উত্তর ঃ যাহারা বহু জন্মের পর হইলেও ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করতে পেরেছে ও ভগবানকে সেবা করতে আরম্ভ করেছে, তাহাদিগকেই আমরা সাহায্য করবো। অভাবীগণকে আমরা খাওয়ার, পড়ার ও অন্যান্য প্রকার সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব যাতে তারা হরিসেবা করতে পারে, দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষার কি প্রয়োজন? ওটা কোন দয়া নয়, পরন্তু তাহাতে মানুষ মায়া কবলিত হ'তে পারে বা সন্ত্রাসবাদের দিকে প্রলুব্ধ হ'তে পারে। যে দয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবের প্রতি প্রদর্শন করেছেন, তাহা দ্বারা সকলকে চিরকালের জন্য ত্রিতাপ জ্বালা থেকে মুক্তি দেয়। এই দয়ায় কোনও মন্দ নাই ও যে জীব তাহা লাভ করিতে পারিয়াছে তাদের উপর পৃথিবীর কোন অমঙ্গল আসবে না; পরন্তু তাঁহারা প্রেমামৃত সমুদ্রে সন্তরণ করবে ও নিত্য-কাল তা'র মধুরাস্বাদ উপভোগ করবে।

১০৮। প্রশ্ন ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার সহিত অপরের দয়ার পার্থক্য কোথায়?

উত্তর ঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ায় কোন মন্দের ব্যাপার নাই, যাহা অন্য প্রকার দয়ার মধ্যে দেখা যায় না। তাঁহার ঘনিষ্ঠতম পার্ষদ শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাঁহার দয়ার বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

'সকল প্রকার অমঙ্গলকে দূরীভূত কারক, স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় পবিত্র আনন্দদায়ক, সমস্ত শাস্ত্রবিবাদকে স্তব্ধকারী, ভক্তির সু-মধুর স্বাদ বিতরণকারী, ভগবৎপ্রেমে উন্মত্তকারী, ভক্তির নিত্যসুখ প্রদায়ী, উচ্চ ও নীচের মধ্যে সাম্যভাব পরিবেশনকারী এবং অপ্রাকৃত মাধুর্য্যের চরম সীমা প্রকাশকারী। 'শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বিচার বিবেচনা করেন—যাঁহারা নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও গৌরবর্ণ, সর্বোচ্চ উপকার বিতরণকারী, কৃষ্ণপ্রেম বিতরণকারী। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গ্রন্থকার) বলিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে পাবে চিত্তে চমৎকার॥"

—❖—

পরিশিষ্ট

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ

- শ্রীউপদেশ (১, ২, ৩, ৪)
- শ্রীপুরীধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা

শ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :

- শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ
- রচনামৃত
- শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমামৃত
- প্রকৃত উৎসের সন্ধানে
- পরমানন্দময় ধামের ধন

শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :

- শ্রীভক্তিরক্ষক হরিকথামৃত
- শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
- প্রেমময় অন্বেষণ
- শাশ্বত সুখনিকেতন
- সুবর্ণ সোপান
- শ্রীশ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী
- শ্রীশিক্ষাষ্টক
- অভিনব পুরটসুন্দর ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের বহির্গর্ভ বিপ্রলম্ভ লীলার সমাহার
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর :

- শরণাগতি
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
- শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ
- কল্যাণকল্পতরু
- পরমার্থ-ধর্ম্মনির্ণয়

বিবিধ

- শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
- শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত
- শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
- শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ
- শ্রীগর্গ-সংহিতা
- শ্রীগৌড়ীয়-গিতাঞ্জলি
- শ্রীনাম-ভজন বিচার ও প্রণালি
- শুদ্ধভক্তি সাধন সম্পদ
- শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের কেন্দ্রসমূহ

ভারত

আন্তর্জাতিক কার্য্যালয়
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ রোড,
কোলেরগঞ্জ, পোষ্ট অফিস ঃ নবদ্বীপ
জেলা - নদীয়া, পশ্চিবঙ্গ, পিন - ৭৪১৩০২,
ভারত, ফোন : ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

নৃসিংহপল্লী
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
নৃসিংহপল্লী (দেবপল্লী), স্বুবর্ণবিহার,
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন নং ৭৪১৩১৫
ফোন : ৯৬০৯৩০২৩১০

কলকাতা
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭, দম দম পার্ক (বিপরীত ট্যাঙ্ক ৩),
কলকাতা, পিন - ৭০০০৫৫, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৬০৯৩০২৩১০

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালি, চিড়িয়ামোড়,
পোষ্ট - এয়ারপোর্ট, কলকাতা,
পিন - ৭০০০৫২, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

হাপানিয়া
শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
পোষ্ট এবং গ্রাম - হাপানিয়া
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ৮৯৬৭৭১৯১৫৮

বামুনপাড়া
শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
গ্রাম - বামুনপাড়া, পোষ্ট - খানপুর
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পুরী
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড, গৌড় বাটসাহি
পুরী, পিন - ৭৫২০০১, ওড়িষ্যা, ভারত
ফোন : ৯৯৩৭৪৭৯০৭০, ৯১২৪৪৩৫৪৭৪

গোবর্দ্ধন
শ্রীলা শ্রীধর স্বামী সেবা আশ্রম
দশবিসা, পোষ্ট - গোবর্দ্ধন
জেলা - মথুরা, পিন - ২৮১৫০২
উত্তর প্রদেশ, ভারত
ফোন : ৮৬৩০৭৪৩০৬৩

বৃন্দাবন
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ও মিশন
১১৩ সেবা কুঞ্জ, বৃন্দাবন, জেলা - মথুরা,
পিন - ২৮১১২১, উত্তর প্রদেশ, ভারত,
ফোন : ৮২১৮৩৯৯৩০৯

শিলিগুড়ি
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
হায়দার পাড়া, নিউ পাল পাড়া,
১৫৫, নেতাজী সরনি, শিলিগুড়ি,
পিন - ৭৩৪০০৬, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ফোন : ৭৬৭৯৬৫২৩৩৪

একচক্রা ধাম
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গর্ভাবাস (একচক্রা ধাম),
পোষ্ট অফিস - বীরচন্দ্রপুর,
জেলা - বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১২৪৫
ফোন : ৯৬০৯৩০২৩১০

নিউ দিল্লি
শ্রীলা শ্রীধর গোবিন্দ সুন্দর ভক্তি যোগা
কালচারাল সেন্টার, ফ্ল্যাট - ৬ (টপ ফ্লোর),
হাউস ২৩৯৪, তিলক স্ট্রীট, (ইম্পেরিয়াল
সিনেমার পিছনে), চৌনা মাণ্ডি, পাহারগঞ্জ,
নিউ দিল্লি - ১১০০৫৫
মোবাইল : ৯১ ৯৮১০৩০৯৫১১

তারকেশ্বর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ভঞ্জিপুর, তারকেশ্বর, হুগলী
ফোন : ৭৪৭৭৮৮১৯২৬, ৯৭৩৫৯৮৫৪১৬

গঙ্গা-সাগর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - চকফুলডুবি, পোঃ - সাগর,
জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৭৭৫৩৮৪৬২৩

উলুবেড়িয়া
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
কাজিয়াখালি, ৭১১৩১৫
পশ্চিমবঙ্গ
ফোন ০৯১ ৯৬০৯৩০২৩১০

মহিলা আশ্রম কালনায়
শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিযোগ কালচারাল সেন্টার
গ্রাম - শাশপুর, পোঃ - কালনা,
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৮৩৪৮৯৪৯৩৬০

নাদনঘাট
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ - নাদনঘাট,
জেলা - বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

মেদিনীপুর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - জানাপাড়া, পোঃ - মেদিনীপুর,
জেলা - মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯৯৩৩৫৬৫৩০৫

মুর্শিদাবাদ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
গ্রাম - মাহাদিয়া, পোঃ - কান্দী,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯০০২২১০২৪২

ইসলামপুর
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ - ইসলামপুর,
জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

দিনহাটা
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
গ্রাম ও পোঃ - দিনহাটা
জেলা - কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

বেতুড়
শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
বেতুড়, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন : ৯৯৩৩১৪৪৬০৯৬

নৈহাটী
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
নৈহাটী, জেলা - উঃ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ

পূর্ব বর্ধমান
শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও সদাশিব আশ্রম
রতনদিঘি, জেলা - পূর্ব বর্ধমান,
পশ্চিমবঙ্গ, ফোন : ৯৭৩৪৩২৮৯৬০

পঞ্চপল্লী
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
পঞ্চপল্লী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ৯১৪৪১৭৪৩৭৬

কাটোয়া
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল
গ্রাম ও পোঃ - মেজিয়ারী, থানা - কাটোয়া
জেলা - পূর্ব বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

নোর্থ আমেরিকা

ইউ.এস.এ

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
২৯০০ নর্থ রেডিও গালর্চ রোড
সোকোয়েট, সিএ ৯৫০৭৩, ইউ.এস.এ
ফোন : (৮৩১) ৪৬২-৪৭১২
http://sevaashram.com

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
২৬৯ই, সৈনত জেমস স্ট্রীট
সান হোসে, সিএ ৯৫১১২, ইউ.এস.এ
ফোন : ৬০৫ ৫৫০৮৫৭৩

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মিশন
৭৪৫ সাউথ ৭০০ ইষ্ট সল্ট লেক সিটি,
উটাহ, ৮৪১০২

হাওয়াই

শ্রী চৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ মিশন
১৬২৫১ হালিয়াখালা হাইওয়ে, কুলা, মাউই,
হাওয়াই ৯৬৭৯০, ইউএসএ,
ফোন : ৮০৮৮৭৬৬৭২১

কানাডা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
২৯ ৯৯৫৫ ১৪০ স্ট্রীট,
স্যুরে, ভি ৩ টি, ৪ এম ৪, কানাডা
ফোন : ৬০৪৯৬৩০২৮০

মেক্সিকো

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
কলে ৬৯-বি, নং ৫৩৭, ফরাসিসি, সানতা
ইসাবেল, কানাসিন, ইউকাটন সি.ডি. ৯৭৩৭০,
মেক্সিকো
ফোন : (৫২-৯৯৯) ৯৮২-৮৪৪৪

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
রিফরমা নং. ৮৬৪, সেক্টর হিডালগো
গুয়াডালাহারা, জালিসকো, সি.ডি. ৪৪২৮০,
মেক্সিকো,ফোন : ৫২-৩৩ ৩৮২৬-৯৬১৩

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
দিয়েগো দে মনটেমায়োর ৬২৯,
সেনট্রো, মনট্রেরারী, এন. এল.
সি. পি. ৬৪৭২০,
ফোন : ৫২-৮১ ৮০৫৭-১০৯৭

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
এভিনিডা দে লাস রোসাস ৯
ফ্রাকিওনামাইএনটো ডেল প্যারাডো
তাইওয়ানা, বি.সি., সি.পি. ২২৪৪০
ফোন : (৫২৬৬৪) ৬০৮-৯১৫৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ দি ভেরাক্রুজ, এ.আর.,
জুয়ান দে দিওস পিজা ১৫৭
(এন্টার ইগনাসিও দি লা লিয়াভে নিগারেট)
ভেরাক্রুজ, ভেরাক্রুজ, সি.পি. ৯১৭০০
ফোন : (৫২-২২৯) ৯৫৫ ০৯৪১

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
কোলোন পয়েন্ট ২১৩ - ইনট্রেরি ৭
কোল. সেনট্রো. সি.পি. ০৯৪৩০০, ওরিজাবা,
ভার., মেক্সিকো,
ফোন : (৫২-২৭২) ৭২৫-৬৮২৮

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
ফেমানডো ভিলালপ্যানডো নং. ১০০ - ইনটি.
১০৩ কোল. গুয়াডলুপে ইন. ডেলিগাসিওন
এ্যালভারো ওবারেগন, সি.পি. ০১০২০ মেক্সিকো
সিটি,
ফোন : (৫২-৫৫) ৫০৯৭-০৫৩৩

শ্রীচৈতন্য সরস্বতী শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
কলে জেড ইডিএফ. ৪০ আইএনটি ২২ কল. ইউ
এইচ আলিয়ানজা
পপুলার রিভোলিউসাইওনারিয়া,
ডেলিগাসিওন কোয়াওকন, সি.পি. ০৪৮০০
মেক্সিকো সিটি,
ফোন : (৫২-৫৫) ৫৬৭৭ ৮৩১৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
জোয়াকুইন রিভাডেনিয়ারা নং. ৫০
কল. জারডিনেস দে গুয়াডলুপে
মোরেলিয়া, মিচ., সি.পি. ৫৮১৪০
ফোন : (৫২-৪৪৩) ২৭৫-২৮৭৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ
সেবাশ্রম দে মেক্সিকো, এ.আর.
ক্যারিটেরা টাইকুল - ছাপাব, কিলোমিটার ১.৪,
টাইকুল, ইউকাটন, মেক্সিকো

সাউথ আমেরিকা

ব্রাজিল
শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
কৃষ্ণ শক্তি আশ্রম, পি.ও. বক্স ৩৮৬
ক্যাম্পাস ডু জোরডাও, সাও পৌলো, ব্রাজিল,
ফোন : ০১২ ৩৬৬৩ ৩১৬৮
http://ashram.com.br

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
এবং কেসা প্রেমা (রেস্টুরেন্ট)
এ্যাভেনিডা ইউসেবিও মাটোসো, ২৪৬
পিনহেয়িরোজ, সাও পাউলো - এস পি সেপ:
০৫৪২৩-০১০
ফোন: (১১) ৩৮১৫-১৪৪৮
http://casaprema.com

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ পোরটো এলিগ্রি
ইস্টাডা ছাপজু ডু সোল, ৬২০
পোরটো এলিগ্রি - সাউথ ব্রাজিল
ফোন : (৫১) ৩২৬৮-১৩৮৩ এবং
(৫১) ৩২২২-৫৪১৭

ভেনেজুয়েলা
শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম,
আবেনিদা টুয় কন আবেনিদা ছামা, ক্বিন্তা
পরমকরুণা, কারাকাস, ভেনিজুয়েলা
ফোন : ৫৮২১২৭৫৪১২৫৭

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, কল্লে ৭৭ এন্ত্রে আবেনিদাস
১০ ও ১১, ফ্রেন্তে অ এনেলবেন
ফোন : ৫৮২৬১৭৯৭৩০৮৯

পার্সেলামেন্ত মিরান্দ সেক্টর দে, কাল্লে তেহেরো
কন গুন্ত, কুমানা, এস্তাদো সুক্রে, ফোন:
৫৮০৪১৪৭৭৭৫৯৩৮
ইকোয়াডর

শ্রীলশ্রীধর স্বামী সেবা, আবেন্যু জেনেরেল
রুমিনাহুই, কাল্লে এ৭আ, ন৯-২৩৬, আর্মেনিয়া,
কোনোকোতো, ১৭০৮০১, কুইটো, ইকোয়াডর
ফোন : ৫৯৩ ০২২৩৪২৪৭১

কলোম্বিয়া
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, বোগোটা, কার্রেরা ৭৪আ,
নঃ৪৯আ-৭১, ১১০৯১১
ফোন : ০১১ ৫৭ ১ ৩২৭ ৪৩২ ০৮১৩

শ্রীশ্রীল গোবিন্দ সেবা আশ্রম, কেএম ৪, পাইপা
বিয়, পান্তানো দে বারগাস, পিন-১৫০৪৪০-
১৫০৪৪৯,
ফোন : ০১১ ৫৭ ৭ ৩১৩ ২২৭ ১১১৯

ইউরোপ

ইংল্যাণ্ড
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
৪৬৬ গ্রীণ স্ট্রীট
লণ্ডন ই১৩ ৯০বি, ইউ.কে.
ফোন : (০২০৮) ৫৫২-৩৫৫১
http://scsmathlondon.org

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ভক্তি যোগ ইনস্টিটিউট,
গ্রেভিলে হাউস, হাজেলমেরে ক্লোজ
ফেলথাম, মিডিলসেক্স, টি ডব্লউ ১৪ ৯পি এক্স,
ইউ.কে., ফোন : ৪৪ ২০৮৮৯০৯৫২৫
http://bhaktiyogainstitute.com

আয়ারল্যাণ্ড
শ্রীচৈতন্য সারস্বত সঙ্ঘ
এ্যাটেন: বরিয়ান টাইমোনি
(বালিনামোর কো. লেইট্রিম)
ফোন : ০৭১ ৯৬৪৫৬৬১

১৪, পার্কসাইড, ওয়েক্সফোর্ড টাউন,
কান্ট্রি ওয়েক্সফোআয়ারল্যাণ্ড
ফোন : ০৮৬ ২৬২৬ ৪৭৫

ইটালি
ভিলা গোবিন্দ আশ্রম
ভায়া রিগোনদিনো, ৫,২৩৮৮৭ ওলজিয়েট মোল
(এল সি) ফ্রাজ, রিগোনডিনো রোসো, ইটালে,
ফোন : ৩৯ ০৩৯ ৯২৭৪৪৪৫
http://villagovinda.org

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ রোম
ভেদাভিলা যোগা স্টুডিও, ভায়া দি সন মাইচেলে,
১২০০০১৫৩ রোমা, ইটালে
ফোন : ৩৯ ০৬ ৬৯৩৭১৫৫৬

মালটা
দি লোটাস রোম যোগা সেন্টার মঠ
ফোন : [+৩৫৬] ৯৯৮৬ ৭০১৫

নেদারল্যাণ্ডস

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আশ্রম
এ্যাজোরেনওয়েগ ৮০
১৩৩৯ ভি পি আলমেরে, ন্যাদারল্যান্ডস
ফোন : ০৩৬ ৫৩ ২৮১৫০

হাঙ্গগ্রে

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
এ্যানড্রাস নোভাক নাগিভানওয়ায়ি ইউ টি
৫২, এইচ-১০২৫ বুডাপেস্ট
হাঙ্গগ্রে, ফোন : (৩৬১) ৩৯৮০২৯৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
ইন্ডোর সেজাপেসি—আনন্দ বর্দ্ধন ডি.
এইচ-১২২৩ বুডাপেস্ট
মুভেলোডস উটকা ১৮/বি, হাঙ্গগ্রে

টুরকে

শ্রী গোবিন্দ মঠ যোগা সেন্টার
আবদুল্লা কেভডেট সোকক
নং ৩৩/৮, কানকেয়া ০৬৬৯০
আনকারা, টুরকে
ফোন : ০৯০ ৩১২ ৪৪১৫৮৫৭ এবং
০৯০ ৩১২ ৪৪০ ৮৮ ৮২

উকরাইন

কাইভ. হারমাতনয়া স্ট্রীট, ২৬/২,
"রোস্টক" প্লেস অফ কালচার
ফোন : +৩৮ (০৪৪) ৪৯৬-১৮-৯১
+৩৮ (০৬৭) ৪৬৪-১৮-৯৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবা আশ্রম
১১/৪, পানফিলোসেভ স্ট্রীট
জাপোরোজিয়া, ৬৯০০০, উকরাইন
ফোন : (০৬১২) ৩৩-৪২-১৪

পর্তুগাল

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, রুঅ দো
সোব্রেইরো ৫, চিদ্রেইরো ৫, চিদ্রেইরো,
৩০২০-১৪৩,কোইম্ব্র

রাশিয়া

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কাল্চারেল সেন্টার
মস্কো, বলশয় কিসেল্নিয় টুপিক ৭/২
ফোন : +৭৪৯৫৬২৮৮৮৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
সেন্টপিটার্সবার্গ, লাহ্টা
ফোন : +৭(৮১২) ৪৯৮২৫৫৫
তোমস্ক, াকাদেম্গোরোদোক, বাবিলোবা স্ত্রিট
১৬-৯০, ফোন : ৭ ৯১৩ ১০৫ ৯৯ ৮১

আবখাজিয়া

শেলো দ্জীঘুটা, ২য় আপ্সিল্স্কিয় টুপিক ১৫
ফোন : ৭ ৯৪০ ৭১২ ৫৮৪৮,
৭ ৯৪০ ৭ ৭০৬ ১০৮

এশিয়া

থাইল্যান্ড

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ আশ্রম
৭৯/২৩ মোওবান ওরাবোডিন
এসওআই ওয়াটসাডেট
পাটুমাথানি-রংসিট রোড, পাটুমাথানি,
ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
ফোন : +৬৬ ৮১৯ ০৯৫ ৯১৭

মালেয়েশিয়া

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা
আশ্রম, সাইটিয়ান
ফোন : ০১৭-৫৮৬২৮১৭ / ০১২-
৫০১২৮০৪

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সাধু সংগ্রাম খলঙ্গ.
নং ১৪, লোরঙ বেনধারা ৪৬এ,
তামান মেওয়া বারু, ৪১২০০ ক্লাঙ্গ,
সেলানগোর, মালেয়েসিয়া,
ফোন : +৬০ ৩-৫১৬১৬৭২১

শ্রীচৈতন্য শ্রীধর গোবিন্দ সেবা আশ্রম
পেটালিঙ জয়া সার্ভিস সেন্টার,
নং ১৩ জালান ১৮/৬, তামান
খানাগাপুরম, ৪৬০০০ ফেটালিঙ জয়া,
সেলানগর, মালেয়াশিয়া, ফোন : +৬০-১-
৬৩৩৮৬১৩০

সিঙ্গাপুর

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ সিংগাপুর
এবং গোকুল ভেজিটেরিয়ান রেসষ্টুরেন্ট
১৯ এবং ২১, আপার ডিকসন রোড,
সিঙ্গাপোর ২০৭৪৭৮, ফোন :
৬৩৪৩৯০১৮
মোবাইল : ৯০২৩৬৩৪১ এবং
৯১৮৫৬৬১৩

ফিলিপাইন্স

শ্রীলা শ্রীধর স্বামী সেবা আশ্রম
প্রযন্তে : গোকুলানন্দ প্রভু
২৩, রুবি স্ট্রীট, কাশিমিরো টাউনহাউস,
টালন ইউনো. লাস পিনাস সিটি,
মেট্রো মানিলা, জিপ কোড ১৭৪৭,
ফোন : ৮০০-১৩৪০

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ফিলিপাইন্স ব্রাঞ্চ (ইসানি দেবী দাস)
লট ১৫ ব্লক ৮, উডব্রীজ সাবডিভিসন,
পোব্লাসিওন, প্যানডি, বুলাকান,
ফিলিপাইনস, ৩০১৪
ফোন : ৬৩ ৯২০৩১ ৬৩৭৫০
http://philippines.scsmath.org

সাউথ পেসিফিক

অস্ট্রেলিয়া

শ্রীগোবিন্দ ধাম
পি.ও. বক্স ৭২, উকি. ভায়া মুরউইলমবা,
এন.এস.ডব্লিউ. ২৪৮৪, অস্ট্রেলিয়া,
ফোন : ০২৬৬ ৭৯৫৫৪১

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
১৪, বরিয়ান স্ট্রীট বরিয়াসমেড
চার্মস, কিউএলডি, অস্ট্রেলিয়া ৪৮৭০
ফোন : ০৪৩২ ০৫৪ ০৪৮

নিউজিল্যাণ্ড

১০৩০ কোটেসভাইল রিভারহেড হাইওয়ে,
রিভারহেড, অকল্যান্ড
নিউজিল্যাণ্ড, ফোন : ০৯ ৪১২৫৪৬৬

ফিজি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর আসন
পি.ও. বক্স ৪৫০৭, লৌটকা, ফিজি
ফোন : ৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭, ৬৭৯৮৬৭৬৫৪৭

আফ্রিকা

সাউথ আফ্রিকা

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
৪৪৬৪, মৌন্ট রেইনে ক্রেসেন্ট
লেনাসিই সাউথ, এক্সটেন্সন ৪
জোহানেসবার্গ ১৮২০, ফোম : ০১১ ৮৫২
২৭৮১, ০০২৭ ৮৩ ৩৮৪ ৭৩৬৭
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
ফেনিক্স ৪০৬৮, ডুর্বন, ক্বাজুলু নাটাল
ফোম : ২৭ ৩১ ৫০৫ ৮৪ ৩৬

মরিশাস

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ আন্তর্জাতিক
নবদ্বীপ ধাম স্ত্রিট, লোং মাউন্টন
ফোন : ২৩০ ২৫৬ ৩৪৬৬, ৭২৪ ৯৩৫২

ওয়েবসাইট :
scsmathinternational.com

ইমেইল :
info@scsmathinternational.com